NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ শমীকের, আরও উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি

অটিস্টিক সন্তানের পাশে থাকতে আদালতে শিক্ষিকা ৩

কলকাতা ২১ নভেম্বর ২০২৫ ৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ১৬০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.11.2025, Vol.19, Issue No. 160, 8 Pages, Price 3.00

এসআইআর স্থগিত করুন, কমিশনকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া নিয়ে আবার সরব হলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বার দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখে এসআইআর প্রক্রিয়া স্থগিতের অনুরোধ জানালেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, পরিকল্পনাহীন ভাবে এই প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, এটা বিপজ্জনকও বটে। সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের দুই বুথ লেভেল অফিসারের মৃত্যু এবং অসুস্থতার খবর মিলেছে। অভিযোগ, এসআইআরের কাজের চাপেই এ হেন ঘটনা ঘটছে। মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে বিএলও-দের মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে এসআইআর প্রক্রিয়া স্থগিতের কথা বলেন।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর চিঠির প্রেক্ষিতে রাজ্যের দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়াল জানিয়ে দিয়েছেন, এসআইআর-এর কাজ ভালভাবে চলছে। তিনি বলেন, 'এসআইআর স্থগিত করা হবে কিনা, এটা ইসিআই দেখবে, সিও তো স্রেফ নির্দেশ পালন করে মাত্র। তবে এটুকু বলছি, কাজ খুব ভাল ভাবে হচ্ছে'। যা প্রকারান্তরে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগকেই খণ্ডন করার শামিল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল ছড়িয়েছে।'

মমতার এই দাবি নতুন নয়। দিনকয়েক আগেও শিলিগুড়ির সরকারি মঞ্চ থেকে এসআইআর প্রক্রিয়াকে অবাস্তব পরিকল্পনা বলে দাবি করেন তিনি। সেই একই বক্তব্য তুলে ধরে এবার কমিশনকে চিঠি দিলেন। চিঠিতে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি উল্লেখ করেন, এই প্রক্রিয়া শুধু পরিকল্পনাহীন বা বিশৃঙ্খল নয়, বরং বিপজ্জনকও। এসআইআর প্রক্রিয়াকে হঠকারী সিদ্ধান্ত বলেও দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে জানিয়েছেন, এসআইআর প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে যথেষ্ট। পাশাপাশি, প্রয়োজনীয় নথি সম্পর্কেও অস্পষ্টতা থেকে গিয়েছে। এই প্রক্রিয়া কাঠামাগত ভাবে ত্রুটিপূর্ণ। মমতা মনে করেন, 'বিএলও-দের উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, যা তাঁদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগজনক।' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ধান চাষের সময়। কৃষিক্ষেত্রের এই ব্যস্ততম সময়ে এসআইআর প্রক্রিয়া চালানো অযৌক্তিক। সাধারণ মানুষের উপরও চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।'

চিঠির শেষে মমতার অনুরোধ, অবিলম্বে যেন এই এসআইআর প্রক্রিয়া বন্ধ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর আরও অনুরোধ, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা হোক। একই সঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ার সময়সীমা পুনর্বিবেচনারও অনুরোধ করেছেন মমতা। তাঁর কথায়, 'এই প্রক্রিয়া যদি অবিলম্বে সংশোধন করা না-হয়, তবে তা সকলের কাছেই ক্ষতির।'

অতীতে মমতা দাবি করেছিলেন, 'নোটবন্দির পরে মানুষকে এসআইআর বন্দি করা হয়েছে।' তাঁর অভিযোগ, 'সরকার যাতে কোনও কাজ করতে না পারে তা-ই এসআইআর-এর নামে সুপার ইমার্জেন্সি জারি করা হয়েছে।' নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপিকে নিশানা করে এসআইআর নিয়ে তোপ দেগেছেন মমতা। এসআইআর-এর পরিকল্পনার বাস্তবতা নিয়ে লাগাতার প্রশ্ন তুলছে বাংলার শাসকদল তৃণমূল। দলনেত্রী মমতাও একই দাবি তুলে বার বার বলেছেন, 'ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন ঘোষণা হবে। বাড়ি বাড়ি যেতে হবে। আগে দু'মাসে এই কাজ সম্পূর্ণ করা অসম্ভব।'

আবার আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০০২ সালের তালিকায় নাম ছিল না। সেই 'আতঙ্কে'ই এ বার চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন উত্তর ২৪ পরগনার বেলঘরিয়ার বাসিন্দা এক প্রৌঢ়। বুধবার রাতে বেলঘরিয়ার সিসিআর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁকে আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আপাতত সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, ৬৩ বছরের ওই প্রৌঢ়ের নাম অশোক সর্দার। বেলঘরিয়ার কামারহাটি পুরসভার অন্তর্গত প্রফুল্লনগর এলাকার বাসিন্দা অশোক পেশায় রিকশাচালক। অশোকের পরিবারের দাবি, ওই এলাকায় দীর্ঘ দিন ধরে থাকছেন তাঁরা। কোনও কারণে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় অশোকের নাম পাওয়া যায়নি, যদিও ওই ব্যক্তির মায়ের নাম সেই তালিকায় ছিল। পরিবার সূত্রে খবর, রাজ্যে এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অশোক।

মেগা শপথে দশম বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ

পাটনা, ২০ নভেম্বর: দশম বারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথগ্রহণ করলেন নীতীশ কুমার। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টায় পাটনার গান্ধি ময়দানে নীতীশকে শপথবাক্য পাঠ করান বিহারের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বিজেপির শীর্ষস্থানীয় নেতারা। নীতীশ ছাড়াও মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন ২৬ জন বিধায়ক। শপথগ্রহণ করেছেন আগের মন্ত্রিসভায় নীতীশের দুই ডেপুটি, বিজেপির বিজয় সিনহা এবং সম্রাট চৌধরি। একটি সূত্রের দাবি, এ বারও এই দু'জনকেই উপমুখ্যমন্ত্রী করা হচ্ছে।

এদিন মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন জেডিইউ-র বিজয়কুমার চৌধরি, বিজেন্দ্রপ্রসাদ যাদব, শ্রোয়ান কুমার, অশোক চৌধরি, লেসি সিংহ, মদন সাহনি, সুনীল কুমার এবং মহম্মদ জামা খান। বিজেপি বিধায়কদের মধ্যে সম্রাট এবং বিজয় ছাড়াও শপথগ্রহণ করেন দিলীপ জয়সওয়াল, মঙ্গল পাণ্ডে, সঞ্জয় সিং টাইগার, রমা নিষাদ, অরুণশঙ্কর প্রসাদ, রামকৃপাল যাদব, নীতিন নবীন এবং সুরেন্দ্রপ্রসাদ মেহতা। জিতনরামের দল হাম-এর তরফে মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন সন্তোষ সুমন। চিরাগের দলের দুই বিধায়ক সঞ্জয় কুমার এবং সঞ্জয়কুমার সিংহ মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন।

ঐক্যবদ্ধ এনডিএ-র ছবি তুলে ধরতে শপথগ্রহণের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা টিডিপি নেতা চন্দ্রবাবু নায়ডু, এলজেপি (আর) নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ান, হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা (হাম)-র নেতা জিতনরাম মাঝি। উপস্থিত ছিলেন বিজেপিশাসিত বেশ কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও। ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডণবিশ, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা প্রমুখ।

বিল অনুমোদনে বাঁধা হল না সময়

রাষ্ট্রপতি-রাজ্যপালের জন্য সুপ্রিম নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর: কোনও বিল অনুমোদনের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া যাবে না, বৃহস্পতিবার এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ। রাষ্ট্রপতির তরফে প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানো এক চিঠির ি ভত্তিতে এই বেঞ্চ গঠিত হয়। দীর্ঘ শুনানির পর বৃহস্পতিবার বেঞ্চ তার মতামত জানায়। প্রধান বিচারপতি বিআর. গাভাইয়ের নেতৃত্বে গঠিত এই সাংবিধানিক বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি পিএস. নরসিংহ এবং বিচারপতি এএস. চন্দরকর।

বৃহস্পতিবার শুনানির পর এই সাংবিধানিক বেঞ্চ স্পষ্ট নির্দেশ দেয়, বিল অনুমোদনের জন্য রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতিকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বাধ্য করা যাবে না। আর কোনও বিল দীর্ঘদিন রাজ্যপালের কাছে পড়ে থাকলে তা বিধানসভায় ফের পাঠানো উচিত।

এর পাশাপাশি সাংবিধানিক এই বেঞ্চ আরও জানিয়েছে, সংবিধানের ২০০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যপাল চাইলে, বিলটিতে সই করতে পারেন, রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাতে পারেন অথবা সম্মতি না দিয়ে বিধানসভায় ফেরত পাঠাতে পারেন। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ শুনতে বাধ্য নন। তিনি নিজের বিচক্ষণতায় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আর এ ব্যাপারে সাধারণত আদালত এই প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে না। তবে যদি কোনও বিল অযথা দীর্ঘদিন আটকে থাকে, আদালত রাজ্যপালকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দিতে পারে।

অর্থাৎ, এই রায়ে একদিকে রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে দীর্ঘসূত্রিতা এড়াতে আদালতের নজরদারির সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভারসাম্য বজায় থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কাশ্মীরে সংবাদপত্রের অফিসে কার্তুজ-পিস্তল

শ্রীনগর, ২০ নভেম্বর: দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তে এবার জম্মুতে হানা। নজরে কাশ্মীর টাইমস সংবাদপত্রের অফিস। বৃহস্পতিবার কাশ্মীর টাইমসের অফিসে হানা দিয়েছে রাজ্যের তদন্ত সংস্থা। বিভিন্ন নথিপত্র এবং ডিজিটাল যন্ত্রের পাশাপাশি, একে রাইফেলের কার্তুজ এবং পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে সংবাদপত্রের অফিস থেকে।

জানা গিয়েছে, দিল্লির লালকেল্লায় গাড়ি বিস্ফোরণ এবং জইশ-ই-মহম্মদের 'ডাক্তার জঙ্গি' নেটওয়ার্কের তদন্তে বৃহস্পতিবার জম্মুর রেসিডেন্সি রোডে কাশ্মীর টাইমস সংবাদপত্রের অফিসে তল্লাশি চালায় রাজ্য তদন্ত সংস্থা (এসআইএ)। আধিকারিকরা যে সম্প্রতি সংবাদপত্রটির বিরুদ্ধে একটি এফআইআর করা হয়েছে। এই এফআইআর-এর কারণেই তল্লাশি চালানো হয়েছে। তাতে কাশ্মীর টাইমসের বিরুদ্ধে হিংসা ছড়ানো, বিচ্ছিন্নতাবাদকে মহিমান্বিত করা, ভারত এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতায় আঘাত হানার অভিযোগ আনা হয়েছে। এফআইআরে নাম রয়েছে কাশ্মীর টাইমসের কার্যনির্বাহী সম্পাদক অনুরাধা ভাসিনের। একটি সূত্র বলছে, ওই সংবাদমাধ্যমের নথিপত্র খতিয়ে দেখছেন এসআইএ আধিকারিকেরা। 'সার্বভৌমত্বে আঘাত হানতে' কী করেছে সংস্থা, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, এই সংবাদপত্রে দেশবিরোধী লেখা ছাপা হয়েছে। তল্লাশি অভিযানে রাইফেলের কার্তুজ, কিছু পিস্তল এবং হ্যান্ড গ্রেনেডের পিন-সহ অন্যান্য জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে। সংবাদ সংস্থার আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে তারা জানিয়েছে তল্লাশি অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুরিন্দর সিং চৌধুরী বলেন, কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যেখানে অন্যায় প্রমাণিত হয়েছে।

জানা গিয়েছে, কাশ্মীর টাইমসের অফিসে থাকা নথি এবং ডিজিটাল ডিভাইসগুলিতে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে। ৩৭০ এবং ৩৫এ ধারা অবলুপ্তির পরে কাশ্মীর টাইমসের সম্পাদক অনুরাধা ভাসিন ২০১৯ সালে ইন্টারনেটের উপর নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন। বৃহস্পতিবার কাশ্মীর টাইমস কর্তৃপক্ষ তাদের জম্মু অফিসে অভিযানের তীব্র সমালোচনা করেছে। তাঁদের তরফে বলা হয়েছে, এই অভিযোগগুলি একটি স্বাধীন মিডিয়া প্রতিষ্ঠানকে দমন করার প্রচেষ্টা।

যদিও, কাশ্মীর টাইমসের বিরুদ্ধে এটাই প্রথম তদন্ত নয়। এর আগেও 'দেশবিরোধী লেখা' প্রকাশের অভিযোগে এই সংবাদপত্রের অফিসে তল্লাশি চালানো হয়। শ্রীনগরের প্রেস এনক্লেভে অবস্থিত অফিসটি ২০২০ সালে অল্প সময়ের জন্য সিল করে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে।

মোদী নিজে ফোন করেছিলেন, যুদ্ধ থামানোর নয়া গল্পে ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২০ নভেম্বর: ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামানোর জন্য নাকি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ফোন করেছিলেন খোদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই। এ বার এমনটাই দাবি করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুধু তা-ই নয়, দুই দেশের উপর ৩৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর 'ভয়' দেখিয়েই নাকি সে যাত্রার মতো ক্ষান্ত করা গিয়েছে ভারত ও পাকিস্তানকে।

যদিও শুরু থেকেই এ সব দাবি অস্বীকার করে এসেছে ভারত। পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বন্দ্ব থামানো নিয়ে ট্রাম্পের মধ্যস্থতার দাবি উড়িয়ে দিয়ে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, কোনও তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে। ট্রাম্পের বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে হুমকি যুদ্ধবিরতিকে প্রভাবিত করেছে, এই দাবিও মানতে নারাজ নয়াদিল্লি।

বুধবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফের দাবি করেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনার নিরসন করেছিলেন তিনিই। দুই দেশের উপর চড়া শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তার পরেই নাকি তাঁকে ফোন করেছিলেন মোদী। আশ্বাস দিয়ে ট্রাম্পকে জানিয়েছিলেন, ভারত যুদ্ধে যাবে না। ট্রাম্পের কথায়, ''মোদী আমাকে বলেন, 'আমরা এই কাজ করব না।' আমি বললাম, 'কোন কাজের কথা বলছেন?' মোদী উত্তর দেন, 'আমরা যুদ্ধে যাব না।''

ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতিতে যে তাঁর নেপথ্য ভূমিকা ছিল, এ পর্যন্ত বহু বার এই দাবি করে ফেলেছেন ট্রাম্প। তবে মোদী তাঁকে ফোন করেছিলেন, এ কথা এই প্রথম বার শোনা গেল ট্রাম্পের মুখে। বুধবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমি যে কোনও বিরোধের ভাল ভাবে নিষ্পত্তি করতে পারি। আমি বরাবরই এমন ছিলাম। এর আগেও আমি বছরের পর বছর ধরে এই কাজ করেছি। বিভিন্ন যুদ্ধের কথাই যদি বলি... এই যেমন ভারত, পাকিস্তান, ওরা পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে যাচ্ছিল।'

মার্কিন-সৌদি বিনিয়োগ ফোরামে সৌদি আরবের যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমনের উপস্থিতিতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে এ কথা বলেন ট্রাম্প। তাঁর কথায়, 'দুই পারমাণবিক শক্তিধর দেশকেই বলেছিলাম, আমি তোমাদের একে অপরের উপর পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে নামতে দেব না। এতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাবে। লস অ্যাঞ্জেলেসের উপর পারমাণবিক ধুলো ভাসবে। তার পরেও তোমরা চাইলে এটা করতে পারো, কিন্তু আমি দুই দেশের উপরেই ৩৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করব। আমেরিকার সঙ্গে আর বাণিজ্য করতে পারবে না।' এর পরেই নাকি রণে ভঙ্গ দেয় ভারত ও পাকিস্তান।

বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি আগামী বছরের বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিল রাজ্য সরকারও। শনিবার নবান্নে জেলাশাসকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসছেন মুখ্যসচিব। সূত্রের খবর, বৈঠকের প্রধান আলোচ্য নির্বাচনী পরিকাঠামো এবং ইভিএম প্রস্তুতি।

উল্লেখ্য, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইভিএম-এর ফার্স্ট লেভেল চেকিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে আজ। নিউটাউনের তালকুটিরে আয়োজিত এই কর্মশালায় উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রের সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতি। তাঁর নেতৃত্বে কমিশনের এক প্রতিনিধি দল কর্মশালায় অংশ নেবেন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কর্মশালায় অংশ নিতে কলকাতায় এসেছেন নির্বাচন কমিশনের সচিব মধুসূদন গুপ্ত এবং ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (ই সি আই এল)-এর সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার পিসি. মণ্ডল।

রবার্টের বিরুদ্ধে চার্জশিট ইডির

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর: অস্ত্র ব্যবসায়ী সঞ্জয় ভান্ডারির সঙ্গে যুক্ত আর্থিক তছরুপ মামলায় এ বার কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধির স্বামী রবার্ট বঢরার বিরুদ্ধে চার্জশিট দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বৃহস্পতিবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে এই চার্জশিট দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

ইডি কর্তারা জানিয়েছে, আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইনের অধীনে চলতি বছরের জুলাইয়ে রবার্টের জবানবন্দি নথিভুক্ত করা হয়েছিল। কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধির জামাইয়ের বিরুদ্ধে সঞ্জয়ের আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ মিলেছে। সঞ্জয়ের মাধ্যমে ব্রিটেনে বেনামি সম্পত্তি কেনা ও আয়কর ফাঁকির অভিযোগ নিয়ে ২০২০ সালে গান্ধি পরিবারের জামাই রবার্টের বিরুদ্ধে আয়কর বিভাগ তদন্ত শুরু করেছিল। ২০২৩ সালেই সঞ্জয়কে ভারতে প্রত্যপর্ণের নির্দেশ দিয়েছিল ব্রিটেনের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুয়েল্লা ব্রেভারম্যান। প্রতিরক্ষা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সঞ্জয়ের সঙ্গে কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা বঢরা গান্ধিধর স্বামী রবার্টের যোগাযোগ রয়েছে বলে বিজেপির দাবি। যদিও দুই বছর কেটে গেলেও এখনও বিতর্কিত সেই অস্ত্র ব্যবসায়ীকে ভারতে ফেরানো যায়নি।

'জেন জি'র বিক্ষোভে ফের উত্তপ্ত নেপাল

কাঠমান্ডু, ২০ নভেম্বর: নেপালে ফের প্রতিবাদে রাস্তায় নামলেন ছাত্র-যুবরা, ইদানীং যাঁদের পরিচিতি 'জেন জি' নামেই। গত কয়েক দিন ধরেই নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির দল কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল-এর (ইউএমএল) নেতা-কর্মীদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ চলছিল জেন জি বিক্ষোভকারীদের। বৃহস্পতিবার বেলার দিকে নেপালের বরা জেলার সিমারায় সমবেত হয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

গত সেপ্টেম্বর মাসে তরুণ প্রজন্মের বিক্ষোভের জেরে নেপালে পতন হয় কেপি শর্মা ওলির সরকারের। ওই গণবিক্ষোভের দু'মাস কাটতে না কাটতেই ভোটের দিনক্ষণ জানিয়ে দিয়েছে নেপালের নির্বাচন কমিশন। আগামী ৫ মার্চ নেপালে নির্বাচন হবে। জানুয়ারি মাসে হয়ে যাবে মনোনয়নপর্ব। ভোটের আগে সংগঠনকে চাঙ্গা করতে একাধিক কর্মসূচির ডাক দিয়েছে ওলির দল।

এদিনের বিক্ষোভ হটাতে কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে পুলিশ। সিমারা এবং সংলগ্ন এলাকায় কার্ফু জারি করা হয়। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলির প্রতিবেদন অনুসারে, ঘটনার সূত্রপাত বুধবার। ওই দিন একটি দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে বিমানে কাঠমান্ডু থেকে সিমারা যান ওলির দলের দুই নেতা মহেশ বসনেট এবং শঙ্কর পোখারেল। তার আগের দিনই ওলির দলকে 'খুনিদের সরকার' বলে কটাক্ষ করে সমাজমাধ্যমে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিলেন জেন জি-দের জেলা সমন্বয়ক সম্রাট উপাধ্যায়। দুই ইউএমএল নেতা বিমানবন্দরে নামতেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন জেন জি প্রতিবাদীরা। তার পরেই ইউএমএল নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। তাতে আহত হন জেন জি-দের ছ'জন।

বুধবারের সংঘর্ষের পর ছয় ইউএমএল নেতার বিরুদ্ধে

হাকিমপুর হবে তৃণমূলের শেষ পুর: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এসআইআর ঘোষণা হতেই বাংলাদেশে ফেরার হিড়িক পড়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। সূত্র বলছে, বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগরের হাকিমপুর চেক পোস্ট হয়ে গত কয়েকদিনে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ বাংলাদেশে ফিরেছেন। হাকিমপুর সীমান্ত দিয়ে ওপারে যাওয়ার জন্য এখনও উপচে পড়া ভিড়।

বৃহস্পতিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এপ্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হতেই রোহিঙ্গা মুসলমানরা হাকিমপুর চেক পোস্টের ক্যাম্পে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ওখানে ওঁদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছাড়পত্র নিয়ে ওদেরকে ধীরে ধীরে পুশ ব্যাক করা হচ্ছে।

পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং বলেন, 'বাম আমলে মমতা ব্যানার্জি একটা সময় স্লোগান তুলেছিলেন, কেশপুর হবে সিপিএমের শেষ পুর। এখন আমরা বলছি, হাকিমপুর হবে তৃণমূলের শেষ পুর।' শেষ পুর নিয়ে ব্যাখ্যায় প্রাক্তন সাংসদ বলেন, রোহিঙ্গারা বাংলায় এসে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছে। এখন ওরা চলে গেলে, মমতা ব্যানার্জি জিতবেন কি করে। বাংলার মানুষ তো মমতা ব্যানার্জিকে চাইছেন না। রোহিঙ্গা আর মুসলমানদের ৪০ শতাংশ ভোট নিয়ে উনি ক্ষমতায় টিকে আছেন। বিজেপি নেতা অর্জুন সিং জানান, এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হতেই অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে বাংলা ছাড়ার হিড়িক পড়েছে। হাজার হাজার অনুপ্রবেশকারী ফাঁকা জমি যেখানে কাঁটা তার নেই, সেখান দিয়ে বাংলাদেশে পালাচ্ছেন। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি যতই চেষ্টা করুন, উনি রোহিঙ্গা মুসলমানদের ভারতবর্ষে রাখতে পারবেন না। তাঁর দাবি, দেশের সংবিধানের শপথ নিয়ে মমতা ব্যানার্জি 'প্রসারিত বাংলাদেশে'র প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছেন। ভোট ব্যাঙ্কের স্বার্থে রাজ্যবাসীর যা অধিকার, সেটা উনি রোহিঙ্গা মুসলমান ও অনুপ্রবেশকারীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। এটা আমাদেরকে আটকাতে হবে।

সন্দেহজনক ঘোরাফেরায় চার মহিলা আটক, তৎপরতা

নিজস্ব প্রতবেদন, হাওড়া: হাওড়া, ব্যাটরা থানা এলাকায় সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে চার মহিলাকে আটক করল হাওড়া সিটি পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যায় ইছাপুর জল ট্যাংকের কাছে বেশ কিছুক্ষণ ধরে চারজন মহিলাকে ঘোরাফেরা করতে দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাদের দাবি, আচরণ ও কথাবার্তায় মহিলাদের পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়। বাংলাদেশি নাগরিক সন্দেহে স্থানীয়রা মহিলাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করেন। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদে কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি ওই চার মহিলা। আধার কার্ড বা পরিচয়পত্র দেখাতেও ব্যর্থ হন তাঁরা। প্রত্যুত্তর দিতে না পারায় সন্দেহ আরও ঘন হয়। এরপরই স্থানীয়রা ব্যাটরা থানায় খবর দেন। সংবাদ পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠার আগেই চার মহিলাকে সুরক্ষিতভাবে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মহিলারা জানিয়েছেন তাঁদের ঘরবাড়ি ভেঙে গিয়েছে, সেই কারণে তাঁরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে টাকা তুলছিলেন। তবে কেন তারা ওই এলাকায় এসেছেন, প্রকৃত ঠিকানা কী, এবং তহবিল সংগ্রহের বৈধতা, এসব বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য মিলছে না। সব দিক খতিয়ে দেখতেই চার মহিলাকে আটক করে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ চলছে বলে জানিয়েছে হাওড়া সিটি পুলিশ। পুলিশের লক্ষ্য, তাদের পরিচয়পত্র, ঠিকানা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করা।

রবিবার টানা ৮ ঘণ্টা বন্ধ থাকছে বিদ্যাসাগর সেতু, জানাল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সপ্তাহান্তে আবারও বন্ধ থাকছে বিদ্যাসাগর সেতু। রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির কাজের জন্য আসন্ন রবিবার, ২৩ নভেম্বর, সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত মোট ৮ ঘণ্টা যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে অন্যতম ব্যস্ততম যোগাযোগপথ দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে টানা কয়েক সপ্তাহ ধরেই একই কারণে রবিবার যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি হচ্ছে। গত রবিবার, ১৬ নভেম্বরেও এই সেতু বন্ধ ছিল।

জানা গিয়েছে, আগস্ট মাস থেকে প্রায় প্রতি সপ্তাহান্তেই সেতু সংস্কারের কাজের জন্য ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। সপ্তাহের কর্মদিবসে এই সেতুতে প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষ যানবাহন চলাচল করে। সেই ভিড় এড়াতেই বিশ্রাম দিনে মেরামতির কাজকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ। ফলে কোনও সপ্তাহে শুধু রবিবার, আবার কোনও সপ্তাহে শনিবার ও রবিবার, দু'দিনই সেতু আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হচ্ছে।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় কলকাতা পুলিশ ও হাওড়া পুলিশ বিকল্প রুট আগাম ঠিক করে রাখছে এবং ট্র্যাফিক ডাইভারশন সংক্রান্ত তথ্য জনসাধারণকে জানিয়ে দিচ্ছে। রবিবারের এই বন্ধের ফলে দক্ষিণ এবং পশ্চিম কলকাতা থেকে হাওড়াগামী যানবাহনকে বিকল্প সেতু ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন।

পথকুকুরদের আশ্রয়স্থল বাড়াতে জমি খোঁজা শুরু কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় পথকুকুরদের আশ্রয়স্থল বাড়ানোর জন্য এবার ধাপার কাছে জমি খোঁজার কাজ শুরু করল পুরসভা। বৃহস্পতিবার পশু জন্মনিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্যরা জমি পরিদর্শনে যান। ধাপার বর্তমান ডগ পাউন্ডে আর জায়গা বাড়ানো সম্ভব নয়। তাই নতুন জমি খুঁজে সেখানে আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব শেল্টার তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ জানান, 'শহরে পথকুকুরদের আর যেখানে,সেখানে খাবার দেওয়া যাবে না। পথকুকুরদের জন্য ১৪৪টি ওয়ার্ডে ৪৫০টি নির্দিষ্ট ডাইনিং প্লেস চিহ্নিত করা হবে। পশুপ্রেমীরা সেখানেই খাবার দেবেন এই পথ কুকুর প্রসঙ্গে পুরসভার মাসিক অধিবেশনে কাউন্সিলাররা একাধিক প্রশ্ন তোলেন। প্রশ্ন ওঠে তাদের তুন আশ্রয়স্থল ও চিকিৎসার ব্যবস্থা নিয়ে। পাশাপাশি সামনে আসে কুকুরদের মলমূত্র পরিষ্কারের উদ্যোগের মতো ইস্যুও। একইসঙ্গে জলাতঙ্ক প্রতিষেধক পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রাখা আছে কিনা সে ব্যাপারেও প্রশ্ন তোলেন কাউন্সিলাররা। এই প্রসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, পোষ্য কুকুরদের ভ্যাকসিন না করালে মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। এরই রেশ টেনে বেহালার কাউন্সিলার রূপক গঙ্গোপাধ্যায় ও ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিশ্বরূপ দে বিশেষভাবে ধাপার ডগ পাউন্ডে আরও বেশি কুকুর রাখার ব্যবস্থা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

এর উত্তরে ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ বলেন, জমি হস্তান্তর হলেই সেখানে একটি পরিবেশবান্ধব ডগ শেল্টার তৈরি হবে। পাশাপাশি, কলকাতার প্রতিটি ওয়ার্ডে নির্বীজকরণ শিবির ও টীকাকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একইসঙ্গে ডেপুটি মেয়রের দাবি, কলকাতায় পথকুকুরদের জন্য যে ব্যবস্থা রয়েছে, তা দেশের অন্য কোনও শহরে নেই।

শনিবারেও পুরোদমে ছুটবে 'পার্পল লাইন' মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে মেট্রোযাত্রীদের জন্য সুখবর। এবার শনিবারেও চলবে পার্পল লাইনের মেট্রো পরিষেবা। মেট্রো রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২২ নভেম্বর ২০২৫ থেকে প্রতি শনিবার মোট ৪০টি, ২০টি আপ ও ২০টি ডাউন, চলবে এই রুটে। ট্রেন চলবে ২১ মিনিট অন্তর।

শনিবার প্রথম মেট্রো ছাড়বে জোকা থেকে মাঝেরহাট দুপুর ১টা ২৫ মিনিটে, মাঝেরহাট থেকে জোকা দুপুর ১টা ৪৯ মিনিটে, শেষ মেট্রো ছাড়বে জোকা থেকে মাঝেরহাট রাত ৮টা ১১ মিনিটে, মাঝেরহাট থেকে জোকা রাত ৮টা ৩২ মিনিটে। যাত্রী বাড়ার সম্ভাবনা মাথায় রেখেই সপ্তাহান্তে পরিষেবা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত বলে জানাচ্ছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। নতুন সূচি চালু হলে দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতার যাতায়াত আরও মসৃণ হবে বলেই আশা।

১৫ বছরের পুরনো গাড়ি চলাচলে পরিবহণ দপ্তরের নতুন গাইডলাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৫ বছর পেরোনো বাণিজ্যিক যানবাহন চলাচল নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে পরিবহণ দফতর এই বিষয়ে নতুন গাইডলাইন প্রকাশ করেছে। দফতরের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট গাড়ির ফিটনেস শংসাপত্র এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ শংসাপত্র বৈধ থাকলে ১৫ বছর বয়স হওয়া বাসও চলতে পারবে। কলকাতা মহানগর এলাকায় নথিভুক্ত বাসগুলির ক্ষেত্রে ১৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পর থেকে বছরে দু'বার ফিটনেস ও দূষণ পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা থাকবে। মহানগর এলাকার বাইরে নিবন্ধিত বাসগুলির ক্ষেত্রে বছরে একবার পরীক্ষাই যথেষ্ট হবে। বাস মালিক সংগঠন সিটি সাবার্বান বাস সার্ভিসের সাধারণ সম্পাদক টিটো সাহা জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে উপকৃত হবেন বাস মালিকরা। এতে রাস্তায় বাসের ঘাটতি অনেকটাই কাটবে বলে তাঁর মত।

এই সিদ্ধান্তের পটভূমিতে রয়েছে সাম্প্রতিক রায়; যেখানে বলা হয়েছে, ১৫ বছর বয়স হলেও যদি কোনও বাণিজ্যিক যানবাহন কঠোর ফিটনেস এবং নির্গমন মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়, তবে তা রাস্তায় চলতে দেওয়া যাবে। পেট্রল ও ডিজেল;দুই ধরনের স্টেজ ক্যারেজ বাসের ক্ষেত্রেই এই নির্দেশ প্রযোজ্য।

কলকাতা-নিবন্ধিত বাসগুলির সংশাপত্রের আবেদন জমা দিতে হবে অতিরিক্ত পরিচালক (কলকাতা জোন)-এর দফতরে। মহানগরের বাইরে নিবন্ধিত বাসগুলির আবেদন যাবে জেলা শাসক ও আঞ্চলিক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের কাছে। প্রতিটি আবেদন আলাদাভাবে খতিয়ে দেখে যাচাই-বাছাইয়ের পর যুক্তিসঙ্গত আদেশ দিতে হবে কর্তৃপক্ষকে।

শহরতলির বাস মালিক সংগঠনের প্রতিনিধি টিটো সাহা জানিয়েছেন, বাসের বয়স নয়, তার অবস্থাই ঠিক করবে কবে সেটাকে বসিয়ে দেওয়া হবে। এই যুক্তিই হাই কোর্টে তুলে ধরা হয়েছিল। রাজ্য সরকারের অবস্থান সেই যুক্তিকে সমর্থন করায় উপকৃত হবেন বাস মালিকরা। এতে রাস্তায় বাসের ঘাটতি অনেকটাই কাটবে বলে তাঁর মত।

প্রথম ফিটনেস পরীক্ষার খরচ ১২ হাজার ৫০০ টাকা এবং দ্বিতীয় পরীক্ষার খরচ ৫৭০ টাকা। বৈধ দূষণ নিয়ন্ত্রণ শংসাপত্র জমা দেওয়ার পরেই সংশাপত্র দেওয়া হবে।এদিকে, বয়সজনিত নিষেধাজ্ঞার কারণে যারা বাস বদলের জন্য আগে থেকেই আবেদন করেছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ এখন আবেদন প্রত্যাহারের কথা ভাবছেন। তবে বাস রাখার বিষয়ে আরও কী নির্দেশ দেবে রাজ্য, তা জানতে আগ্রহী মালিকেরা।

চিকিৎসকের অভাবে গারুলিয়ায় সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিষেবা শিকেয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে গারুলিয়া পুরসভা এলাকায় ছয়টি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অনুমোদন মিলেছে। তার মধ্যে ৫ নম্বর ওয়ার্ডে বিল্ডিং তৈরির কাজ চলছে। আর ২০ নম্বর ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শুধুমাত্র পরিষেবা মিলছে। অভিযোগ উঠেছে, গারুলিয়া পুরসভার ১০, ১২, ১৩ ও ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে উদ্বোধন হওয়া সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো চিকিৎসক ও ফার্মাসিস্টের অভাবে তালা বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। বর্তমানে ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে নাকি পোলিও সেবন, বিভিন্ন ধরনের টিকাকরন এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধ মূলক বিশেষ ক্যাম্প করা হয়। জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে পুর অঞ্চলের বাসিন্দাদের ছুটতে হচ্ছে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল কিংবা ব্যারাকপুর বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে। স্বাস্থ্য পরিষেবা অমিল নিয়ে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক কুন্দন সিংয়ের অভিযোগ, শুধুমাত্র নতুন করে বিল্ডিং বানিয়ে ঠিকাদারেরা টাকা কামাচ্ছে। আর নেতারা কমিশন পাচ্ছেন। তবে স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালাতে যা পরিকাঠামো দরকার। তা ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে নেই। কুন্দনের আরও অভিযোগ, শুধু বিল্ডিং বানিয়ে ফিতে কেটে স্বাস্থ্য কেন্দ্র উদ্বোধন করা হচ্ছে। অথচ বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা মিলছে না। চিকিৎসক ও নার্সের অভাবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে তালা ঝুলছে। তাঁর দাবি, সরকারের বদল ঘটলেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর হাল ফিরবে। অপরদিকে এই বিষয়ে গারুলিয়া পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের সিআইসি সুব্রত মুখোপাধ্যায় জানান, ছয়টি আরবান স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অনুমোদন মিলেছে। তাঁর মধ্যে পাঁচটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। একটা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিল্ডিং তৈরির কাজ চলছে। তাঁর দাবি, ২০ নম্বর ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য কেন্দ্র পুরোদমে চলছে। বাকি চারটে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসক, নার্স, হেল্পার এখনও নিয়োগ করা হয়নি। নিয়োগের ব্যাপারে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। তিনি জানান, চিকিৎসক এবং ফার্মাসিস্টের অভাবে ওই চারটে স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা পরিষেবা মিলছে না। তবে ডিসেম্বরের মধ্যেই চিকিৎসক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি পুরোদমে চালু করা হবে।

রাজ্যে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য চাকরি মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডবল ইঞ্জিন রাজ্যে অত্যাচারের শিকার হয়ে রাজ্যে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের সরাসরি চাকরির সুযোগ করে দিতে এবার জেলায় জেলায় জব ফেয়ার বা চাকরি মেলের আয়োজন করবে রাজ্য সরকার। নিকটবর্তী কল,কারখানায় শূন্যপদ চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী শ্রমিকদের উপযুক্ত কাজে যুক্ত করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। জব ফেয়ার থেকেই নতুন কর্মস্থলের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে তাঁদের হাতে। প্রতিটি জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যেই এই মেলার প্রস্তুতি শুরু করেছে বলে শ্রম দফতর সূত্রে জানা গেছে। কোন জেলায় কোন সংস্থা বা কারখানায় শূন্যপদ রয়েছে, তা চিহ্নিত করছে শ্রম দফতর। সেই অনুযায়ী জেলায় জেলায় জব ফেয়ার করে কল,কারখানার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে শ্রমিকদের হাতে সরাসরি শংসাপত্র তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই এ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে পাঠানো হবে। ডবল ইঞ্জিন রাজ্যে অত্যাচার,সন্ত্রাসের ভয় কাটিয়ে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরাতে 'শ্রমশ্রী' প্রকল্প চালু করেছে নবান্ন। এই প্রকল্পে রাজ্য ফিরতি শ্রমিকদের এককালীন পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছে। পাশাপাশি, পুনর্বাসনের জন্য এক বছর ধরে মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তাও দেওয়া হবে। সূত্রের খবর, এখ নও পর্যন্ত প্রায় আট হাজার শ্রমিককে এই এককালীন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। যে সমস্ত আবেদন এসেছে, সেগুলির তথ্য শ্রমশ্রী পোর্টালে আপলোড করে বিশেষভাবে যাচাই করছে প্রশাসন। তাঁদের পূর্ববর্তী কাজের ধরণ, দক্ষতা এবং বিভাগের তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে, যাতে বাংলায় ফিরেও তাঁরা নিজেদের কাজের ক্ষেত্রেই সুযোগ পান।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী

গত 12/08/2025, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11741 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Safikul Islam ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk. Karam ও Safikul Karam সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

গত 12/08/2025, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11742 নং এফিডেভিট বলে Sahim Mallick S/o. Ahammad Mallik ও Saheem Mallik S/o. Ahammed Mallik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 19/11/2025, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 1733 নং এফিডেভিট বলে আমি Shitalben Ohidul Hoque Sheikh (old name), D/o. Sheikh Ohidulhoque, R/o. Harit, Dadpur, Hooghly-712305, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Shitalben Ohidul Hoque Sheikh নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Riziyabegam Ohidul Hoque Sheikh (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Shitalben Ohidul Hoque Sheikh & Riziyabegam Ohidul Hoque Sheikh D/o. Sheikh Ohidulhoque, Sekh Ohidul Hoque & Ohidulhoque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 14/11/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 10640 নং এফিডেভিট বলে ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Ruma Duley D/o. Laltu Duley বিবাহের পর নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Rumana Begum W/o. Sekh Saniar নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হইয়াছি। Ruma Duley ও Rumana Begum একই ব্যক্তি।

নাম -পদবী

গত 15/09/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে 5637 নং এফিডেভিট বলে আমি Afroz Khan, সাং উর্দিবাজার, কুঠিরঘাট, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬ ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Afroz Khan S/o. Ikbal Khan & Khusabul Bibi ও Afros Khan S/o. Ekbal Khan & Khusbul Bibi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 14/10/2025, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14089 নং এফিডেভিট বলে Abhijit Pal S/o. Pijush Pal ও Avijit Pal S/o. P. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 13/11/2025, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15417 নং এফিডেভিট বলে Saurabh Mandal S/o. Sahadeb Mandal ও Saurabh Mondal S/o. S. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 13/11/2025, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15418 নং এফিডেভিট বলে Paramita Chel D/o. Gopal Chel ও Paramita Chal D/o. Gopal Chal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 17/11/2025, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15565 নং এফিডেভিট বলে Subhash Ghosh S/o. Khetra Mohan Ghosh ও Subhash Ch Ghosh S/o. Lt. K. M. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

জমি বিক্রয়

আমি পূজা সর্দার, পিতা- গোপীনাথ সর্দার, সাং- সাধনপাড়া, পোঃ- বহিরগাছি, থানা- ধুবুলিয়া, জেলা- নদীয়া, আমার নদীয়া জেলার ধুবুলিয়া থানার ০৩ নং সাধনপাড়া মৌজায় দাগ নং ৬৭১, শ্রেণী আউশ, পরিমাণ ৩৫ শতক জমি সত্বর বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ উক্ত জমিটি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহলে আমার উপরোক্ত ঠিকানায় বা ৯৮৮৩৭৫৫৯৮১ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

নাম -পদবী

গত 20/11/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 11344 নং এফিডেভিট বলে আমি Mohammed Azaharuddin Ahammed (old name), S/o. Mohammad Moinuddin Ahammed, R/o. Sudarsan, Ramnathpur, Polba, Hooghly-712148, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Mohammed Azaharuddin Ahammed নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Md. Azahar Uddin Ahammed (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Mohammed Azaharuddin Ahammed & Md. Azahar Uddin Ahammed S/o. Mohammad Moinuddin Ahammed, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি MITA SAHA, স্বামী KHOKAN SAHA, ঠিকানা- নরেন্দ্র পল্লি, পোস্ট ও থানা- CHAKDAHA, জেলা-NADIA, পিন-741222, ভুলবশতঃ আমার ছেলে ও মেয়ের BIRTH CERTIFICATE এ মায়ের নাম KAKALI SAHA আছে। পরিবর্তে MITA SAHA হবে। 1st CLASS জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, KALYANI COURT এফিডেভিট বলে ইং 17.11.2025 তারিখে MITA SAHA ও KAKALI SAHA একই ব্যক্তি হিসাবে পরিগনিত হইলাম। এখন থেকে আমি MITA SAHA নামে সর্বত্র পরিচিত হইলাম।

সন্ধান চাই

আমি **শ্রী সম্পূর্নানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়**, সাকিম ফটকগোড়া ষ্টেশন রোড, ব্যানার্জী গলি, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, জানাইতেছি যে, আমার ছোট ভাই **সত্যানন্দ ব্যানার্জী**, পিতা ৺শিবেন্দ্র নারায়ণ ব্যানার্জী, বর্তমান বয়স 45 বছর, উচ্চতা 5'5", গায়ের রঙ পরিষ্কার, গত ইংরাজী 02/08/2015 তারিখ হইতে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, যাহা গত ইংরাজী 10/08/2015 তারিখে চন্দননগর আদালতে ৩০ নং নোটারী পাবলিক এফিডেভিট বলে ঘোষণা করিয়াছিলাম, বিগত ১০ বৎসর হইল তাহার কোন খোঁজ নাই, যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি তাহাকে খুঁজিয়া পান তাহা হইলে আমার উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিলে বাধিত থাকিব/হইব।

ইতি- সম্পূর্নানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞপ্তি

অসিত কুমার দে মেমোরিয়াল ক্রসল্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার ৬১/ইউ,জি. টি. রোড (ওয়েস্ট), শ্রীরামপুর, হুগলী, পিন- ৭১২২০৩ ও ব্রাঞ্চ ১৫১, জি.টি. রোড, মানিকতলা, শ্রীরামপুর, হুগলী, পিন - ৭১২২০১ বন্ধ/নাম পরিবর্তিত হইয়া অসিত কুমার দে মেমোরিয়াল ক্রসল্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড (কর্পোরেট এন্ড রেজিস্টার্ড অফিস -৬১/ইউ, জি. টি. রোড (ওয়েস্ট), শ্রীরামপুর, হুগলী) ও ব্রাঞ্চ ১৫১, জি.টি. রোড, মানিকতলা, শ্রীরামপুর, হুগলী, পিন - ৭১২২০১ হইবে।

শংকর প্রসাদ দে (প্রপ্রাইটর/ ডিরেক্টর)
DR. Shankar Prosad Dey
MD, PhD (Cardiology)
Proprietor
Asit Kumar Dey Memorial
Crossland Diagnostic Centre

DECLARATION OF LEGAL HEIRS

I, Sabita Hazra, W/O- Late Rabi Hazra, aged about 54 years, by faith- Hindu. by profession- Housewife, residing at Station Approach Road, Simantapalli, P.O- Saktinagr, P.S- Kotwali, Dist. Nadia, PIN- 741101, West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare as follows:
1) That deceased Rabi Hazra was my husband and the died on 03.09.2004, leaving behind the following legal heirs and successors:

Name	Age	Relationship with deceased
i) Sabita Hazra	54	Wife
ii) Riya Hazra	33	Daughter
iii) Rima Hazra	37	Daughter

2) That we are the only legal heirs of my deceased husband's and no other legal heirs except us.
3) That this affidavit is required for legal heirs purpose and it will be submit to concerned authority.
Vide Affidavit In The court of the LD. Executive Magistrate (1st class) at Krishnagar nadia, dated 14-11-2025.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী মন্দিরা ভট্টাচার্য্য** স্বামী তপন ভট্টাচার্য্য, পিতা ৺জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, সাকিম শুকপুর, চকদিঘী, জামালপুর, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৪০৪ মহাশয়া বিগত ইং ২০/০৩/২০১৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., ধনিয়াখালী, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00041/2013 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, উক্ত সম্পত্তির অপর শরিক **শ্রী অমিত ভট্টাচার্য্য** পিতা ৺জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, সাকিম জোলকুল, গুড়াপ, হুগলী-৭১২৩০৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিগত ইং ১০/০৭/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-06091/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে (**মতিয়ার রহমান মোল্লা**, পিতা আবু তাহের মোল্লা, সাকিম মোল্লাপাড়া, জোলকুল, গুড়াপ, হুগলী- ৭১২৩০৩) ০৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। তপশীল- জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালী হাল গুড়াপ, মৌজা জোলকুল, ১৪১ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২০৬ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২০০ নং দাগে ডাঙ্গা ষোল আনায় ১৯০ শতক মধ্যে ০.০৭৪১ অংশে ১৪ শতক তন্মধ্যে ০৫ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি **মতিয়ার রহমান মোল্লা**, পিতা আবু তাহের মোল্লা, আমার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালী ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছি। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মতিয়ার রহমান মোল্লা** (ক্রেতা)

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্যামা চরন দাস ও স্বপন কুমার দাস উভয়ের পিতা - যামিনী কান্ত দাস, মালতী দাস, পিতা - গুনাকর নন্দী, আরতী দাস, পিতা - রামচন্দ্র দাস, অপূর্ব দাস, অনিন্দ্য দাস উভয়ের পিতা - সত্য চরন দাস, সুস্মিতা দেয়াশী, অরিন্দম দাস উভয়ের পিতা - কালিকিংকর দাস, আভয়া দাস, পিতা - লক্ষিকান্ত গুঁই, রমুলিতা কর, পিতা - শিব শঙ্কর দাস সকলে জে.এল. নং - ১০৮ পান্ডুয়া মৌজায় ৩৮২৯, ৪০৬৩, ৩৯৭৪, ৮৬৮, ৩৮৬৬ কৃঃ খতিয়ানে এল.আর. ৬৩৪ দাগে উক্ত সম্পত্তিতে গত ইং ১১/০৭/২০২৫ তারিখে পান্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪০৫২ নং আমমোক্তার বলে টোটন দেবনাথ কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। উক্ত টোটন দেবনাথ গত ইং - ১৭/৭/২৫ তারিখে পান্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪২১১ নং দলিল মূলে সুখেন্দু ঘোষ ও তার স্ত্রী রুপা ঘোষ কে বিক্রয় করেন, ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পান্ডুয়া বি.এল.অ্যান্ড.এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

শ্যামা চরন দাস
পান্ডুয়া, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী মিঠু চক্রবর্তী** পিতা ৺হৃষীকেশ মিত্র স্বামী শ্রী স্নেহাশিষ চক্রবর্তী সাকিম হাউস নং ৮১, সহৃদয় এ্যাপার্টমেন্ট, পশ্চিম দিল্লী, পশ্চিম বিহার, পশ্চিম দিল্লী, নিউ দিল্লী-১১০০৬৩ মহাশয়া বিগত ইং ১৭/০২/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01286/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, **শ্রী শ্রীকান্ত মিত্র** পিতা ৺হৃষীকেশ মিত্র, সাকিম ৫/৪২৪ ওলাইচন্ডিতলা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং **২)শ্রী সায়ন্তন মজুমদার, ৩)শ্রী শুদ্ধায়ন মজুমদার**, উভয়ের পিতা ৺শ্যামল কুমার মজুমদার, উভয়ের সাকিম ২নং রবীন্দ্র সরনী, নতুনগঞ্জ, বর্দ্ধমান, পূর্ব বর্দ্ধমান-৭১৩১০২, মহাশয়দ্বয় দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে যথাঃ ক)বিগত ইং ১০/০৩/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02284/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, এবং খ)বিগত ইং ১৯/০৩/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02068/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, **শ্রীমতী শর্মিলা রায়** পিতা ৺হৃষীকেশ মিত্র, স্বামী শ্রী সিদ্ধার্থ রায়, সাকিম ৫/৪২৪ ওলাইচন্ডিতলা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত আমমোক্তারদ্বয় **ক)শ্রী শ্রীকান্ত মিত্র ও খ)শ্রীমতী শর্মিলা রায়** ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে, উক্ত সম্পত্তির অপর শরিকগণের সহিত যৌথ ভাবে ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিগত ইং ৩০/০৬/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-05900/2025 নং শুভ দানপত্র বা হেবানামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী প্রদীপ মাঝি** পিতা ৺পঞ্চানন মাঝি, সাকিম পোড়াবাজার, নাকিরা পাড়া, পোড়াবাজার, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০৫) ২০ শতক সম্পত্তি দানপত্র করেন। তপশীল- জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালী, মৌজা নাকিড়াপাড়া, ২০৯ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৩৪ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১৭০ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ২০ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে দানকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি **শ্রী প্রদীপ মাঝি**, পিতা ৺পঞ্চানন মাঝি, আমার উক্ত প্রাপ্ত সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালী ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছি। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **শ্রী প্রদীপ মাঝি ক্রেতা)**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২১ শে নভেম্বর, ৪ ঠা অগ্রহায়ণ। শুক্রবার । প্রতিপদ তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি, অষ্টোত্তরী শনি ও বিংশোত্তোরী শনির মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি: মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি: শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি: যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি: পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি: প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি: সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি: আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দূরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি: কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি: বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ।

(আজ বিজ্ঞানী সি ভি রমনের প্রয়াণ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২১ নভেম্বর ২০২৫, ৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শুক্রবার

মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ শমীকের, আরও উত্তপ্ত রাজ্য-রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পরিবেশ নিয়ে ফের মুখ্যমন্ত্রীকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ শানালেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার তাঁর বিস্ফোরক মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

শমীকের অভিযোগ, বিহারকে একসময় জঙ্গলের রাজত্ব বলা হত। কিন্তু সেখানেও স্থানীয় রাজনীতি থেকে মুক্তির সুযোগ এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এখন সেই পুরনো জঙ্গলরাজের থেকেও ভয়াবহ। তাঁর দাবি, রাজ্যের রাজনৈতিক লড়াই তআগেই সাজানো, প্রশাসন নাকি তৃণমূলের ইশারায় চলা এক যান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।

২০১১ সালের পরিবর্তনের প্রসঙ্গ টেনে বিজেপি নেতার অভিযোগ, সাধারণ মানুষ সিপিএমকে সরিয়ে তৃণমূলকে ক্ষমতায় এনেছিলেন উন্নয়নের আশায়। কিন্তু আজ সংগঠনই মানুষের মাথায় চেপে বসেছে। যাঁদের কোনও রাজনৈতিক অতীত ছিল না, তাঁরাও এখন রাজনৈতিক দাপটের চাপে কোণঠাসা। রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তাঁর মন্তব্য, বাংলাকে বাঁচাতে হবে। পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করাই এখন প্রধান কাজ। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোই একমাত্র লক্ষ্য।

তৃণমূলকে সরাসরি কটাক্ষ করে তাঁর যুক্তি, পশ্চিমবঙ্গকে আর দলীয় স্বার্থের কারাগারে বন্দি হতে দেব না। মানুষকে ভয় দেখিয়ে রাজনীতি করার দিন শেষ। শমীক আরও বলেন, তৃণমূল আজ অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে এগোচ্ছে। মানুষ তাতে বিরক্ত, ক্ষুব্ধ। রাজনৈতিক মহলের মত, ভোটের এক বছর আগে এই মন্তব্য নিছক রাজনৈতিক তীর নয়, বরং ২০২৬ সালের নির্বাচনী প্রস্তুতিরই ইঙ্গিত। শাসক-বিরোধী উত্তাপ তাই আরও বাড়তে চলেছে বলেই ধরে নেওয়া যাচ্ছে।

ফের উত্তপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ৪ ছাত্রের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবারও বিতর্কে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ক্যাম্পাসে নীতি পুলিশি ও মারধরের অভিযোগয় আর এই ঘটনায় চার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর।

সূত্রের খবর, ঘটনার সূত্রপাত বুধবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে ইঞ্জিনিয়ারিং ও কলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চার ছাত্র ক্যাম্পাসে হাত ধরে হাঁটা নিয়ে আপত্তি তোলেন। তাঁদের দাবি, ক্যাম্পাস প্রেম করার জায়গা নয়। এর প্রতিবাদে কলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্ন তুললে পরিস্থিতি হাতাহাতিতে গড়ায়। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্রদের দিকেই। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ছাত্রীদের অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে তারা। শুধু তাই নয়, এক ছাত্রকে ফেলে মারধরও করা হয়। সঙ্গে এও অভিযোগ সৃজন সর্দার এক মেয়ের হাত মচকে দেন।

এই ঘটনায় চারজনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই চারজন হলেন, পৃথ্বীশ দাস (কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং) সৃজন সর্দার (কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং), অমিত ধীবর (প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং), ধ্রুব মাহাত (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং)। এই ঘটনায় উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, 'ক্যাম্পাসে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে যা যা প্রয়োজন, তা করা হবে। তবে কোনও পড়ুয়ার কেরিয়ার নষ্ট হোক, তা বিশ্ববিদ্যালয় চাইছে না।'

এসএসসি অচলাবস্থা তৃণমূলের পচা শাসনের ফল: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগে চলমান অচলাবস্থা নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, এসএসসি,র বর্তমান সংকট কোনও আকস্মিক বিপর্যয় নয়, বরং পনেরো বছরের অ্দুর্নীতি, দালালি ও পক্ষপাতদুষ্টদ শাসনের সঞ্চিত ফল। তিনি বলেন, তৃণমূলের ক্ষমতায় মেধার বদলে ঘুষ আর দালালিই চাকরির মাপকাঠি হয়ে উঠেছে, যার জেরে রাজ্যের প্রশাসন ভেতর থেকে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

শমীক ভট্টাচার্যের অভিযোগ, তৃণমূল শাসনে দাগী অপরাধীরাই চাকরির দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে, আর যোগ্য ছেলেমেয়েরা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে বহু তরুণকে আজ বিহার, ঝাড়খণ্ডে শিক্ষকতার চাকরি খুঁজতে যেতে হচ্ছে। অপরদিকে, বাংলার যুবসমাজের জন্য তৃণমূলের উপহার হিসেবে তিনি ব্যঙ্গ করে উল্লেখ করেন, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট আর চপ ভাজার শিল্প।

তাঁর দাবি, বর্তমান শিক্ষক মহলের আন্দোলন কোনও রাজনৈতিক দলের আন্দোলন নয়, বরং ন্যায় ও মর্যাদার লড়াই। মাস্টারমশাইরা ভিক্ষা চান না, প্রাপ্য সম্মান চাইছেন, মন্তব্য তাঁর। শমীক বিশ্বাস প্রকাশ করেন, দল-বিভেদ ভুলে বাংলার মানুষ এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়াবেন। শেষে তিনি আহ্বান জানান, এখনই সময় মেধার মর্যাদা ফিরিয়ে আনার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর এবং বাংলাকে তৃণমূলের পচনমুক্ত করার।

দূরপাল্লার বাসে বিশ্বকবিকে শ্রদ্ধা। ছবি: অদিতি সাহা

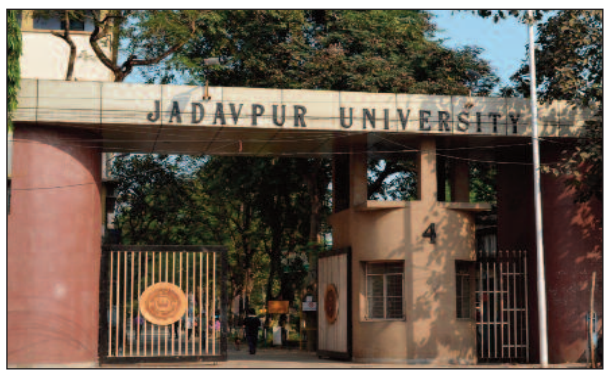

দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ, উধাও শীত

নিজস্ব প্রতিবেদন: নভেম্বরের শুরু থেকেই বাংলায় অনুভূত হয়েছিল শীতের শিরশিরানি। ভোরের দিকে স্বাভাবিকের থেকে বেশ নিচেই থাকছিল পারদ। সঙ্গে দোসর ছিল কুয়াশার চাদর। তবে এবার পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে দার্জিলিংয়ে আগামী তিনদিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হচ্ছে। যার জেরে আগামী কয়েক দিনে বেশ খানিকটা বেড়ে যাবে রাতের তাপমাত্রা। আলিপুর এও জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কা সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল রয়েছে। মঙ্গলবার তা ভারতের দক্ষিণ উপকূলে পৌঁছেছে। এ ছাড়া, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫.৬ কিলোমিটার উঁচুতে একটি ঘূর্ণাবর্তও রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় সেটি পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে এগোবে।

এ ছাড়া, শনিবার নাগাদ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে আর একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় তা শক্তি বাড়িয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। এর জেরে আপাতত রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। আগামী তিন দিনে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা এক ধাক্কায় ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর।

এরপর সোম ও মঙ্গলবার নাগাদ বঙ্গোপসাগরের নতুন সিস্টেমের জেরে বাতাসে আরও বৃদ্ধি পাবে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। আগামী বুধবার থেকে আকাশ মেঘলা হবে। উপকূল এবং লাগোয়া কিছু জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। নভেম্বরে আর জাঁকিয়ে শীত অথবা রাতে-ভোরে শীতের আমেজ ফেরার সম্ভাবনা কম। এক্ষেত্রে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের পর শীত ফিরতে চলেছে বলে মনে করছেন আবহাওয়া দপ্তর। আর এর মেয়াদ হতে পারে অন্ততঃ বড়দিনের আগে পর্যন্ত।

পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, গত সপ্তাহে স্বাভাবিকের থেকে কম ছিল তাপমাত্রা, আগামী ৭ দিন স্বাভাবিকের আশপাশেই তাপমাত্রা থাকবে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, প্রত্যেক বছর এই সময় যেমন তাপমাত্রা থাকে ঠিক সেরকমই তাপমাত্রা রয়েছে। বেশ কয়েক জায়গায় কমও রয়েছে।

এদিকে টানা ৬ দিন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে থাকার পর বুধবার কলকাতায় দিনের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে তা ওঠে স্বাভাবিকের সামান্য ওপরে। পারদের এই উত্থানে কলকাতা-সহ প্রায় গোটা রাজ্যে শীতের আমেজ অনেকটাই গায়েব। সঙ্গে আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, উত্তরবঙ্গের পার্বত্য দুই জেলা বাদে বাকি সমগ্র উত্তরবঙ্গ, গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গ, পশ্চিমাঞ্চল এবং উপকূলের জেলায় রবিবার পর্যন্ত ওপরের দিকে ওঠার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাবে পারদের।

দুই ডিজিটাল জালিয়াতির অভিযোগে জড়াল উত্তরপ্রদেশ-গুজরাতের নাম

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় পরপর দু'টি ডিজিটাল জালিয়াতির ঘটনায় উঠে এসেছে গুজরাট ও উত্তরপ্রদেশের যোগসূত্র। অর্থাৎ, এই দুই রাজ্য পরিচিত বিজেপিশাসিত রাজ্য হিসেবেই। আর এই দুই রাজ্য থেকে কলকাতার দুটি ঘটনায় মোট আড়াই কোটি টাকারও বেশি হাতিয়ে নিয়েছে জালিয়াতরা।

এর মধ্যে প্রথম ঘটনা ঘটে দক্ষিণ কলকাতার নেতাজিনগরে। এই নেতাজিনগরের ৮৪ বছরের এক বৃদ্ধকে ফোনে জানানো হয়, তাঁর নামে বেআইনি পার্সেল এসেছে। নিজেদের পুলিশ ও সিবিআই পরিচয় দিয়ে জালিয়াতরা তাঁকে 'ডিজিটাল গ্রেপ্তারি'র ভয় দেখায় এবং ঘরবন্দি করে রাখে। ভয় পেয়ে তিনি বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে মোট ১ কোটি ৭৯ লাখ টাকা পাঠান। তদন্তে পুলিশ গুজরাট ও উত্তরপ্রদেশের ব্যাংক থেকে প্রায় ৬৫ লাখ টাকা উদ্ধার করে।

এরপর দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে পূর্ব কলকাতার কাঁকুড়গাছিতে। কাঁকুড়গাছির এক বৃদ্ধাকে বলা হয়, তাঁর নামে মুম্বই থেকে আসা একটি পার্সেলে বিদেশি মাদক পাওয়া গেছে। জাল নথি পাঠিয়ে তাঁকে ভয় দেখানো হয়। তিনি দু'টি অ্যাকাউন্ট থেকে মোট ৭৯ লাখ টাকা পাঠান। এই ঘটনার তদন্তে নেমেও গুজরাট থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়, যাদের মধ্যে একজন শিক্ষক।

পুলিশের দাবি, এই দুই ঘটনার সূত্রেই স্পষ্ট হচ্ছে যে গুজরাট ও উত্তরপ্রদেশ থেকেই মূলত ডিজিটাল জালিয়াতির চক্র চালানো হচ্ছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে।

ইডি তলবেও বৃহস্পতিবার গরহাজির সুজিত-পুত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর পরিবারকে ঘিরে তদন্তে নেমেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। একাধিক তলব, হাজিরা ও তল্লাশি অভিযানের পর সুজিত বসুর পরিবারের সদস্যদের প্রত্যেকের আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসায়িক সংযোগের দিকগুলো খতিয়ে দেখছে কেন্দ্রীয় সংস্থা।

এদিকে ইডি সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার হাজিরা দেওয়ার কথা থাকলেও ব্যক্তিগত কাজের কারণ দেখিয়ে ইডি দফতরে যাননি সুজিত পুত্র সমুদ্র বসু। এর আগে বুধবার সুজিত জায়াকে তলব করা হয়েছিল। হাজিরা না দিয়ে ব্যক্তিগত কারণ উল্লেখ করে ইডিকে চিঠি পাঠান। তবে তার আগের দিন মঙ্গলবার নথিপত্র নিয়ে ইডি দফতরে হাজির হতে দেখা যায় মন্ত্রী কন্যা মোহিনী বসুকে। এর আগ সোমবার মোহিনীদেবীর স্বামীকে অর্থাত মন্ত্রীর জামাইকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছিল ইডির তরফ থেকে। ইডির এই ডাকে তিনি হাজিরাও দেন। ইডি খতিয়ে দেখতে চায় সুজিত বসুর পারিবারিক ব্যবসায় দুর্নীতির অর্থ ব্যবহার হয়েছে কি না। তবে এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী সুজিত বসুকে বলতে শোনা গেছে, 'আমরা পালিয়ে যাওয়ার লোক নই।'

কলকাতা পুরসভায় বাঙালি অস্মিতা নিয়ে তরজা শাসক-বিরোধীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরসভার অধিবেশনে বঙ্গ অস্মিতাকে কেন্দ্র করে শাসক তৃণমূল ও বিরোধী বিজেপি কাউন্সিলরদের মধ্যে প্রবল বিতর্কের সূত্রপাত হয়। অধিবেশনের শুরুতেই তৃণমূল কাউন্সিলর তপন দাশগুপ্ত রেড রোডের নাম পরিবর্তন করে কার্নিভাল লেন করার প্রস্তাব আনেন। এরপরই তৃণমূলের অরূপ চক্রবর্তী রাজা রামমোহন রায়কে নিয়ে মধ্যপ্রদেশ সরকারের এক মন্ত্রীর বিতর্কিত মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে বিজেপিকে বাংলা বিদ্বেষী বলে আখ্যায়িত করেন। এরপরই এর প্রত্যুত্তরে বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক বিতর্কিত মন্তব্যের তালিকা তুলে ধরেন। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শাসক ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে শুরু হয় বাকবিতণ্ডা।

এদিকে কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম অরূপ চক্রবর্তীকে সমর্থন করে বিজেপিকে বাংলার প্রতি বিদ্বেষী বলে আক্রমণ করেন। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হয়, যখন চেয়ারপার্সন মালা রায় বিজেপি কাউন্সিলর মীনাদেবী পুরোহিতকে বাংলায় ১৫ মিনিটের বক্তব্য রাখার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। বিজেপি দাবি করে, এই মন্তব্যে মীনাদেবীকে অপমান করা হয়েছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘক্ষণ কলকাতা পুরসভার অধিবেশন কক্ষ রাজনৈতিক সংঘর্ষের মঞ্চে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত মেয়র নিজের বক্তব্য শেষ করলেও বিজেপি কাউন্সিলররা ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। অন্যদিকে তৃণমূলের অরূপ চক্রবর্তী বলেন, 'বিজেপি আসলে বাংলা বিদ্বেষী, তাই ওদের গায়ে লেগেছে।'

এদিকে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে মীনাদেবী পুরোহিত জানান, 'মালা রায়ের মতো একজন অভিজ্ঞ ও শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সাধারণত এতটা সরাসরি আক্রমণ করবেন, তা ভাবাই যায় না। রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যে সীমারেখা থাকা উচিত।

মেট্রো নিরাপত্তায় আসছে এআই নজরদারি ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রো রেল নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক আধুনিক নজরদারি ব্যবস্থা আনার পরিকল্পনা করছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। ভারতীয় রেলের সমগ্র নিরাপত্তা নজরদারি প্রকল্পের অংশ হিসেবেই এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন এআই সফটওয়্যারটি স্টেশন ও ডিপোর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় রীতিমতো আমূল পরিবর্তন আনবে। এই প্রযুক্তি সন্দেহজনক মানুষের চলাচল, যানের গতিবিধি, অনুমতিহীন অনুপ্রবেশ, উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরা এমনকি ক্যামেরা টেম্পারিং, সবই চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে।

এতেই শেষ নয়। কোনও যাত্রী প্ল্যাটফর্মে পড়ে গেলে বা কোনও বস্তু শনাক্ত করতে হলে সেটিও দ্রুত ধরতে পারবে এআই ব্যবস্থা। রং অনুসন্ধান কিংবা মানুষ,যানবাহন,রঙের সমন্বিত অনুসন্ধান, এসব জটিল কাজও করবে এই প্রযুক্তি। মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি, অত্যাধুনিক এআই নজরদারি কার্যকর হলে যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অপরাধ প্রতিরোধেও বড় ভূমিকা রাখবে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নে বাধা দিচ্ছে রাজ্য, অভিযোগ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গে বন্যা, উন্নয়ন, চা বাগান থেকে সীমান্ত নিরাপত্তা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকারের উদাসীনতা ও বাধা দায়ী বলে অভিযোগ তুললেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার। বুধবার বিজেপির সল্টলেক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের বিপরীতে কেন্দ্র বরাবরই রাজ্যের জন্য পর্যাপ্ত অনুদান বরাদ্দ করেছে, কিন্তু রাজ্য সেই অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় বা পৌঁছে দিচ্ছে না।

ড. মজুমদারের দাবি, রাজ্যের মোট বাজেট ৩.৬০ লক্ষ কোটি টাকার মধ্যে উত্তরবঙ্গের জন্য বরাদ্দ মাত্র ৮৬১ কোটি, যা জনসংখ্যার অনুপাতে অত্যন্ত কম। অন্যদিকে সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা বোর্ডের জন্য বরাদ্দ ৫৫৩১ কোটি টাকা। তাঁর অভিযোগ, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি,সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে উন্নয়নের নামে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, কেন্দ্র বহু প্রকল্পের টাকা দিলেও জমি না-দেওয়া বা প্রশাসনিক জটিলতার কারণে কাজ এগোচ্ছে না। সেফ স্পোর্টস কমপ্লেক্সের জন্য ৭০০ কোটি টাকা, বাগডোগরা বিমানবন্দরের জন্য ১৫৫০ কোটি টাকা, শিলিগুড়ির এলিভেটেড রোড প্রকল্পের জন্য ৩৫০০ কোটি টাকা, সব ক্ষেত্রেই রাজ্য বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। সীমান্তে বেড়া দেওয়ার জন্য ৫০০ কিমি এলাকার জমিও রাজ্য দেয়নি বলে দাবি।

চা বাগানে স্কুল, বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতি নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। জানান, ৪২টি চা বাগানে কোনও স্কুল নেই, ১৭ শতাংশ বাড়ি বিদ্যুৎবঞ্চিত, মাত্র ৬০ শতাংশ বাগানে স্বাস্থ্যসেবা রয়েছে। ট্রমা সেন্টারের অভাবেও মানুষ চরম সমস্যায় পড়ছেন। রাজবংশী, গোর্খা ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্থায়ী জমির দাবি না মেটানো নিয়েও তোপ দাগেন তিনি। বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের তিনপক্ষীয় উদ্যোগকে রাজ্য সমর্থন করছে না।

উত্তর দিনাজপুরে প্রায় ৪.৯ লক্ষ ভুয়ো জব কার্ড তৈরি হয়েছে বলেও অভিযোগ তাঁর। বিজেপি নেতাদের ওপর হামলা ও বিএলওদের অপমানের ঘটনা তুলে ধরে তিনি বলেন, উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে রাজ্য সরকার গতিরোধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষে তিনি মন্তব্য করেন, আপনারা উত্তরবঙ্গকে নট বেঙ্গল বানাচ্ছেন। শিলিগুড়ির মানুষ বিজেপির সঙ্গেই আছে, আর আগামী নির্বাচনে তার প্রমাণ মিলবে।'

এসআইআরের জেরে সীমান্তে বাংলাদেশিদের ভিড়, সতর্ক বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হতেই ভারত আর বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিকদের ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। প্রতিদিন মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্তে বহু মানুষ তাদের যাবতীয় জিনিসপত্র নিয়ে জমায়েত হচ্ছেন নিজের দেশে ফেরার জন্য। এর পাশাপাশি চলছে বিএসএফের তরফে পুশব্যাক কার্যক্রমও।

এবার এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এই ঘটনায় বিএসএফের ইস্টার্ন কমান্ডকে সর্বদা সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে খবর, নির্দেশ পাওয়ার পরই দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি অনীশ প্রসাদ বিএসএফের হেলিকপ্টারে আকাশপথে গোটা সীমান্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এই পাঁচটি জেলা মিলিয়ে দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের অধীনে মোট ৯১৫.৮ কিমি সীমান্ত রয়েছে। সম্পূর্ণ এই সীমান্ত আকাশপথে ঘুরে দেখেছেন আইজি। বিএসএফ সূত্রে খবর, গোটা পরিস্থিতি নিয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে পাঠানো হবে।

এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে এ খবরও মিলেছে যে উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের তুলনায় দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের সীমান্ত এলাকাগুলিতে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। কারণ নদিয়া, মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্ত দিয়েই বাংলাদেশিদের ওপারে যাওয়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। এই সুযোগে যাতে কোনও অনুপ্রবেশ না-ঘটে এবং অরক্ষিত সীমান্তের সুযোগ উগ্র মৌলবাদী সংগঠনের সদস্যরা না-নিতে পারে, তার জন্য ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে বিএসএফ পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তরে বিশেষ নির্দেশ পাঠানোও হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তথ্য অনুসারে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দৈর্ঘ্য পশ্চিমবঙ্গে ২২১৬.৭ কিলোমিটার। এর মধ্যে এখনও ৫৬৯ কিমি বেড়াহীন। এর মধ্যে ১১২ কিমি নদীনালার ওপর দিয়ে, যেখানে কাঁটাতার দেওয়া সম্ভব নয়। বাকি ৪৫৭ কিমি অংশে কাঁটাতার না থাকার কারণ হিসেবে রাজ্য সরকারের জমি না দেওয়াকেই দায়ী করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

অটিস্টিক সন্তানের পাশে থাকতে আদালতে শিক্ষিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মালদার বাসিন্দা মনীষা রায় প্রতিদিন কলকাতায় এসে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল বিশেষ ভাবে সক্ষম অটিস্টিক সন্তানের দেখ ভাল। দীর্ঘদিন ধরে এই দ্বৈত সংগ্রাম চালিয়ে গেলেও, সম্প্রতি মালদার রাওতারা সেন্ট থমাস স্কুলে একটি শূন্যপদ সৃষ্টি হয়। সেই পদে বদলির আবেদন করেন তিনি। অভিযোগ, শিক্ষা দপ্তরের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

আর এই প্রসঙ্গে আদালতে মনীষা রায় জানান, অটিস্টিক সন্তানের একা থাকা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ না-থাকায় শিশুর অসুস্থতা বাড়ছে। প্রতিদিন মালদা থেকে কলকাতায় আসা তাঁর পক্ষে ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। তিনি আদালতকে আরও জানান, শুধু সন্তানের পাশে থাকার সুযোগ পেলে প্রয়োজনে বর্তমান পদের থেকেও নিম্ন পদে কাজ করতে রাজি আছেন।

শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দেন, মামলার নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত মালদার রাওতারা সেন্ট থমাস স্কুলে শূন্য পদে কোনও নিয়োগ করা যাবে না। অর্থাৎ মামলার সমাধান না-হওয়া পর্যন্ত পদটি খালি রাখতে হবে। এদিনেই এই মামলা প্রশ্ন তুলে দিল সরকারি দপ্তরের উদাসীনতা নিয়ে। প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হল, কর্মচারির মানবিক পরিস্থিতি বিবেচনা করা প্রশাসনের দায়িত্ব কি না সে ব্যাপারেও। পাশাপাশি এদিনের হাইকোর্টের এই নির্দেশকে অনেকেই অভিভাবক ও কর্মজীবী মায়েদের জন্য এক বড় দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখছেন। কারণ, তাঁরা মনে করছেন, বিশেষভাবে সক্ষম সন্তানের অভিভাবকদের জন্য কর্মক্ষেত্রে বদলি বা স্থানীয় সুযোগ পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। আদালত সূত্রে খবর, মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ৪ ডিসেম্বর।

সম্পাদকীয়

জঙ্গলরাজ খতম করে সুশাসনেই নজির নীতীশের

অনন্য নজির গড়লেন নীতীশকুমার। দেশের কোনও অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদে দশমবারের জন্য শপথ নিলেন জেডিইউ সুপ্রিমো। এমন আর দ্বিতীয় উদাহরণ ভূ-ভারতে খুঁজলেও একটা মিলবে না। বৃহস্পতিবার পাটনার গান্ধি ময়দান সাক্ষী থাকল এই ইতিহাসের। আর সাক্ষী হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ একঝাঁক নেতা। শপথবাক্য পাঠ করালেন রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান। উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা-সহ এনডিএ শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীরা। এর আগে বুধবার নীতীশকে বিহার বিধানসভায় এনডিএর নেতা হিসাবেও বেছে নেওয়া হয়। তারপর বিকেলে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানের সঙ্গে দেখা করে সরকার গঠনের দাবি জানান নীতীশ। মাঝের কয়েকটা মাস বাদ দিলে ২০০৫ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত পটনার সিংহাসনে তিনিই। তবে ২০ বছরে একাধিকবার শিবির বদল করেছেন নীতিশ। বদলেছেন সঙ্গী। কিন্তু সিংহাসন রয়ে গিয়েছে তাঁরই দখলে। ভোট বিশেষজ্ঞরা বলেন, কোনও সরকার বেশিদিন ক্ষমতায় থাকলে সরকার বিরোধিতার একটা চোরাস্রোত কাজ করে। এটাই নাকি সাধারণ বিজ্ঞান। কিন্তু যাবতীয় বিজ্ঞানকে, হিসেব, নিকেশ উড়িয়ে ২০২৫-এ এসেও স্বমহিমায় নীতীশকুমার। এমনই তাঁর জাদু। কিন্তু প্রশ্ন হল, কেন বারবার বিহারের জনতা 'পাল্টিবাজ' নীতীশকে ফিরিয়ে এনেছে? কোথায় তাঁর শক্তি? বিশ্লেষণে হয়তো অনেক ফ্যাক্টরই উঠে আসবে। কিন্তু সার সত্যিটা হল কংগ্রেস ও লালুর জঙ্গলরাজ চিরতরে খতম করে সুশাসন প্রতিষ্ঠাই তাঁর ইউএসপি। একদা বাম আমলে এ রাজ্যের সিপিএম রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবস্থা বোঝাতে, 'বিহারের থেকে ভালো' বলতো। কিন্তু সে জমানা এখন অতীত। এখন বিহার নির্বাচনে কোনও হিংসা, রক্ত, মৃত্যুর খবর আর আসে না। কমেছে অপরাধ। বেড়েছে শিক্ষার চল। উচ্চশিক্ষিত বিহারি ছেলেমেয়েরা চাকরি করছে অথবা চাকরির চেষ্টা করছে। নীতীশের একের পর এক জনমুখী প্রকল্প মানুষকে আরও উৎসাহিত করেছে। তাই এসবেই ফের একবার ভরসা রাখল বিহার।

আজকের দিন

- ১৯৬২ — চীন-ভারত যুদ্ধে চীনা গণমুক্তি বাহিনী একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে।
- ১৯৬৪ — নিউ ইয়র্ক সিটিতে ভেরাজ্জানো-ন্যারোস ব্রিজটি উদ্বোধন করা হয় এবং সেই সময়ে এটি ছিল বিশ্বের দীর্ঘতম ঝুলন্ত সেতু।
- ১৯৬৯ — UCLA এবং SRI-এর মধ্যে প্রথম স্থায়ী ARPANET লিঙ্ক স্থাপিত হয়, যা ইন্টারনেটের উন্নয়নে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়।
- ১৯৭১ — পাকিস্তান থেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৮০ — লাস ভেগাসের এমজিএম গ্র্যান্ড হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৮৫ জন নিহত হন ।
- ২০০৪ — নিন্টেন্ডো ডিএস উত্তর আমেরিকায় মুক্তি পায়।

- ২০১৭ — ৩৭ বছর ক্ষমতায় থাকার পর জিম্বাবুয়ের রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন রবার্ট মুগাবে।
- ২০১৯ — টেসলা তাদের সাইবারট্রাক চালু করে।

জন্মদিন

আজকের দিন

হেলেন

১৯২৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা প্রেমনাথের জন্মদিন।*
১৯৩৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রুমা গুহঠাকুরতার জন্মদিন।*
১৯৩৮ *বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী হেলেনের জন্মদিন।*

বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ

উন্নয়ন দাও, ভোট নাও !

সুবীর পাল

শাসক দলের সুপ্রিমোর কড়া নির্দেশ, নিজেদের গোষ্ঠীবাজি আপাতত শিকেয় তুলে নেমে পরো নিবিড় জনসংযোগে। সামনের ছাব্বিশে বিধানসভা ভোট রে বাবা। মানুষের মন না জিততে পারলে পার্টিটাই তো উঠে যাবে যে। তখন, 'না থাকবে বাঁশ, না বাজবে বাঁশরি।' কথায় বলে না, নিজে বাঁচলে বাপের নাম। তাই দলাদলি ছেড়ে সোজা এখনই মাঠে নেমে পড়ুন। মানুষের কাছে যান। বারংবার উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে এমনই রক্ষণশীল বার্তা দিয়ে চলেছেন নাগাড়ে। যদিও প্রকাশ্যে তাঁর চেনা জানা রণংদেহী ইমেজ আরও পালিশ করে তিনি ক্রমেই সুর ছড়াচ্ছেন এসআইআর ও বিজেপির বিরুদ্ধে। তথাপি তিনি বিলক্ষণ সমঝে গেছেন, চলতি সময়ে তাঁর এই যাদুটোনা ঘরানার জেরে আর খুব একটা চিড়ে ভিজবে না উত্তরে বাংলার তিস্তার জলে। তার উপর আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার ন্যায় সাম্প্রতিক কালের প্রবল বন্যায়, পাহাড় ধসে, নদী ভাঙ্গনে উত্তরবঙ্গবাসীরা বেজায় ক্ষুব্ধ প্রশাসনের ভূমিকায়।

অনিশ্চিতেরে লহ আলিঙ্গন করিয়া। কথা কম কাজ বেশি মন্ত্রে। পাইলেও পাইতে পারো ভোটাসনের ব্রহ্ম প্রাপ্তি। এহাই যে বালুরঘাট ও রায়গঞ্জের সাত ঘাট পেরোনো গণমানসের সাত ধন মানিকের পোষ্য রায়। মনে রাখিও, এবার কিন্তু ভবি ভুলবার নয়।

মুখ্যমন্ত্রীর শ্যেন চোখের আদুরে ভোটপাখি উত্তরকন্যা এবারে আক্ষরিক অর্থেই অবিন্যস্ত ও বিধ্বস্ত। তার উপরে বড্ড না পোষ মানা স্বভাব আর যায় কোথায়?

তাই শাসক দলের সুপ্রিমোর কড়া নির্দেশ, নিজেদের গোষ্ঠীবাজি আপাতত শিকেয় তুলে নেমে পরো নিবিড় জনসংযোগে। সামনের ছাব্বিশে বিধানসভা ভোট রে বাবা। মানুষের মন না জিততে পারলে পার্টিটাই তো উঠে যাবে যে। তখন, 'না থাকবে বাঁশ, না বাজবে বাঁশরি।' কথায় বলে না, নিজে বাঁচলে বাপের নাম। তাই দলাদলি ছেড়ে সোজা এখনই মাঠে নেমে পড়ুন। মানুষের কাছে যান। বারংবার উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে এমনই রক্ষণশীল বার্তা দিয়ে চলেছেন নাগাড়ে। যদিও প্রকাশ্যে তাঁর চেনা জানা রণংদেহী ইমেজ আরও পালিশ করে তিনি ক্রমেই সুর ছড়াচ্ছেন এসআইআর ও বিজেপির বিরুদ্ধে। তথাপি তিনি বিলক্ষণ সমঝে গেছেন, চলতি সময়ে তাঁর এই যাদুটোনা ঘরানার জেরে আর খুব একটা চিড়ে ভিজবে না উত্তরে বাংলার তিস্তার জলে। তার উপর আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার ন্যায় সাম্প্রতিক কালের প্রবল বন্যায়, পাহাড় ধসে, নদী ভাঙ্গনে উত্তরবঙ্গবাসীরা বেজায় ক্ষুব্ধ প্রশাসনের ভূমিকায়। পর্যাপ্ত ত্রাণের নামে ভুঁড়ি ভুঁড়ি বেনিয়মের অভিযোগে। সুতরাং ভোটের আগে জনমনক্ষতে যে জনঔষধি স্বরূপ ইমিডিয়েট ড্যামেজ কন্ট্রোল ভীষণ রকমের অবশ্যই, তা পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে আগাম অনুমান করতে পারাটা মোটেও অসুবিধার হয়নি। কালক্ষেপ না করে তিনি তাই নিজের দলকে উত্তরবঙ্গ জুড়ে দুয়ারে দুয়ারে জান কবুল করে হত্যে দেবার সর্বশেষ নিদানও দিয়ে রেখেছেন।

দেশের সাংবিধানিক দস্তুর হিসেবে, এই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার নির্ঘণ্ট জারি হওয়ার কথা আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে। আপাতত কোনও সাংবিধানিক সংকট যদি তৈরি না হয়, তবেই। সে না আইন কানুনের বিষয়। কিন্তু তাই বলে শীতঘুম কাটিয়েই উঠতে পারছে না এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের বিরুদ্ধ তাঁবুর অলস নেতা-কর্তারা। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তো আপাতত শীততাপ নিয়ন্ত্রিত পার্টি রুম থেকে প্রেস বিবৃতি দিয়েই গণ আন্দোলনের রাশ নিজের হাতে রাখতে বেশি উৎসাহী। দলের অভ্যন্তরীণ লবিবাজিতেই তো উত্তরবঙ্গের বিজেপি বর্তমানে অসংখ্য ধারায় বিভক্ত। 'সবে মিলি করি কাজ,' তাদের শারীরিক ল্যাঙ্গুয়েজে এখন তো এই তত্ত্ব ফসিলের সাক্ষী।

সেই কবে রাম রাজা হবে, এমন কায়া-ছায়া আত্মবিশ্বাসে ভরপুর বিজেপি এখনও গ্রিণরুম কালচারে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল দিতেই ব্যস্ত। উত্তরবঙ্গের দিকে দিগন্তে দলগত কর্মসূচি প্রণয়নে তাদের সেই উদ্দীপনায় কেমন যেন কর্পূর কর্পূর গন্ধ। ভাবখানা এমন, আরে এতো উত্তরবঙ্গ না? ওটাতো আমাদের একেবারে নিজস্ব পেটেন্ট ভোটব্যাঙ্ক। উত্তরবঙ্গে তো এবারও পদ্মফুল ফুটবেই, সাম্প্রতিক অতীতের এমন সহায়ক পরিসংখ্যানগত আত্মবিশ্বাস বিজেপির বুমেরাং না হয়ে যায় শেষমেষ। ভোটের বাস্তব ময়দানে বিজেপি যেন ভুলে না যায়, তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু এ যাত্রাতেও থাকছেন একটাই পোস্ট বাকি সব ল্যাম্পপোস্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি একাই বিপক্ষের যাবতীয় নির্বাচনী হিসেব নিকেষ ওলোটপালট করে দিতে ভারত বিখ্যাত অপ্রতিদ্বন্দ্বী তুখোড় ওস্তাদ। যিনি এখনও ব্যক্তিগত ক্যারিশমার রাজনৈতিক খোলা মাঠে এই রাজ্যের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভোট কুশলী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। যদিও বহুবিধ বিতর্ক তাঁর পিছনে তাড়া করে বেড়ায় অহরহ, তাঁর সততার সাদা শাড়ির ইমেজেও লেগে গেছে দুর্নীতির তাবড় তাবড় কালো ছোপ। তবু মমতা মানে মমতা। যো জিতা ওহি সিকান্দার। এটাই হলো বাংলার নির্বাচনী মাটিতে আসলি মমতা ব্র্যান্ড। কি তাই তো জড়তায় জর্জরিত বিরোধী নেতৃবৃন্দগণ?

হে কমুণ্ডল বাহিনী সুতরাং নিজের আখের গোছাতে এখনই ওঠো, জাগো। মনে রাখিও, চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের এ যাবৎ সবচেয়ে ব্যর্থ প্রশাসক মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেও অনেকেই প্রকাশ্যে দাগিয়ে দেন তাঁকে। তবু তাঁর নাম যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নামের তুল্য ধার বা ভার সাম্প্রতিক রাজ্য রাজনীতিতে আর দ্বিতীয় কোনও রাজনৈতিক নেতার নেই। এই প্রখর সত্যটা বাংলার সবাইকেই একবাক্যে মানতেই হবে, সে আপনি যে দলেরই সমর্থক হোন না কেন! আর এই মিথটাই তো আগামী ভোট যুদ্ধে তৃণমূলের কালো ঘোড়ার নিশ্চিত বাজি হয়ে উঠেছে। সুতরাং উত্তরবঙ্গেও মমতা ফ্যাক্টর কিন্তু এখনও ইন্দ্রজালের মতোই সমান প্রাসঙ্গিক।

উত্তরবঙ্গের ভোটের তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনা করতে গেলে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রকে কার্যত এড়িয়ে যাওয়াটা একপ্রকার অসম্ভব। এই কেন্দ্রের মধ্যে যথারীতি রয়েছে গেছে সাতটি বিধানসভা। এই আসনগুলোর নাম ইটাহার, কুশমন্ডি, কুমারগঞ্জ, হরিরামপুর, বালুরঘাট, তপন ও গঙ্গারামপুর। বামফ্রন্টের আরএসপি এই কেন্দ্র থেকে পরপর দশবার দিল্লি পাড়ি দিয়েছিল ১৯৭৭ সাল থেকে। তার আগে এই লোকসভা আসনটি ছিল কংগ্রেসের দখলে। আবার পুনরায় এখানে পালা বদল ঘটে যায় ২০১৪ সালে। সেবার আরএসপি হেরে যায় তৃণমূলের কাছে। তবে এই লোকসভা কেন্দ্রটি তৃণমূলও বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি নিজেদের মুঠোয়। পরবর্তী পরপর দুটি ভোটে অর্থাৎ ২০১৯ ও ২০২৪ সালে বিজেপি জয় কার্যত ছিনিয়ে নেয় তৃণমূলের কাছ থেকে।

সর্বশেষ যে লোকসভা নির্বাচন ২০২৪ সালে বালুরঘাট আসনে আয়োজিত হয়েছিল তাতে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের লড়াই হয়েছিল অনেকটা কাঁটে কা টক্করের মতো। সেখানে গেরুয়া আবীর আকাশে উড়েছিল মাত্র ১০,৩৮৬টি ভোট বেশি পাওয়ার সুবাদে। ওই অঞ্চলের মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৫,৬১,৯৬৬ জন। তার মধ্যে বিজেপি সমর্থন পায় ৫,৭৪,৯৯৬ জনের। সুতরাং ৪৬.৪৭ মানুষের রায় ছিল পদ্মফুলের দিকে। সেক্ষেত্রে ৫,৬৪,৬১০টি ভোট পেয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী। যা শতকরা হিসেবে ৪৫.৬৩ ভোটদাতা ঝুঁকে ছিলেন ঘাসফুলের টানে। লোকসভার ভোটে বর্তমানে বিজেপির দাপট অক্ষুন্ন থাকলে কি হবে, ২০২১'এর বিধানসভা নির্বাচনে এখানকার সাতটি আসনের মধ্যে চারটি কেন্দ্রই চলে যায় নীল সাদা বাড়ির অতিথি হয়ে। কয়েকটি তথ্য পর্যালোচনা করলেই সহজেই বোঝা যায় তৃণমূল কিভাবে উনিশের লোকসভা নির্বাচনের পরাজয়ের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। একুশের ভোটে এখানকার সাতটি বিধানসভায় গড় ভোট পড়েছিল ৮৭। ইটাহার আসনটি তৃণমূল পেয়ে যায় ৪৩,৯৭৫টি ভোটের ফারাকে। আবার কুশমন্ডি কেন্দ্র ১২,৫৮৪টি ভোটের ব্যবধানে জয় পায় তৃণমূল। ওই একই দল কুমারগঞ্জ এলাকায় ২৯,৩৬৭টি ভোটের পার্থক্য গড়ে জয় পেয়েছিল । হরিরামপুরেও একই ফলাফল তৃণমূলের পক্ষে যায় ২২,৬৭২ জনের অতিরিক্ত ভোট প্রাপ্তিতে। তবে বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে একেবারে উল্টো ফলাফল লক্ষণীয়। এই আসনে বিজেপি জয়ের মুখ দেখে ১৩,৪৩৬ ভোটে এগিয়ে থেকে। তপনেও বিজেপির জয় অব্যাহত থাকে মাত্র ১, ৬৫০টি ভোট প্রভেদে। আর ৪,৫৯২টি মানুষের অধিক আশীর্বাদ পেয়ে যাওয়ায় গঙ্গারামপুর কেন্দ্রে বিজেপির চওড়া হাসি দেখা যায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর।

এ হেন পরিস্থিতিতে তৃণমূলের অন্দরমহলের বর্তমান অঙ্ক হলো, যেনতেন প্রকারেণ এই সাতটি আসন থেকে কমসে কম পাঁচটি জায়গার দলীয় প্রার্থীদের জিতিয়ে নিয়ে আশা। আর বিপক্ষ শিবির যে এখনও গালে হাত দিয়ে টেবিলে তাল ঠুকছে, একবার এসআইআরয়ের ছাকনিতে ভোটার তালিকা নতুন ভাবে প্রকাশিত হোক, তারপর না হয় দেখে নেবে সাতে সাত কি করে পেতে হয়।

বালুরঘাটের লোকসভা এলাকার বিজেপি ও তৃণমূলের তুমুল দ্বৈরথের মতো রায়গঞ্জ লোকসভার অন্দরের যুযুধান দুই পক্ষের চোরাস্রোত কিন্তু এখনই বইতে শুরু করেছে বিভিন্ন দফায় দফায় ঠারেঠোরে। রায়গঞ্জ লোকসভা আসন ঘিরে রয়ে গেছে ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া, করণদিঘি, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ ও রায়গঞ্জ সাতটি বিধানসভা নির্বাচনী ক্ষেত্র।

এখানে পরপর শেষ চারবারের লোকসভা নির্বাচন পরখ করলে অবশ্যই নজরে আসবে, এখানকার ভোটাররা কিন্তু খুব একটা কমিটেড নয় কোনও দলের সপক্ষে। তাঁরা বারবার পালা বদল ঘটিয়ে ছেড়েছে নানান রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে। ২০০৯ সালে এখান থেকে এখনও পর্যন্ত শেষবারের মতো জয় পেয়ে যায় কংগ্রেস। যদিও এর আগে দুইবার এই আসন থেকে সাংসদ হয়েছিল কংগ্রেসেরই প্রার্থী। সিপিএম আবার ২০১৪ সালে সমস্ত বিরোধী দলের থেকে এগিয়ে গিয়ে মুচকি হেসে ছিল দিল্লি গিয়ে। ২০১৯ সালে অবশ্য এই কেন্দ্রে বিজেপি জিতেছিল ৬০ হাজার ৫৭৪টি ভোটে। এই আসনে ফের ২০২৪ সালে ৬৮,১৯৭টি অধিক ভোট জুটিয়ে পুনরায় জয় হাসিল করে পদ্মশিবির।

তবে মজার বিষয় হলো, রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে থেকে যাওয়া উক্ত সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ২০১৯ সালের লোকসভা বিজেপি চারটি আসনে এগিয়ে ছিল। কিন্তু ২০২১'এর নবান্ন দখলের পাঞ্জা লড়াইয়ে বিজেপির ভোটে ব্যাপক ধস নামে। সেই সময় বিজেপি হেরে যায় পাঁচটি সিটে তৃণমূলের কাছে। আবার চব্বিশের সংসদীয় নির্বাচনে বিজেপি জয়ের জন্য ফের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পেয়ে যায় তৃণমূল বিরোধী হাওয়াকে কাজে লাগিয়ে। ৬৮,১৯৭টি বেশি ভোট করায়ত্ব করে। যা উনিশের জয়ের ব্যবধানকেও ছাপিয়ে যায় পদ্মফুলের ডালি। সত্যি কি অদ্ভুত ডিংডন অনিশ্চিত চরিত্র এই এলাকার ভোটারদের মধ্যে। যা প্রকৃতই বাংলার সাম্প্রতিক কালের রাজনীতিতে যথেষ্টই ইঙ্গিতবাহী দৃষ্টান্ত।

তথ্যগত বিষয় তলিয়ে দেখলে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের জয়জয়কার সত্যি বিস্ময়কর। যেখানে ঠিক আগে ও পরের দুটি পার্লামেন্ট নির্বাচন কব্জার প্রেস্টিজ ফাইটে ঘাসফুল একেবারে নুয়ে পড়ে পদ্মফুলের মরশুমী দাপটে। এমনই পরিস্থিতির জোড়া বিপর্যয়ের মধ্যেও গত বিধানসভা ভোটে ইসলামপুর আসনে তৃণমূলের জয়ের মার্জিন ছিল ৩৭, ৪৪০ ভোটের। গোয়ালপোখরেও তৃণমূল বিজেপিকে হারিয়ে দেয় ৭৩,৫১৪ ভোটে। যা বিধানসভা ভোটের নিরিখে বলা যেতেই পারে গো হারানো হারিয়ে দেওয়া। ৩৩,৮৩৭ ভোট কম পেয়ে চাকুলিয়া আসনে বিজেপির কোমর ভেঙ্গে গেলে তৃণমূল বিজয়ী হয় স্বাভাবিক ভাবে। করণদিঘি কেন্দ্রে ঘাসফুলের লিড ছিল ৩৬,৬২৬ ভোটের। হেমতাবাদ আসনে ২৭,২১৫ ভোটের ফারাক বেড়ে গেলে সেখানে সবুজ আবীরের মাখামাখি দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠেছিল। তবে কালিয়াগঞ্জে টিএমসির বিজয়রথের চাকা হড়কে যায়। এখানে বিজেপি জয় পেয়ে যায় ২১,৮১০টি ভোট বেশি পেয়ে যাওয়ায়। এখানকার অপর আসন রায়গঞ্জের ক্ষেত্রেও গৈরিক উৎসব লেগে গিয়েছিল ২০,৭৪৮ ভোটে তৃণমূলকে হারিয়ে দেওয়ায়। যদিও এই আসনের বিজেপি বিধায়ক পরবর্তীতে তৃণমূলের পতাকা বহণ করেছিলেন একেবারে প্রকাশ্যে।

এমনই তীব্র আনপ্রেডিক্টেবল রায়গঞ্জ লোকসভার সাতটি আসন ঘিরে প্রশ্ন উঠতেই পারে, 'আগামীতে তুমি কার?' ছাব্বিশের ভোটের লাইনে এমন নিলামী হাঁকের সপক্ষে এলাকাবাসীরা বাস্তবে আদৌ কোনও গুরুত্ব দিতে রাজি নন। কারণ এখানকার স্থানীয় ভোটারদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজের পরিভাষাটাই কেমন যেন অনেকটা আলাদা। ভুপেন হাজারিকার গান গুনগুন করে গাইতে গাইতে তাঁরা যেন বলতে চায়, 'গোপনে গোপনে কত যে খেলি আলিঙ্গনের এই খেলা।' 'কোন আলিঙ্গনের খেলা?' 'কেন, ভোট ভেল্কির অনিশ্চিত খেলা!' এই উত্তরে দ্বিজ ভূমের আজ তাই একটা বেসুরো স্লোগান বেশ জমে উঠেছে, 'উন্নয়ন দাও ভোট নাও। অন্যথায় ভেল্কি আমরাও কিন্তু দেখাতে জানি। ইভিএমের বোতামে। স্মরণে রাখিও কথাটা, কেমন!'

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাড়ি বসেই কাজ সারছেন বিএলও, লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাসনাবাদ: নির্বাচন কমিশনের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গ্রামের একটি বাড়িতে বসে এসআইআর-এর ফর্ম দেওয়া এবং জমা নেওয়ার কাজ করছে বিএলও বলে অভিযোগ। বাড়িতে বাড়িতে যাওয়ার প্রয়োজন বোধই করছেন না। ফলে বিভিন্ন জায়গায় মানুষকে লাইন দিয়ে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে এসআইআর সংক্রান্ত কাজের জন্য। নির্বাচন কমিশনের নেই কোনও নিরীক্ষণ। নির্বাচন কমিশনের পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে এসআইআর-এর ফর্ম তোলা ও জমা দেওয়ার কাজ করতে গিয়ে হয়রানির

শিকার হচ্ছে গ্রামের সাধারণ মানুষ। এমনই চিত্র দেখা গেল উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদের বরুনহাট রামেশ্বরপুর পঞ্চায়েতের ৪৫ নম্বর বুথে। এই ৪৫ নম্বর বুথের বিএলও বেলোরা খাতুন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এসআইআর-এর কাজ চালু হওয়ার শুরু থেকে তিনি কোনও বাড়িতে বাড়িতে যাচ্ছেন না। গ্রামের একটি বাড়ির বারান্দায় বসছেন এবং সেখানে বুথের প্রতিটি মানুষকে এসে ফর্ম নিতে এবং জমা দিতে হচ্ছে। তাঁদের আরও বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের নিয়ম বিএলও বাড়ি বাড়ি গিয়ে এসআইআর-এর কাজ করবে, কিন্তু এখানে তা হচ্ছে না। বিএলও এক জায়গায় বসে থাকছে আর আমাদের কাজকর্ম ফেলে এখানে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। যদিও বিএলও বেলোরা খাতুনের দাবি, 'আমি একা মানুষ। আমার কোনও হেল্পার নেই। ১২০০ জন ভোটার। একা কিভাবে করব? তাই যে পাড়ায় যাচ্ছি, সেখানে এক জায়গায় বসে সবাইকে ডেকে নিয়ে করছি।' কিন্তু গ্রামবাসীর অভিযোগ, বিএলও প্রথম থেকেই ওই একই জায়গাতেই বসছেন। এবং বুথের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এসে সেখানে লাইনে দাঁড়িয়ে এসআইআর-এর ফর্ম নেওয়া এবং জমা দেওয়ার কাজ করতে হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন বা সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

মালদার গঙ্গার চরের বাসিন্দাদের আশ্বাস রাজ্য নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: 'স্থানীয় বাসিন্দা হয়ে থাকলে ভোটার কার্ডে কোনও সমস্যা হবে না। এতে চিন্তার কোনও বিষয় নেই। শুধু তাই নয়, মালদার গঙ্গার চরে থাকা নাগরিকদের ভোটার কার্ডের সমস্যার কথা শুনেছি। সেটিও নির্বাচন কমিশন অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে দেখবে।' বৃহস্পতিবার দুপুরে মালদায় প্রশাসনিক বৈঠকে এসে এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। এদিন কেন্দ্র ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ৬ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল মুর্শিদাবাদ থেকে সড়কপথে মালদায় আসেন। দুপুরে মালদার কালেক্টরেটে জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল ও বিভিন্ন ব্লকের বিডিওদের উপস্থিতিতে ভোটার কার্ড এবং এসআইআর সম্পর্কিত বিষয় বৈঠক করেন ওই নির্বাচনী প্রতিনিধি দলটি। সেখানে এইসব বিষয়ের মূল্যায়ন ও

উপস্থাপনা করা হয়। এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল এবং কেন্দ্রের সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচনী আধিকারিক জ্ঞানেশ ভারতী। টানা আড়াই ঘণ্টার বৈঠকের পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি প্রসঙ্গে যা বলার জাতীয় নির্বাচন কমিশন বলবে। এখানে রাজ্যের নির্বাচন দপ্তরের কোনও ভূমিকা নেই। তবে এসআইআর-এর কাজ ভালো হচ্ছে। সময়ের মধ্যেই সব কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'মালদার চর এলাকার কিছু সমস্যা থাকলে, তা জেলা প্রশাসন দেখবে। জেলা প্রশাসন সক্রিয় রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা হয়ে থাকলে কারোর কোনও চিন্তার বিষয় নেই।'

তৃণমূলের অবস্থানস্থল গঙ্গা জল দিয়ে পরিশুদ্ধ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গঙ্গা জল মানেই ভারতীয়দের কাছে একটা পবিত্র জল। এই জলের সংস্পর্শে সমস্ত পাপ চলে যায়, ভূমি পবিত্র হয়ে ওঠে। এই গঙ্গাজলকেই রাজনৈতিক হাতিয়ার করছে রাজনৈতিক দলগুলি। তৃণমূলের দেখানো পথেই এবারে বিজেপি তৃণমূলের অবস্থান স্থলকে গঙ্গাজল ছিঁটিয়ে শুদ্ধ করলো। এবারের ঘটনা আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের রাধানগর। ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়ের বসতভিটেতে তৃণমূল কংগ্রেস অবস্থান বিক্ষোভে বসে। মূলত রাজা রামমোহন রায়কে বিজেপি মন্ত্রীর কটূক্তির প্রতিবাদে কর্মসূচি করে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ ও পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ ওই স্থানকে গঙ্গা জল ছিঁটিয়ে শুদ্ধ করেন। বিজেপির দাবি, তৃণমূল সরকারের আমলে মনীষী রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভিটে থেকে শুরু করে রাজা রামমোহন রায় স্মৃতি বিজরিত স্থানগুলির কোনও উন্নয়ন হয়নি। ঐতিহ্যবাহী রাজা রামমোহন রায় মেলা বন্ধ হয়ে গেছে তৃণমূলের আমলে। রামমোহন রায়ের জন্মভিটে হেরিটেজ ঘোষণার পরেও তৃণমূল কোনও কাজ করেনি। সুতরাং তৃণমূলের আন্দোলন করা মানায় না। বিজেপির আরও দাবি, ভুল করে মন্ত্রী বলার পর ক্ষমা চেয়েছেন। তা সত্ত্বেও অযথা চোর তৃণমূলের নেতারা রাজা রামমোহন রায়ের বসতবাড়িতে এসে রাজনীতি করছেন। অথচ এতদিন রাজা রামমোহন রায়কে মনে পড়েনি। তার বসতবাড়ির কোনও উন্নয়ন নেই। এদিন সকালে খ নাকুল ও পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়কদের নেতৃত্বে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা রামমোহন মেমোরিয়াল সহ রামমোহনের আবক্ষ মূর্তি গঙ্গাজল দিয়ে শুদ্ধ করেন। পাশাপাশি তৃণমূলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ ও পুড়শুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ । এই বিষয়ে পুড়শুড়ার বিধায়ক বিমানবাবু বলেন,'যারা রামমোহন মেলাকে বন্ধ করে দিয়েছে , যাদের সরকার রামমোহন মেমোরিয়াল কে সংস্কার করতে পারেনি সেই চোরগুলো আবার রামমোহন প্রীতি দেখাচ্ছেন। এটা মানায় না। রামমোহনের পবিত্র স্থানকে যে চোরগুলো অপবিত্র করেছে। বৃহস্পতিবার গঙ্গাজল ছিটিয়ে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে ওনাকে প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানালাম।' অপরদিকে খানাকুলের তৃণমূল নেতা অভিজিৎ বাগ বলেন, 'বিজেপির দুই বিধায়কের যদি সৎ সাহস থাকে তাহলে ওদের মন্ত্রী করা মন্তব্যের নিন্দা করুক। গঙ্গা জল নিয়ে রাজনীতি করে লাভ নেই। আসলে বিজেপির মুখোশ খুলে গেছে। রাজা রামমোহন রায়কে নিয়ে যারা কটূক্তি করে তারা মানুষ নয়। খানাকুলের ভূমি পবিত্র রাজা রামমোহন রায়ের ভূমি। এই মাটিকে নিয়ে বিজেপি কটূক্তি করেছে। জনগন উপযুক্ত জবাব দেবে।' সবমিলিয়ে রামমোহন ইস্যুতে গত কয়েকদিন খানাকুলে রাজনীতি সরগরম।

অজয় নদে ভূমি রাজস্ব দপ্তরের তরফে হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বেশ কয়েক মাস ধরে কাঁকসার অজয় নদ থেকে বালি তুলে তা ট্রাক্টরে পাচার হচ্ছে এমনই অভিযোগ আসে কাঁকসার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকের কাছে। তারা খবর পান যে,বনকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের গৌরাঙ্গপুর, নিমটিকুড়ি ও বসুধা এলাকায় অজয় নদ থেকে

অবৈধভাবে বালি তোলা হচ্ছে।খবর পাওয়ার পরই অভিযানে নেমে অজয় নদের পাড়ে গিয়ে কিছুই পাওয়া যায় নি। বৃহস্পতিবার দুপুরে বসুধা এলাকার অজয় নদে অভিযান চালান পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে কাঁকসার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। সেখানে কিছু না পেয়ে ফিরে আসার সময় রাস্তায় একটি বালি বোঝাই ট্রাক্টরের মালিকের বিরুদ্ধে জরিমানা করা হয়। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মঞ্জু কাঞ্জিলাল জানিয়েছেন, তাদের কাছে অভিযোগ এসেছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁরা অভিযানে নামেন। কিন্তু সেই সময় কোনও বালি তোলার কাজ হচ্ছিল না। পুরোটাই বীরভূম জেলার অধীনে পরে। তবে অজয়ের অপর প্রান্তে বালি তোলার কাজ চলছিল।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Office of the Chief Medical Officer of Health, Nadia

Contractual Recruitment Notice

Applications are invited for filling-up various contractual post under NHM. vide **Memo No. CMOH-Nad/6133 dated 18.11.2025 NAM**, vide **Memo No. CMOH-Nad/6134 dated 18.11.2025 ART Centre**, vide **Memo No. CMOH-Nad/6135 dated 18.11.2025**. For details, please visit www.wbhealth.gov.in and www.nadia.nic.in on & from **1pm of 24.11.2025.**

Sd/-

CMOH & Secretary, DH&FWS, Nadia

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসাত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২৪.১২.২০২৫ তারিখে

ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক দেওয়া স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির পাবলিক নোটিশ

যেহেতু, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা, আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮ ও ৯ ধারার সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের কাছে দাবি নোটিশ জারি করেছেন এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক উল্লিখিত তারিখ, স্থান এবং সময়ে ই-নিলাম আয়োজনের মাধ্যমে উক্ত আইনের ৮ নং নিয়মের ৫ ও ৬ ই-নিলামের অধীনে প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে। জনসাধারণ এবং সাধারণ ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে, সারফেসি আইনের অধীনে ই-নিলাম, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এ উপস্থাপিত শর্তাবলী এবং ব্যাংকের কাছে পাওনা ঋণ আদায়ের জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলী অনুসারে বিক্রয়ের জন্য পরিচালিত হবে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ/ বকেয়ার পরিমাণ (লাখ টাকায়)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দখলের তারিখ	মজুত মূল্য (টাকায়) এবং বায়না টাকা জমা (ইএমডি, টাকায়)
চাকদহ শাখা **ঋণগ্রহীতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণ :** **শ্রী শঙ্কর কুমার রায়** **শ্রীমতি পুতুল পান্ডব রায়** **ঠিকানা :** পালপাড়া নেতাজি নগর,থানা: চাকদহ,জেলা :নদিয়া,পিন : ৭৪১২২২	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ২এ,তিনতলায় (জি-৪) তলা ভবনে সান্নিধ্য রেসিডেন্সি এবং কমার্শিয়াল, অবস্থিত মৌজা : পালপাড়া, জেএল নং ৩৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২০৩, আরএস খতিয়ান নং ১৫৭ এবং এলআর খতিয়ান নং ২৬৮৬, চাকদহ পুরসভার ওয়ার্ড নং ১ অধীন, হোল্ডিং নং ১৪৩৬/১, থানা এবং ব্লক - চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পব-৭৪১২২২, (স্বত্ব দলিল নং ১-৯৯৭৩-২০১৯ সালের) **ফ্ল্যাটে এরিয়া :** ১১৫৬.২৫ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), ৯২৫.০০ বর্গফুট) (ঢাকা এরিয়া)। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** পালপাড়া স্টেশন রোড, **দক্ষিণে :** সত্যজিৎ বিশ্বাসের সম্পত্তি, **পূর্বে :** ১০ ফুট সাধারণ চলার পথ পরে পার্থ রুদ্র এর জমি, **পশ্চিমে :** ১০ সাধারণ চলার পথ পরে স্বর্ণ চক্রবর্তীর জমি। **(বন্ধকদাতাগণ : শ্রী শঙ্কর কুমার রায় এবং শ্রীমতি পুতুল পান্ডব রায়)**	**৩৫,০৬,১৪৫ টাকা** ২০.১১.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	০১.০৩.২০২৪ এবং ০৬.০৬.২০২৪ (স্বত্ব দখলীকৃত)	**২৮,০০,০০০ টাকা** **এবং** **২,৮০,০০০ টাকা**
নোকারি শাখা **ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা :** **শ্রী মৃত্যুঞ্জয় সাহা,** পিতা প্রয়াত সুদর্শন সাহা, **ঠিকানা :** মনসাতলা (রানাঘাট-দত্ত ফুলিয়া রোডের ধারে) পো : চাপড়া, তানা : ধানতলা, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২০২	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন ০৫.০২.২০২০ অবস্থিত মৌজা : চাপড়া, জেএল নং ১১১, দাগ নং আরএস এবং এলআর ২১১১, খতিয়ান নং আরএস ৫৪০, এলআর ৯৮১, রঘুনাথপুর হিজুলি -গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : ধানতলা, ব্লক রানাঘাট-২, নদিয়া, এরিয়া ৯ ডেসিমেল সম্পত্তি শ্রী মৃত্যুঞ্জয় সাহার নামে। স্বত্ব দলিল নং ১-৫৪৫৫/১৯। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** আজগর মন্ডল, **দক্ষিণে :** ৭ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে :** শম্ভুনাথ বিশ্বাসের জমি, **পশ্চিমে :** শম্ভুনাথ বিশ্বাসের জমি।	**৩৩,১৫,৫৭৭ টাকা** ২০.১১.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	০২.০৮.২০২৪ এবং ১৬.১১.২০২৪ (প্রতীকী দখলীকৃত)	**৩৯,০০,০০০ টাকা** **এবং** **৩,৯০,০০০ টাকা**
বারাকপুর শাখা **ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা :** **মানসী রাউত,** স্বামী অমল রাউত, **ঠিকানা :** ৪র্থতল, প্রতিমা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ২, পূর্ব দিকে, হোল্ডিং নং ৪৫৬, ২১/১, রবীন্দ্র নাথ চ্যাটার্জি রোড, পিন : ৭০০০৩৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২ (পূর্ব দিকে) ৪র্থতলে, (জি-৩) বসবাসের ভবনে অবস্থিত মৌজা : বরাহনগর, জেএল নং ৫, আরএস নং ৫, তৌজি নং ১০৬৮/২৮৩৩, আরএস দাগ নং ১০৭০, ১০৭১, ১০৭২, এবং ১০৭৩, এলআর দাগ নং ১৫৬৯, ১৫৭০ এবং ১৫৭১, আরএস খতিয়ান নং ১৪৫৩৮ এবং ১৪৫৩৯, সংযুক্ত প্রেমিসেস নং ২১/১, রাজেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা -৭০০০৩৫, বরাহনগর থানা অধিক্ষেত্রে স্থানীয় বরাহনগর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৮ অধীন, সম্পত্তি শ্রীমতি মানসী রাউত এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১-১৫০৬-০৫৮৭৮/২০২১ তাং ২৮.০৭.২০২১। ফ্ল্যাট এবং গ্যারাজের এরিয়া : সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭০০ বর্গফুট (ফ্ল্যাট) এবং গ্যারাজ : ১৮৫ বর্গফুট। **জমির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ২২/এ এবং ২২, আর এন সি রোড, **দক্ষিণে :** ২১ আরএনসি রোড, **পূর্বে :** ৫৩/৩৯ এবং ৫৩/৩৮ বি সরণি, **পশ্চিমে :** ১৭ ফুট চওড়া সড়ক।	**২৮,৮৬,৬০৩ টাকা** ২০.১১.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	০৯.০৪.২০২৪ এবং ০৩.০৭.২০২৪ (প্রতীকী দখলীকৃত)	**১৮,১৭,০০০ টাকা** **এবং** **১,৮১,৭০০ টাকা**
বারাকপুর শাখা **ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা :** **সুমন সাহা** পিতা সুনীল চন্দ্র সাহা, **ঠিকানা :** ৫মতল, এমার্ল্ড কমপ্লেক্স,মৌজা -আহরামপুর (মধ্যমগ্রাম -নিউ বারাকপুর ৮ নং রেল গেটের নিকট) হরিপদ বিশ্বাস সরণি, পো এবং থানা : নিউ বারাকপুর, ওয়ার্ড নং ১, হোল্ডিং নং ১০, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৩১	ক) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫মতলে, (জি-৪) তলা বসবাসের ভবনে অবস্থিত মৌজা : আহরামপুর, জেএল নং ৩৫, আরএস নং ৯৭, তৌজি নং ১১৫৮, সিএস প্লট নং ১০৭, আরএস দাগ নং ১৩৪১,এলআর দাগ নং ৭৬১ এবং ৭৬২, এলআর খতিয়ান নং ১৯৭৯, ১৯৯২, পুরসভা হোল্ডিং নং ১০, হরিপদ বিশ্বাস সরণি, ওয়ার্ড নং ০১, , নিউ বারাকপুর পুরসভা অধীন, থানা : নিউ বারাকপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা,সম্পত্তি সুমন সাহা এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ১৫০১০৭৮৯৪ তাং ০৫.০৯.২০২২। ফ্ল্যাটের এরিয়া : সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯১৪ বর্গফুট, বিল্ট আপ এরিয়া ৭৭৬.৯০ বর্গফুট, কার্পেট এরিয়া : ৬৩৯৮০ বর্গফুট। **জমির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১২ পুরসভা, সড়ক; **দক্ষিণে :** অন্যান্যর প্লট; **পূর্বে :** ক্যানাল; **পশ্চিমে :** ১২ হরিপদ বিশ্বাস সরণি; **ফ্ল্যাট চৌহদ্দি : উত্তরে :** ফ্ল্যাট নং ৪এ, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা/প্রোজেক পথ, **পূর্বে :** সিঁড়ি এবং লবি; **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা/ প্রোজেক্ট পথ।	**২৮,৬১,৯১৭ টাকা** ২০.১১.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	২৯.০৯.২০২৩ এবং ১৫.১২.২০২৩ (প্রতীকী দখলীকৃত)	**১৭,১৮,০০০ টাকা** **এবং** **১,৭১,৮০০ টাকা**
সিলিন্দা শাখা, **ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতাগণ :** **শ্রী উত্তম বিশ্বাস, শ্রীমতি সীমা বিশ্বাস** পিতা গোপাল বিশ্বাস। **ঠিকানা :** গ্রাম : রাজারমাঠ,থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২২৩।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন, সম্পত্তি সীমা বিশ্বাসের নামে, অবস্থিত মৌজা : শ্রীনগর,জেএল নং ১৮৩, আরএস এলআর দাগ নং ৩৩৩৪, ৩৩৩৫, ৩৩৩৬, আরএস খতিয়ান নং ১৮৪৩ এবং ১৭০০, এলআর খতিয়ান নং ৬৪৪৮, সিলিন্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, নদিয়া, ৭৪১২২৩।	**১০,৫২,১৩৮ টাকা** ০৩.০৫.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	০৩.০৫.২০২৪ এবং ২৫.০৭.২০২৪ (স্বত্ব দখলীকৃত)	**১২,০০,০০০ টাকা** **এবং** **১,২০,০০০ টাকা**
ফুলিয়া শাখা **ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা :** **শ্রীমতি শেফালী বিশ্বাস,** স্বামী মহাদেব বিশ্বাস, **ঠিকানা :** জ্যোতিপল্লি,বেলেমাঠ,পিন : ৭৪১৪০২	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : পামলিয়া, জেএল নং ৫৫, খতিয়ান নং এলআর ৪৯৭, প্লট আরএস এবং এলআর ২৫৯/৩৮৩, বেলঘড়িয়া ১ নং পঞ্চায়েত অধীন, এরিয়া ৪.২৫ ডেসিমেল,পো : ফুলিয়া বয়রা, থানা শান্তিপুর, নদিয়া, ৭৪১৪০২। **চৌহদ্দি : উত্তরে** হরেন্দ্র নাথ বিশ্বাসের সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** পঞ্চায়েত সড়ক; **পূর্বে :** সহদেব বিশ্বাসের সম্পত্তি; **পশ্চিমে :** সুবল বিশ্বাসের সম্পত্তি।	**৬,০৭,৩৬৮ টাকা** ২১.০৭.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	২১.০৭.২০২৩ এবং ১৬.১২.২০২৩ (স্বত্ব দখলীকৃত)	**৩,২০,০০০ টাকা** **এবং** **৩২,০০০ টাকা**

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "**অনলাইন ইলেক্ট্রনিক বিডিং**" **প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট https://BAANKNET.com -এর মাধ্যমে হবে।**

(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ২৪.১২.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত, যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ১০ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১২০ মিনিট এবং যদি শেষ ১০ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ১০ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে।** এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ১০ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। **ডাকদাতারা তাদের দর ১০,০০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) গুণিতকে বাড়াতে পারেন। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি ১৭.১২.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত দেখতে পারেন।**

(৩) **আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://BAANKNET.com -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখ ন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন শ্রী অবিনাশ শাহু (+৯১ ৮২৪৯৩২৮৫৪৭) বা শ্রী গৌরব কান্ত (+৯১ ৮২৯২৪৭৭৩৩৯) সঙ্গে।**

(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/সম্পদ "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**" **এবং** "**কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**" বিক্রি করা হবে। ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের দর জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা সম্পত্তির দায়, মালিকানা এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/পাওনা, ভৌত দখল (প্রতীকী দখলের অধীনে সম্পত্তির জন্য) গ্রহণের সময় এবং খরচ সম্পর্কে নিজস্ব অনুসন্ধান করা উচিত। সম্পত্তি কর, শক্তি চার্জ ইত্যাদি সহ সমস্ত সংগৃহীত আইনগত পাওনা সফল দরদাতা বহন করবেন। অনুমোদিত কর্মকর্তা/সুরক্ষিত পাওনাদার কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য এবং ভৌত দখল নেওয়ার ক্ষেত্রে (প্রতীকী দখলের অধীনে সম্পত্তির ক্ষেত্রে) বিলম্ব, খরচ এবং/অথবা আইনি সমস্যার জন্য কোনওভাবেই দায়ী থাকবেন না।

(৫) উপরে তালিকাভুক্ত বিবরণগুলি অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংকের সর্বোত্তম তথ্য অনুসারে বলা হয়েছে। এই পাবলিক নোটিশে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং/অথবা ব্যাংক জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে না।

(৬) উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না। আগ্রহী দরদাতাদের E-BAANKNET-এ প্রদত্ত ওয়ালেটে উপরে উল্লিখিত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।

(৭) **আগ্রহী দরদাতাদের নিলামের তারিখের অনেক আগে, যেকোনো ক্ষেত্রে ২৩.১২.২০২৫ তারিখের মধ্যে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত উপরে উল্লিখিত পোর্টালে নিজেদের নিবন্ধন করতে হবে।**

(৮) **সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে বিডের পরিমাণের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে, যার মধ্যে অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক বিক্রয়ের জন্য দর গ্রহণের পরপরই পরিশোধ করা ইএমডি অন্তর্ভুক্ত থাকবে, অন্যথায় ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল দরদাতা/ক্রেতা হিসেবে ঘোষণা করা হবে, যদি তিনি আইনত দর দেওয়ার যোগ্য হন।**

(৯) **দরপত্র/ক্রয়ের বাকি ৭৫ শতাংশ অর্থ অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের ১৫ তম দিন (ব্যাংকিং সময়ের মধ্যে) অথবা তার আগে পরিশোধ করতে হবে অথবা অনুমোদিত কর্মকর্তার বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত বর্ধিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। সফল দরপত্রদাতা কর্তৃক পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দরপত্রদাতার দ্বারা ইতিমধ্যে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংক নিলাম বাতিল করে নতুন নিলাম পরিচালনা করার স্বাধীনতা রাখবেন।**

(১০) **সম্পূর্ণ বিক্রয়ের মূল্য প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত কর্মকর্তা দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং বিক্রয়টি এরপর সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাংক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।**

(১১) **অনুমোদিত কর্মকর্তা সর্বোচ্চ দরপত্র বা যেকোনো বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনো বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার এবং বিক্রয়ের যেকোনো শর্ত পরিবর্তন, সংশোধন এবং পরিত্যাগ করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।**

(১২) সফল দরদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিডের জন্য প্রদেয় সমস্ত চার্জ/ফি, পরিষেবা কর/টিডিএস (৫০ লক্ষ টাকা এবং তার বেশি মূল্যের সম্পত্তির জন্য ধারা ১৯৪ আইএ অনুসারে) সহ কর, যদি থাকে, বহন করবেন।

(১৩) এই প্রকাশনাটি উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাদের অগ্রিমের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে ত্রিশ দিনের নোটিশ।

(১৪) আরও বিস্তারিত তথ্য, প্রক্রিয়া সম্মতি এবং শর্তাবলী ডাউনলোড করার জন্য, অনুগ্রহ করে এখানে যান **https://www.bankofindia.co.in**।

তারিখ: ২১.১১.২০২৫
স্থান: কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা, পিন - ৭০০০১৭, ফোন নং : ০৩৩-৬৮৫৫৭৭২৫/৬১৩/৯৮৩০০৮১৪০৫/৭৯৮০৯২০২৫৩ ওয়েবসাইট : www.idbibank.in CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেসি) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১. ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম ২. অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	জয়ন্ত কুমার গাঙ্গুলি (ঋণগ্রহীতা) এবং মৌসুমী গাঙ্গুলি (সহ ঋণগ্রহীতা) , ০৭৫২৬৭৫১০০০০৪০৩৯ এবং ০৭৫২৬৭৫১০০০০৪০৪৬	১. ০৬.০৯.২০২৫ ২. ১৯.১১.২০২৫ ৩. **১৯,৮১,২২৮.৭১ টাকা** (উনিশ লাখ একাশি হাজার দুশো আঠাশ টাকা এবং একাত্তর পয়সা) **১১.০৭.২০২৫** অনুযায়ী বকেয়া (**০৯.০৭.২০২৫** পর্যন্ত সুদ সহ) পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি পরিমাপ আনুমানিক ১৩.২৪৪ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : নীলকুণ্ঠিয়া, থানা : তমলুক, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, প্লট নং ২৪৬৮, এরিয়া ৬.৩৯২ ডেসি, প্লট নং ২৪৬৯, এরিয়া ৬.৮৫২ ডেসি., জেএল নং ৫২, রেভিনিউ মন্ডল -বিআই এবং এলআরও -তমলুক, পশ্চিমবঙ্গ, সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ অংশ জমি এবং সকলের ব্যবহারের জায়গার অধিকার সহ উক্ত ভবনে চৌহদ্দি : আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৪৬৮: উত্তরে : দাগ নং ২৪৬৭, দক্ষিণে : দাগ নং ২৪৬৯; পূর্বে : দাগ নং ২৪৬৯; পশ্চিমে : দাগ নং ২৪৬৯। আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৪৬৯ এর জন্য : উত্তরে : দাগ নং ২৪৭; দক্ষিণে : দাগ নং ২৪৭১ এবং ২৪৭৭; পূর্বে : গ্রামীণ সড়ক; পশ্চিমে : দাগ নং ২৪৬৭।
১	তনয় কুমার রক্ষিত (ঋণগ্রহীতা) এবং ডালি রক্ষিত (সহ ঋণগ্রহীতা) ০৪২০৬৭৫১০০০০৩৭৫৯	১. ৩১.০৩.২০১৮ ২. ১৯.১১.২০২৫ ৩. **১২,১৫,৮৮৬.৭৫ টাকা** (বারো লাখ পনের হাজার আটশ ছিয়াশি টাকা এবং পঁচাত্তর পয়সা) **১০.০২.২০১৮** অনুযায়ী বকেয়া (**০৯.০২.২০১৮** পর্যন্ত সুদ সহ) পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পরগনা এবং এসআরও -মেদিনীপুর, মেদিনীপুর পুরসভা, ওয়ার্ড নং পুরানো ১৬ নতুন ২০, নজরগঞ্জ, মহল্লা -হোল্ডিং নং ২৮৫/৪০৮/১ মৌজা -নজরগঞ্জ, মহল্লা মেদিনীপুর,জেএল নং ১৭৭, এলআর খতিয়ান নং ১৮২/২, দাগ নং ২৬৬ এবং ২৬৭, বর্তমান এলআর দাগ নং ৪০৫, মোট বাস্তু জমির এরিয়া ০.০২৭০ একর এবং ৮৮৫ বর্গফুট ভবনের নির্মাণ তদস্থিত ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি সড়ক সহ। উক্ত জমির চৌহদ্দি : উত্তরে শেখ মোমিনের সম্পত্তি, দক্ষিণে : গোপাল মাইতি এর সম্পত্তি, পূর্বে : ক্ষুদিরাম দাস এবং লক্ষ্মী দাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে : গনি খান এর সম্পত্তি এবং পুরসভা সড়ক।

তারিখ : ২১.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ইমেল : zo.bardhaman@bankofindia.com

দায়বদ্ধ স্বর্ণারত্ন/অলংকার/মুদ্রা সাধারণ নিলামে বিক্রির নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণগ্রহীতাগণ, তাদের আইনি উত্তরাধিকারীগণ, ব্যক্তিগণ স্বর্ণালংকার ব্যবসায়ে যুক্ত/গহনা/মুদ্রা এবং সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে ব্যাঙ্ক কর্তৃক একাধিকবার নোটিশ/এবং লিখিত তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায় দেননি।
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ তাদের স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত যাবতীয় সুদ, শুল্ক চার্জ এবং ব্যয় সহ) **১১.১২.২০২৫** তারিখের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া আদায় দিতে ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের শাখা প্রেমিসেসে দায়বদ্ধ স্বর্ণালংকার/রত্ন/মুদ্রা সমুদয় সাধারণ নিলামে **১২.১২.২০২৫ তারিখে সকাল ১০টা থেকে** বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উক্ত ঋণগ্রহীতাগণের অসুবিধা বা ক্ষতির বিষয়ে ব্যাঙ্ক কোনও দায় বহন করবে না এবং কোনও অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব ঋণগ্রহীতাদের তরফে গ্রাহ্য হবে না। যে সকল আগ্রহী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নিলামে অংশ নিতে উৎসুক তাদের **৫০০০ টাকা (পাঁচ হাজার টাকা) ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের নিকট উক্ত তারিখ/সময়ের পূর্বে** দাখিল করতে হবে বায়না জমা হিসেবে। যে সকল ব্যক্তি চূড়ান্ত ডাকে অংশ নেবেন তাদের পরবর্তী কাজের দিন ব্যাঙ্কের নিকট সম্পূর্ণ মূল্য দাখিল করতে হবে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের নিকট দাখিল করা বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে। ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট ডাকমূল্য অপর্যাপ্ত বা নিম্ন বিবেচনায় নিলাম বাতিল করার রাখে ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই। উক্ত নিলামের সূচি, তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তনের বা বাতিলের অধিকার রাখে ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই।

অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	সোনার মোট ওজন
৪২০২৭৭৬১০০০৪৬৭৪ এবং ধাত্রীগ্রাম শাখা	কৃষ্ণচন্দ্র বসাক	পিতা গণেশ বসাক, গ্রাম -ছোটো স্বরাজপুর, পো ধাত্রীগ্রাম, থানা : কালনা, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন ৭১৩৪০৫, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	২৯.২০০ গ্রাম
৪৩০৩৭৭৬১০০০২৬৬২ এবং কালারা শাখা	সমর মালিক	গ্রাম এবং পো : সোনারগড়িয়া, থানা : জামালপুর,জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	২.৭০ গ্রাম
৪২০২৭৭৬১০০০৪৫৪৫ এবং ধাত্রীগ্রাম শাখা	আবদুল হাই শেখ	পিতা আবদুল মজিদ শেখ, হাতিপোতা, নন্দাই, থানা : কালনা, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩৪০৫, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	২২.৪০০ গ্রাম
৪৩০৫৭৭৬১০০০০৯৪৭ এবং রায়ান শাখা	সুমন্ত রায়	কৃষ্ণপুর,পো : রায়ান, থানা : বর্ধমান, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১০১	২৩.৫০ গ্রাম

তারিখ : ২০.১১.২০২৫
স্থান : দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামড়া বাজার জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২০৬, ফোন : ৩৬৯৫৬ ২৪২০৬, ই-মেল আইডি : cmdurgro@centralbank.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের সংস্থান অধীন ১৩(২) ধারা তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ঋণগ্রহীতাগণের উদ্দেশ্যে নোটিশ(গুলিতে) উল্লিখিত পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নোটিশগুলি পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-এর উদ্দেশ্যে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত ২০০২ সালের আইনের ১৩(৪) ধারার সংস্থান অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্তদের নামে থাকা সম্পত্তি নিম্নোক্ত তারিখ মতে স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** নিম্নোক্ত উল্লিখিত মতে বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	এ/সি-র নাম ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং শাখার নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায় দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী আশিকুর রহমান** পিতা রবিউর রহমান, **স্বত্বাধিকারী : মেসার্স উৎসব ইন।** **সহ ঋণগ্রহীতা :** **শ্রী রবিউর রহমান,** পিতা আবদুর রহমান, **জামিনদাতা : শ্রী রফিকুর রহমান,** পিতা আবদুর রহমান। **সকলের ঠিকানা :** কাছাড়ি রোড, বল্লারি মার্কেট কমপ্লেক্স,পো এবং থানা : কাটোয়া, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১৩০। **শাখা : কাটোয়া।**	**ক) ২৯.০৮.২০২৫** **খ) ১৫.১১.২০২৫** **গ) ২৯,০১,৩২৪.৬১ টাকা** (উনত্রিশ লাখ এক হাজার তিনশ চব্বিশ টাকা এবং একষট্টি পয়সা) পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত	**সম্পত্তি : শ্রী রবিউর রহমান , ২. রফিকুর রহমান** উভয়ের পিতা প্রয়াত আবদুর রহমান। **সম্পত্তির ধরন :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক জমি এবং ভবন। **সম্পত্তির নথির ধরন :** হেবানামা দলিল নং ৩৩২৪/১৯৮৩, ৪৬৪৯/১৯৮১, ৪৬৫০/১৯৮১, ৪৬৯৬/১৯৬৭। এলআর খতিয়ান নং ২২৭ এবং ৩৩৪১, জেএল নং ২১, **সম্পত্তির ঠিকানা :** মৌজা : কাটোয়া, প্লট নং ৩৮৩/৯৭৬, ৩৮৫/৯৮১, পো এবং থানা : কাটোয়া, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১৩১৩০। শ্রেণি বাস্তু, **এরিয়া :** ০৭ শতক এবং ০৩ শতক। পাঁচতলা ভবন ১২৫০ বর্গফুট প্রতি তল। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : মোল্লা এবং অন্যান্যর ভবন, দক্ষিণে : দালাল পুকুর, পূর্বে : পুরসভা সড়ক, পশ্চিমে : দালাল পুকুর।
২.	**ঋণগ্রহীতা :** **বিজয় কুমার বিশ্বকর্মা,** পিতা শ্রী লাল বিশ্বকর্মা। **এবং সহ ঋণগ্রহীতা :** **অনিতা বিশ্বকর্মা** স্বামী বিজয় কুমার বিশ্বকর্মা, **উভয় নিবাস :** গৌর মন্দির রোড,নামপাড়া ভিলেজ রোড, পো : আসানসোল (দ.), পশ্চিম বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭১৩৩০১। **শাখা : আসানসোল।**	**ক) ২০.০৮.২০২৫** **খ) ১৭.১১.২০২৫** **গ) ১৫,৯২,১৫৯.৫৪ টাকা** (পনের লাখ বিরানব্বই হাজার একশ উনষাট টাকা এবং চুয়ান্ন পয়সা) পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত	**সম্পত্তি : বিজয় কুমার বিশ্বকর্মা,** পিতা শ্রী লাল বিশ্বকর্মা এর নামে, গৌর মন্দির রোড, নামপাড়া ভিলেজ রোড, পো : আসানসোল (দ.), পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১৩৩০১। **সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন :** স্বত্ব দলিল নং ০৮১৬৮ তারিখ ২৮.০৯.২০১৮ , একতলা ভবন জমির এরিয়া পরিমাপ আনুমানিক ১৪৩৯ বর্গফুট , আরএস এবং এলআর প্লট নং ৯৫০, আরএস খতিয়ান নং ৫০৪, এলআর খতিয়ান নং ১৩৬৫ (পূর্বতন এলআর খতিয়ান নং ১৩২৫), হোল্ডিং নং ৩২৭/নতুন। **সম্পত্তির চৌহদ্দি (অ্যাপার্টমেন্ট অনুযায়ী) :** উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া রোড, দক্ষিণে : সেনাপতি বাউড়ি এর ভবন, পূর্বে : মহাদেব পাটওয়া এর ভবন, পশ্চিমে : জানড়ু রাম পাটওয়া এর ভবন।

তারিখ - ২১.১১.২০২৫
স্থান - দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

অনাস্থা প্রস্তাবের স্বাক্ষরে 'না'

৬ মহিলা কাউন্সিলরের বাড়িতে হামলা, বোমাবাজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: রাতের অন্ধকারে ৬ মহিলা কাউন্সিলরদের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, বোমাবাজি। চলল গুলিও। বুধবার বনগাঁ পুরসভার পৌর প্রধান গোপাল শেঠের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাবে স্বাক্ষর না করা ৬ মহিলা কাউন্সিলরের বাড়িতে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতী হামলার প্রতিবাদে বনগাঁ থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ তৃণমূল কাউন্সিলরদের। খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দীপালি বিশ্বাস এবং ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শিখা ঘোষের বাড়ি পরিদর্শনে যান রাজ্যসভার সাংসদ তথা বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন মমতা বালা ঠাকুর। পরবর্তীতে বনগাঁ থানার সামনে কাউন্সিলরদের অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হন মমতা। রাতের অন্ধকারেই মহিলা কাউন্সিলরদের বাড়িতে হামলার ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। পুলিশের ভূমিকা জিরো বলে মন্তব্য করেছেন মমতা। এই ঘটনায় যারা যুক্ত তাঁদের অবিলম্বে যাতে গ্রেপ্তার করা হয়, সেই দাবি নিয়ে বনগাঁ জেলার পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করবেন বলেও জানান মমতা বালা ঠাকুর। বনগাঁ পৌরসভার ১, ২, ৮, ৯, ১১ এবং ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের বাড়িতেই হয় এই হামলা। কারো বাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়া হয়, তো কারো বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয়, কারো বাড়ির লক্ষ্য করে পরপর গুলি ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে বনগাঁ থানার পুলিশ গুলির খোল উদ্ধার করে। রাতভর দুষ্কৃতীদের এই তাণ্ডব চলায়, প্রশ্ন উঠছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। এদিন অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন বনগাঁ পৌর এলাকার সাধারণ নাগরিকেরাও। এই দুষ্কৃতী হামলায়, একাধিক কাউন্সিলর সরাসরি বনগাঁ সংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসের দিকেই আঙুল তুলছেন। তাদের দাবি, যেহেতু চেয়ারম্যান গোপাল শেঠের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাবে সই করা হয়নি, তাই এই হামলা চালানো হয়। তবে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে মমতা বালা ঠাকুর জানিয়েছেন, 'তাঁকে না জানিয়েই গোপাল শেঠকে পদত্যাগের নোটিশ পাঠিয়েছেন বিশ্বজিৎ দাস।' এই হামলা বর্বরোচিত হামলা এবং কাপুরুষের মতো কাজ বলে মন্তব্য করছেন তিনি। নাম করেই জেলা তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসকে আক্রমণ শানিয়েছেন ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শর্মিলা দাস বৈরাগী। 'বিরোধিতা করতে হলে ক্ষমতা থাকলে সামনে থেকে এসে গুলি করুক', হুঁশিয়ারি দিয়ে এমনই মন্তব্য করেছেন শর্মিলা। যদিও গোষ্ঠী কোন্দল মানতে নারাজ বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ। পাল্টা তাঁর দাবি, 'দল একটাই তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধী কোন মদতেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। পুলিশকে আমরা বলেছি সঠিক তদন্ত করতে। তাছাড়া বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠকে দলের নির্দেশ অনুযায়ী ইস্তফা দিতে বলা হয়েছিল। তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে অনৈতিকভাবে এক কাউন্সিলরকে দায়িত্ব দিয়েছেন। এটা পৌর আইন বিরোধী। তাই বেশ কিছু কাউন্সিলররা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন। সেখানে কয়েকজন কাউন্সিলর সই করেননি। ঘটনাক্রমে যারা সই করেননি তাঁদের বাড়িতেই এই ঘটনা ঘটল। এটা কিছুটা সন্দেহজনক।' শাসকের এই কোন্দলকে হাতিয়ার করে পাল্টা হুঁশিয়ারি বিজেপির। 'বনগাঁ শান্ত রেখেছে বিজেপি। যদি তৃণমূল এই ধরনের ঘটনায় নতুন করে সন্ত্রাসের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তাহলে বিজেপি সাধারণ মানুষের স্বার্থে নতুন করে ময়দানে নামবে' এমনটাই দাবি বনগাঁ বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া এবং দেবদাস মণ্ডলের। তিনি আরো প্রশ্ন তুললেন বিশ্বজিৎ দাসের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে। গোটা ঘটনা বনগাঁ থানার পুলিশ তদন্ত করলেও এখনো পর্যন্ত কোনও অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার বা আটক করতে পারেনি।

চেকপোস্টে উসকানিমূলক মন্তব্য!

গ্রামবাসীদের সঙ্গে গন্ডগোলে জড়ালেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: হাকিমপুর চেকপোস্টে বাংলাদেশিদের উস্কানিমূলক মন্তব্য, সাম্প্রদায়িক বক্তব্য ঘিরে গন্ডগোল মারধর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার হাকিমপুর চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায়। অভিযোগ, সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কিছু সদস্যরা সেখানে বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ভারত ছাড়ো এই রিফলেট বিলি ও প্রচার করতে যায়। এছাড়াও সেখানে তাঁরা ব্যানার টাঙিয়ে বিক্ষোভের প্রস্তুতি শুরু করে। সেই সময় স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিবাদ জানান। এই নিয়ে স্থানীয় মানুষদের ক্ষোভের মুখে পড়েন তাঁরা। দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেড়ে যায়। সাংবাদিকরা ছবি তুলতে গেলে তাঁরাও আক্রান্ত হন। বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্যের স্বামী তথা তৃণমূল নেতা হুমায়ুন বলেন, 'বৃহস্পতিবার হঠাৎই একদল উগ্র হিন্দুবাদী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য এখানে এসে উস্কানিমূলক মন্তব্য করলে স্থানীয় বাসিন্দারা সহ্য করতে না পেরে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু-সহ একাধিক জায়গা থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিরা সীমান্তে জড়ো হচ্ছেন। সে কথা না বলে শুধু স্লোগান দিচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় বাংলাদেশি, রহিঙ্গা রয়েছে। তাদের চিহ্নিত করতে হবে। বারবার পশ্চিমবঙ্গের কথা বলছে। স্বাভাবিকভাবেই এলাকার মানুষ বিষয়টি মেনে নিতে পারিনি ফলে প্রতিবাদ করতে দুপক্ষের মধ্যে গন্ডগোল শুরু হয়।' বসিরহাট বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা সৌর্য্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে ওখানে গিয়ে একটি প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন নিয়ে একটি বিক্ষোভের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। যাতে বাংলা থেকে সব বাংলাদেশি ও রহিঙ্গাদের শণাক্ত করে তাঁদের দেশে পাঠানো যায়। সেই সঙ্গে বাংলাদেশিদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছিল, তাদের সুবিধা অসুবিধা জানার চেষ্টা হচ্ছিল, সেই সময় এসে অতর্কিত হামলা চালায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। এমনকি সাংবাদিকরাও ছাড় পাননি।'

কোন্নগরে কাজের মাঝেই সেরিব্রাল অ্যাটাক বিএলও-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কাজের মাঝেই সেরিব্রাল অ্যাটাক বিএলও-র। অত্যাধিক কাজের চাপের অভিযোগ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। বুধবার পৌনে এগারোটা নাগাদ এসআইআর-এর ফর্ম বিলি করতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন বিএলও তপতী বিশ্বাস। হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসক জানান, সেরিব্রালে অ্যাটাক হয়েছে তাঁর। শরীরের বাম দিক নিঃসাড়। আপাতত কোন্নগর পৌরসভা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি।

উত্তরপাড়া বিধানসভার ২৭৯ নম্বর বুথ কোন্নগর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে বিএলও কোন্নগর নবগ্রামের বাসিন্দা বছর যাটের তপতী বিশ্বাস। তিনি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। তাঁর স্বামী প্রবীর বিশ্বাসের অভিযোগ, এসআইআর-এর ফর্ম বিলি আবার ফেরত নেওয়া, কিউআর কোড স্ক্যান করে অনলাইনে আপলোড করতে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছেন তপতী। কাজের চাপে প্রায় সারা রাত ঘুমাতে পারছেন না তিনি। ঘন ঘন ফোন আসছে, ফর্ম জমা করার জন্য।

তপতীর স্বামীর অভিযোগ, 'ওই বুথে এক হাজার ষোলো জনের এনুমারেশান ফর্ম বিলি করা হয়েছে। এখনও ৪৫ জনের বাকি। ওর শরীর খারাপ ছিল, তাই বলেছিলাম বিএলও না করতে। না করলে বলল চাকরি থাকবে না। মানসিক চাপ নিয়েও কাজ করছিল।' তপতীর এক মেয়ে আছেন। স্বামী একটি স্বল্প বেতনের চাকরি করেন। প্রবীর বাবু শ্রীরামপুর হেস্টিংস জুটমিলের শ্রমিক ছিলেন। বর্তমানে অবসর নিয়েছেন। তাই স্ত্রীর চাকরিই ভরসা। তপতীর দেওর বাবুলাল বিশ্বাস বলেন, 'এত নেটের সমস্যা স্ক্যান করতে পারছে না ফর্ম। আর তা না হলেই টেনশনে পড়ে যাচ্ছেন। সম্পূর্ণ টেনশন থেকে সেরিব্রাল হয়েছে।' হাসপাতালের চিকিৎসক সঞ্জয় শী বলেন, 'হাই সুগার এবং হাই ব্লাড প্রেসারের কারণে সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছে। আমরা সিটি স্ক্যান করে দেখেছি। তবে ওনার জ্ঞান আছে। এখন অবজারভেশনে রাখা হয়েছে। নিয়মিত চিকিৎসার মধ্যে ছিলেন না ওষুধও খেতেন না সেই কারণে সুগার এবং প্রেসার নিয়ন্ত্রণে ছিল না।'

এসআইআর-এর বরদান!

পুরুলিয়ার গোবরান্দার বিএলও পেলেন নিখোঁজ দাদার সন্ধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: অনলাইন থেকে বিএলও-র মোবাইল নম্বর পেয়ে সুদূর কলকাতার দমদম থেকে এক যুবক পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের মঙ্গলদা মৌতড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গোবরান্দা গ্রামের ৭২ নম্বর বুথের বিএলও প্রদীপ চক্রবর্তীকে ফোন করে 'স্যার' সম্বধোন করে কিছু তথ্য জানতে চান। ফোনের এপার থেকে গোবরান্দা গ্রামের বাসিন্দা তথা শিক্ষক বিএলও প্রদীপ চক্রবর্তী ওই যুবকের কাছ থেকে জানতে চান তাঁর বাবার নাম কি ও তার ২০০২ সালে ভোটার লিস্টে নাম ছিল কিনা। তখনই ওই যুবক তাঁর বাবার নাম বিবেক চক্রবর্তী বলতেই বিএলও-র প্রদীপ চক্রবর্তী ওই যুবককে জানান, তিনি স্যার নন, তিনি তাঁর নিজের কাকা। এরপরই পুরো পরিচয় পেয়ে যেতেই আনন্দে আবেগ ঘন মুহূর্তে চোখের জল ধরে রাখতে পারে নি কেউ। ফোনে দুই ভাই-এর মধ্যে কথা হয় দীর্ঘক্ষণ ধরে। দীর্ঘ ৩৭বছর পর এইআইআর-এর জন্য পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলন হল নিখোঁজ বিবেক চক্রবর্তীর।

রাজ্যজুড়ে চলছে এইআইআর প্রক্রিয়া। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেককেই রাজ্য থেকে পালাতে দেখা গেছে। কিন্তু পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের গোবরান্দা গ্রামে দেখা গেল এক ভিন্ন ঘটনা। এসআইআর এর জন্য গোবরান্দা গ্রামের বাসিন্দা তথা বাড়ির বড় ছেলে বিবেক চক্রবর্তী ফিরে পেলেন তাঁর পরিবার। গোবরান্দা গ্রামের বাসিন্দা তথা শিক্ষক বিএলও বিবেক চক্রবর্তী জানান, গ্রামের ৭২ নম্বর বুথের বিএলও-র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তা অনলাইনের মাধ্যমে সকলেই বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখতে পাচ্ছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার দমদম থেকে এক যুবক তার মোবাইলে ফোন করে এইআইআর-এর ফর্ম ফিলাপ করার জন্য তথ্য চায়। বিএলও জানান, 'আমি ওই যুবকের কাছ থেকে তার বাবার নাম-সহ বিভিন্ন তথ্য জানতে চাই। তারপরই পরিস্কার হয় সব। দীর্ঘ দিন ধরে নিখোঁজ থাকা দাদার সন্ধান পাই। আর ওই যুবক আমার ভাইপো। এরপর দীর্ঘক্ষণ কথা হয় দাদার সঙ্গে। দাদাও আমাদের সবারই খোঁজ খবর নেয়। আগামী ২৬ নভেম্বর দীর্ঘ ৩৭ বছর পর দাদা স্বপরিবারে তাঁর জন্মস্থান গোবরান্দা গ্রামের বাড়িতে আসবেন বলে জানান। এইভাবে দাদাকে খুঁজে পাব, কল্পনাও করতে পারি নি। তবে সবটাই হয়েছে এইআইআর হওয়ার জন্য।' দাদাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানান প্রদীপ বাবু। তিনি বলেন, আজ সে নিজে বিএলও র দায়িত্ব পাওয়ার জন্য এটা সম্ভব হয়েছে।

পানীয় জলের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: পানীয় জলের দাবিতে কারখানার গেটের সামনে শ্রমিক পরিবারের মহিলাদের বিক্ষোভ। রাজ্য সরকারের অধীনস্থ সংস্থা দুর্গাপুর ক্যামিকেলস কারখানা ২০১৯ সালে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কারখানার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রায় ২০০ জন অস্থায়ী শ্রমিক কাজ করে চলেছেন আজও। টানা ছ'মাস ধরে জল যন্ত্রণায় জেরবার এই অস্থায়ী শ্রমিকদের পরিবার পরিজন। ২২ দিন হল পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হয়েছে। বারবার বলার পর কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত না করাতে বৃহস্পতিবার মহিলারা চলে আসেন কারখানার গেটের সামনে। শুরু করেন বিক্ষোভ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কোকওভেন থানার পুলিশ। যতক্ষণ দাবি না মিটছে, ততক্ষণ আন্দোলন জারি রাখার হুঁশিয়ারী দেন শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা। জলের জন্য টাকা নেওয়ার পরও কেন জল দিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ? এই প্রশ্ন তুলে সরব হন আন্দোলনকারীরা। শেষে ঘণ্টাখানেক আন্দোলন চলার পর পুলিশের মধ্যস্থতায় শেষে কর্তৃপক্ষ কথা দেয় খুব তাড়াতাড়ি সমস্যা মিটবে।

কার্তিক প্রতিমার বিসর্জনের শোভাযাত্রায় ড্রোনে নজরদারি

নিজস্ব প্রতিদেন, হুগলি: বাঁশবেড়িয়ায় বিখ্যাত কার্তিক পুজোর বিসর্জনের শোভাযাত্রা বৃহস্পতিবার সন্ধে থেকে শুরু হয়েছে। এই শোভাযাত্রায় আকর্ষণ আলোকসজ্জা। এই শোভাযাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে বুধবার থেকে চলে সারি সারি ট্রাকের সাজানোর প্রস্তুতি গেটের আলোর খেলা এছাড়া ওভারহেড তারের সরানোর প্রস্তুতি চলছিল। এই বিসর্জনের শোভাযাত্রায় এবার নিরাপত্তা স্বার্থে প্রচুর পুলিশ থাকছে রাস্তায় দুই ধার দিয়ে দর্শনার্থীরা দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রা দেখছেন অনেক রকম থিম। এই শোভাযাত্রায় নানারকম আলোর জাদু দর্শকরা মোহিত হয়ে যাচ্ছেন বাঁশবেড়িয়া চুঁচুড়া কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজোর সহ-সভাপতি তথা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শিল্পী চ্যাটার্জি জানান, এই কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে ৮৫টি পুজো রয়েছে। তার মধ্যে ৪৫টি পুজো প্রতিমা এবার শোভাযাত্রা অংশ নিচ্ছে। পুরসভার পক্ষ থেকে ১০০ সিসি ক্যামেরা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। থাকছে পানীয় জল জৈব শৌচাগার। গঙ্গার ঘাটগুলি পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত গঙ্গার ঘাটে চলবে বিসর্জনের পালা। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র জানিয়েছেন, কার্তিক প্রতিমার বিসর্জনের শোভাযাত্রা বাঁশবেড়িয়া ত্রিকোণ পার্ক থেকে শুরু হয় ঈশ্বর গুপ্ত সেতুর তলা দিয়ে গিয়ে আবার পূজা মণ্ডপে ফিরে আসবে নিরাপত্তা স্বার্থে থাকবে ড্রোনের নজরদারি। এই সময় কিছু রাস্তা বন্ধ থাকবে পুলিশের বেশ কিছু নজরদারি কেন্দ্র থাকবে বেশ কিছু রাস্তার 'নো এন্ট্রি' থাকছে ডিজে ও মাইক উচ্চস্বরে বাজলে পুলিশ আইনের ব্যবস্থা নেবে।

অন্ডালের বিমানবন্দরকে অ্যাম্বুল্যান্স দান সাংসদ শত্রুঘ্নর

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: অন্ডালের কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরকে অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স দিলেন তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। এই বিমানবন্দরে প্রতিদিন বহু বিমান যাত্রীর আসা-যাওয়া। সেই জন্য বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহার কাছে দাবি করেছিলেন একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অ্যাম্বুল্যান্সের। সেই দাবির কথা মাথায় রেখে সাংসদ তহবিল থেকে ২১ লক্ষ টাকা ব্যয় করে একটি অ্যাম্বুল্যান্স দেন সাংসদ। বৃহস্পতিবার দুপুরে অন্ডালের কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরের সেই অ্যাম্বুল্যান্সটি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন সাংসদের পাশাপাশি পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক পন্নামবলাম এস-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, 'যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে ২১ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই অ্যাম্বুল্যান্সটি তুলে দেওয়া হলবিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের হাতে। আমরা প্রত্যেক মুহূর্তে মানুষের সাথে মানুষের পাশে আছি।'

এসআইআর-এর কারণে ভাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আতঙ্কে বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: এসআইআর-এর কারণে বৃদ্ধ ভাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন ৮৫ বছরের বৃদ্ধা সূর্য কুমারী দেবনাথ। জানা গিয়েছে, তাঁর ভোটার কার্ড তৈরি হয় ১৯৯৫ সালে। তার আগে থেকেই তিনি ভোট দিয়ে আসছেন। ১৫-২০ বছর ধরে শ্যামগঞ্জ পাড়াতেই বসবাস করছেন তিনি। তিনি শ্যামগঞ্জ পাড়ার ভোটার। বৃদ্ধার ছেলেমেয়েরা কেউ তাঁকে দেখে না। তিনি কোনওরকমে একটি ঘর ভাড়া করে থাকেন। সূর্য কুমারী দেবনাথের পরিবারের সবার নাম আছে ২০০২ এর ভোটার তালিকায়। শুধু একমাত্র তাঁর নাম নেই। তাই তিনি এসআইআর-এর আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন, তার এখন একমাত্র সম্বল বলতে বৃদ্ধভাতা। এসআইআর ফর্ম ফিলাপ করতে পারেননি বলে এখন তিনি ভয় পাচ্ছেন। তাঁর আশঙ্কা, কোনভাবে যদি তাঁর বৃদ্ধ ভাতাটা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তিনি অথৈ জলে পড়বেন। ১০০০ টাকা বৃদ্ধ ভাতা দিয়ে তিনি বাড়িভাড়া মেটান এবং খাওয়া দাওয়া করেন। আতঙ্কে খাওয়া দাওয়া এক প্রকার বন্ধ করে দিয়েছেন বললেই চলে। রাতের ঘুমও কেড়ে নিয়েছে এসআইআর আতঙ্ক। বৃদ্ধার মনে একটি ভয় কাজ করছে। যদি তাঁকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয় সরকার। দুঃশ্চিন্তায় অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। কালনা পৌরসভার উপ পৌরপতি তপন পোড়েল জানান, 'পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার মানুষ এছাড়া আতঙ্কে রয়েছেন। তাই কোনো চিন্তা করার কারণ নেই, কোনো অসুবিধা হবে না। আমরা বৃদ্ধার পাশে আছি।'

বিজেপি কর্মীরা ভোট চাইতে গেলে ঝাঁটা মেরে বিদায়ের নিদান তৃণমূলের যুব সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'বিজেপি নেতারা ভোট চাইতে গেলে তাঁদের জিজ্ঞাসা করুন বাংলার আবাস, একশো দিনের কাজের টাকা ও রেশনের খাদ্য কোথায় গেলো? উত্তর না পেলে মায়েরা বিজেপি নেতাদের ঝাঁটা মেরে বিদায় করবেন।' বাঁকুড়ার কোতুলপুরের নেতাজি মোড়ে ফের দলীয় কর্মীদের এমন নিদান দিলেন তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার যুব সভাপতি দেবনাথ বাউড়ি। তৃণমূল যুব সভাপতির এমন মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করে বিজেপির পাল্টা কটাক্ষ, ২০২৬ সালের নির্বাচনে এই মা বোনেরাই তৃনমূলের নেতাদের ঝাঁটা মেরে বিদায় করবে। বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে বিভিন্ন মঞ্চ থেকে ক্রমশই একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণ তীব্র করছে রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দল। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার ৬টি আসনের ৬টিতেই জয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মরিয়া তৃণমূল। একইভাবে ২০২১-এ ওই ৬টি আসনের মধ্যে ৫টিতে জয় ধরে রাখা বিজেপির কাছেও বড় চ্যালেঞ্জের। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনের বেশ কিছুটা আগে থেকেই শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে শুরু হয়েছে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ। এবার তারই পরম্পরা বজায় রাখলেন তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার যুব সভাপতি দেবনাথ বাউড়ি। গতকাল সন্ধ্যায় এসআইআর-এর প্রতিবাদে বাঁকুড়ার কোতুলপুরে মিছিল ও সভা করে তৃণমূল। সেই সভা থেকে তৃণমূলের যুব সভাপতি দেবনাথ বাউড়ি প্রকাশ্যেই দলের মহিলা কর্মীদের নিদান দেন বিজেপি নেতারা ভোট চাইতে গেলে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে এই রাজ্যের প্রতি বঞ্চনা নিয়ে প্রশ্ন করুন। উত্তর না পেলে শক্ত করে ঝাঁটা বেঁধে রাখুন। ঝাঁটা মেরে তাঁদের বিদায় করুন। তৃণমূল যুব সভাপতির এই বক্তব্য সামনে আসতেই পালটা কটাক্ষ বিজেপির গলায়। বিজেপির কটাক্ষ তাঁদের দুর্নীতির কারণেই যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে টাকা বন্ধ হয়েছে তা ওই তৃণমূল নেতা মঞ্চে বলেননি। আগামী ২০২৬-এর নির্বাচনের পর এই মা-বোনেরাই তৃণমূল নেতাদের ঝাঁটা মেরে বিদায় করবে।

দুর্গাপুরে আন্তর্জাতিক মাস্টার্স গেমস-২৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে প্রথমবার আয়োজিত হতে চলেছে আন্তর্জাতিক স্তরের এক বিশাল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, 'মাস্টার্স' গেমস ২০২৫'। সেই নিয়ে দুর্গাপুরের ভগৎ সিং ক্রীড়াঙ্গণে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। মাস্টার্স গেমস অ্যাসোসিয়েশন বেঙ্গল-এর উদ্যোগে এবং দ্য কালচার অ্যান্ড স্পোর্টস অ্যাকাডেমি, দুর্গাপুরের আয়োজনে আগামী ২১ থেকে ২৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে সপ্তম আন্তর্জাতিক আমন্ত্রণমূলক এই ক্রীড়া উৎসব। এই প্রতিযোগিতার সহযোগী সংস্থা হিসেবে রয়েছে এসসি-এসটি-ওবিসি ফোরাম অফ ইন্ডিয়া আর পুরো অনুষ্ঠানটিকে শক্তি জোগাচ্ছে পিএসপি গ্রুপ। আয়োজক সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনদিনের এই মেগা ইভেন্টে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞ ক্রীড়াবিদরা অংশগ্রহণ করবেন। টুর্নামেন্টের মূল লক্ষ্য স্পোর্টসম্যানশিপ, ঐক্য এবং ক্রীড়ার প্রতি অদম্য আবেগকে উদযাপন করা। প্রথমবারের মতো দুর্গাপুরে হতে চলা এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ভেন্যু হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

আমতলায় এসআইআর-এর ফর্ম পূরণের সহায়তা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতলা: বিগত ২০ দিন ধরে সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ-সহ ১২টা রাজ্যে এসআইআর অর্থাৎ বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হয়েছে। এই অবস্থায়, বুধবার সকাল আটটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত আমতলা নাগরিক কল্যাণ মঞ্চ ও আমতলা ফুটবল ক্লাবের সহযোগিতায় আমতলায় চলল বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধণের ফর্ম পূরণের সহায়তা শিবির। এই শিবিরে আশেপাশের বহু মানুষ তাদের এই ফর্ম পূরণের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য আসেন। পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবক রাও যতটা সম্ভব সমাধান করে দেওয়া যায় সেটা করে দেন। প্রত্যেক ভোটারই তাদের এই স্বেচ্ছায় সহায়তা শিবিরের প্রশংসা করেন। শিবিরে উপস্থিত শাহানারা বেগম নামে এক ভোটার বলেন, 'এই শিবিরের উপস্থিত সকলেই খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে ফর্ম পূরণে সহযোগিতা করেছেন।' এই প্রসঙ্গে শিবিরে উপস্থিত স্বেচ্ছাসেবক নিশ্চিন্ত দাস বলেন, 'আমরা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিকভাবে দুই প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে এই শিবিরের আয়োজন করেছি। এই শিবিরে আমরা সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা পেয়েছি এই জন্য সকল মানুষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।'

তৃণমূলের ক্যাম্প থেকে বিএলও'র ফর্ম বিলি-বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: তৃণমূলের বাংলার ভোট রক্ষা শিবিরে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের পাশে বসিয়ে এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্ম সংগ্রহ ও ফিলাপ করার অভিযোগ উঠেছে বিএলও'র বিরুদ্ধে। জানা গেছে, খড়ার পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বিএলও বর্ণালী দাস। বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই ওয়ার্ডের উদয়গঞ্জ এলাকায় তৃণমূলের ভোট রক্ষা শিবিরে পৌর এলাকার তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে নিয়ে ফর্ম ফিলাপ ও বিলি করছিলেন। বিজেপি কর্মীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে সেখানে তড়িঘড়ি পৌঁছে যান ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট। বিধায়কের কাছে বিএলও'র সাফাই, তৃণমূলের ক্যাম্প থেকে এই কাজ করা যাবে না বলে তাঁর জানা ছিল না। পরবর্তীতে আর এমন হবে না। বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক।

সোনামুখী ব্লকের একাধিক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নেই খাবার

সমস্যায় প্রসূতি মা ও শিশুরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: সোনামুখী ব্লকের রাধামোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি আইসিডিএস কেন্দ্রে বন্ধ রয়েছে রান্নার কাজ। চরম সমস্যায় প্রসূতি মা ও শিশুরা। রাধামোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৩ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে প্রায় ৮ থেকে ১০ দিন খাবার বন্ধ রয়েছে এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের। অন্যদিকে ঢাকা কলোনী ও রায়পাড়া এলাকায় অর্থাৎ ৮৩ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং ৯১ নম্বর আইসিডিএস কেন্দ্রে গত দু'দিন ধরে খাবার প্রদান বন্ধ রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে প্রস্তুতি মা ও শিশুদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া। ৯১ নম্বর আইসিডিএস কেন্দ্রের কর্মীর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'উপর থেকে খাবার না-আসায় তিনি খাবার পরিবেশন করতে পারেননি।' তবে সমগ্র বিষয় নিয়ে সোনামুখী ব্লকের বিডিওর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি আমার নজরে এসেছে। তড়িঘড়ি বিষয় নিয়ে সিডিপিও'র কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে। ডিস্ট্রিবিউশন বিষয় নিয়ে একটু সমস্যা হয়েছে তাই খাবার দেওয়া যায়নি। তবে দু'একদিনের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান হবে।' সোনামুখী ব্লকের বিডিও নিলাৎপল চক্রবর্তী বলেন, 'এবিষয়ে আমাদের কাছে খবর ছিল না। আমরা যথারীতি খবর নিয়ে দেখছি যত দ্রুত এই খাবার পরিষেবা চালু করা যায়।'

আরবিআই কর্তা সেজে সাত কোটি লুঠ

বেঙ্গালুরু, ২০ নভেম্বর: বেঙ্গালুরুতে প্রকাশ্য দিবালোকে সাত কোটি টাকা লুট করল ভুয়ো আরবিআই কর্তারা। এটিএমের ক্যাশ ভ্যানের পথ আটকে মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে ডাকাতি চালায় গ্যাংটি। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। যদিও এখনও পর্যন্ত খোঁজ মেলেনি ভুয়ো আরবিআই কর্তাদের।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, দুষ্কৃতীদের গাড়িতে সরকারি লোগো ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, প্রতারকরা গাড়িতে ভুয়ো নম্বর প্লেট লাগিয়েছিল। জালিয়াত চক্রকে ধরতে পুলিশের আটটি দল বিভিন্ন দিকে তল্লাশি চালাচ্ছে। ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

একাধিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ ক্যাশ ভ্যানটিকে দক্ষিণ বেঙ্গালুরুর এক উড়ালপুলের উপর আটকায় জালিয়াতদের দু'টি গাড়ি। ওই ক্যাশ ভ্যানে তিনটি ব্যাঙ্কের নগদ ছিল বলে জানা গিয়েছে। টাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এটিএমে। তখনই 'আরবিআই কর্তা'পরিচয় দিয়ে অপারেশন চালায় দুষ্কৃতীরা। অভিযুক্তরা ক্যাশ ভ্যানের কর্মীদের ধমকে বলে আরবিআইয়ের নির্দেশিকা লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে তাঁদের সংস্থার বিরুদ্ধে। তাঁদের থানায় নিয়ে যাওয়া হবে বলেও জানানো হয়। এরপরেই ক্যাশ ভ্যান থেকে নামানো হয় তিন কর্মীকে। তাঁদের অন্য গাড়িতে তোলে প্রতারকরা। সঙ্গে ছিল দুই দুষ্কৃতী। একটি মারুতিতে ওঠে দলের আরও কয়েক জন। ক্যাশ ভ্যানে ওঠে দু'জন। অভিযোগ, কয়েক কিলোমিটার যাওয়ার পর দুষ্কৃতীদের দু'টি গাড়ি দু'দিকে চলে যায়। মারুতির পিছন নেয় ক্যাশ ভ্যানটি। এক ক্যাশ ভ্যান থেকে তিন কর্মীকে নামিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। তাঁদের স্থানীয় থানায় পৌঁছে যেতে বলা হয়।

এরপরেই স্বমূর্তি ধারণ করে দুষ্কৃতীরা। বন্দুক উঁচিয়ে রাস্তার মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হয় ক্যাশ ভ্যানের চালককে। বন্দুক দেখিয়ে চালককে নির্দেশ দেওয়া হয় ভ্যানে থাকা ক্যাশবাক্সগুলিকে মারুতি এবং অন্য গাড়িতে তুলে দেওয়ার জন্য। তার পরে চালককে রাস্তার মাঝে ফেলে টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। যদিও ক্যাশ ভ্যানের তিন কর্মী প্রতারণা বুঝতে পারেননি। তাঁরা নির্দেশ মতো সিদ্দাপুরা থানায় গিয়ে 'আরবিআই কর্তাদের' জন্য অপেক্ষা করেন। যদিও কয়েক ঘণ্টা পর প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পারেন তাঁরা। এরপরই গোটা বিষয়টি পুলিশকে জানান।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

এসইউ-৫৭ যুদ্ধবিমান ভারতকে দিতে চাইছে 'বন্ধু' রাশিয়া

মস্কো, ২০ নভেম্বর: সব ঠিক থাকলে আগামী ডিসেম্বরে ভারতে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তার আগে পুরনো বন্ধু দিল্লিকে বড়সড় সামরিক চুক্তির প্রস্তাব দিল মস্কো। এর মধ্যে রয়েছে ভারতের বিমান বাহিনীর শক্তি বাড়াতে এসইউ-৫৭ যুদ্ধবিমান সংক্রান্ত চুক্তির প্রস্তাব। অত্যাধুনিক এই প্রযুক্তিও দিল্লিকে 'উপহার' দিতে আগ্রহী রাশিয়া। বিশ্লেষকদের দাবি, রাশিয়ার প্রস্তাব মানলে আকাশপথে পশ্চিমের দেশগুলির সমান্তরাল শক্তি অর্জন করবে ভারত।

বিশ্লেষকদের বক্তব্য, অন্য কোনও দেশ ভারতকে তাদের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে এই স্তরের প্রবেশাধিকার দেয়নি। যদি ভারত এই প্রস্তাব গ্রহণ করে, তবে তারা এমন সক্ষমতা অর্জন করবে, যা পশ্চিম বিশ্বের দেশগুলির সমান্তরাল। উল্লেখ্য, এর আগে পশ্চিমের একাধিক দেশকে প্রস্তাব করা হলেও তারা স্টিলথ ফাইটার জেটের উন্নত প্রযুক্তি ভারতের সঙ্গে ভাগ করতে চায়নি।

রাশিয়ার সরকারি মালিকানাধীন প্রতিরক্ষা সংস্থা রোস্টেকের সিইও সের্গেই সেমাজোভ জানিয়েছেন, প্রাথমিক প্রস্তাবে রাশিয়ায় উৎপাদিত এসইউ-৫৭ দিল্লিকে বিক্রির কথা বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে রুশ প্রযুক্তির সাহায্যে ভারতেই উৎপাদিক হবে এই অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান। এখানেই শেষ নয়, সূত্রের খবর, একক ইঞ্জিনের 'স্টিলথ' (র‍্যাডারে দেখা যায় না) যুদ্ধবিমান এসইউ-৭৫ চেকমেট নিয়েও চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে ভারতকে।

এদিকে শুল্ক-সংঘাতের আবহে আমেরিকা থেকে ট্যাঙ্কবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র 'জ্যাভলিন' কিনতে চলেছে ভারত। এই বিষয়ে বুধবার সিলমোহর দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। দু'টি আলাদা বিবৃতিতে ট্রাম্পের দেশের ডিফেন্স সিকিউরিটি কর্পোরেশন এজেন্সি (ডিএসসিএ) জানিয়েছে, ৯২.৮ মিলিয়ান ডলারের (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮২৫ কোটি টাকা) ভারত-মার্কিন অস্ত্র-চুক্তি বাস্তবায়ন হতে চলেছে।

অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ নয়, বার্তা বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর: দিল্লিতে কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভ (সিএসসি) থেকে পারস্পরিক সহায়তা এবং আঞ্চলিক শান্তিরক্ষার বার্তা দিলেন বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের আমন্ত্রণে তিনি দিল্লিতে এসেছেন। বৃহস্পতিবার যোগ দিয়েছিলেন সিএসসি-তে। পারস্পরিক সহযোগিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না-করার কথাও বলেছেন তিনি। সিএসসি-তে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের সপ্তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার। ডোভালও সেখানে ছিলেন। আলোচনার বিষয় ছিল ভারত মহাসাগর এবং তার নিরাপত্তা ও শান্তিরক্ষার প্রতি পারিপার্শ্বিক দেশগুলির অবদান। খলিলুর বলেন, 'বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় রাষ্ট্র হিসাবে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের স্থিতিশীলতা, সমৃদ্ধি আমাদের পারস্পরিক স্বার্থের বিষয়। স্বাধীন, উন্মুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং শান্তিপূর্ণ ভারত মহাসাগর নিশ্চিত করতে হবে।

একদিন ময়দান

ভারত হারাল বাংলাদেশকে

মিরপুর, ২০ নভেম্বর: বুধবার মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে ভারত বাংলাদেশকে ৪৩-১৮ পয়েন্টের ব্যবধানে হারিয়েছে। থাইল্যান্ডকে বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে মহিলা কাবাডি বিশ্বকাপের মিশন শুরু করে ভারত। তাদেরকে ৬৫-২০ পয়েন্টে হারায় ভারতীয় মেয়েরা। এবার স্বাগতিকদের বড় ব্যবধানে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিল ভারত। ভারতের বিপক্ষে শুরু থেকেই চাপে ছিল বাংলাদেশ। ১০ মিনিটের মধ্যে ভারতের মেয়েরা ব্যবধান করে ফেলে ১৬-৬ পয়েন্টে। এরপর বাংলাদেশ কিছুটা প্রতিরোধ গড়লেও ২৯-৮ পয়েন্টে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় ভারতের মেয়েরা। দ্বিতীয়ার্ধেও ভারতের সঙ্গে লড়াই করতে পারেনি বাংলাদেশ। এ অর্ধে ভারত তুলে নেয় ২৪ পয়েন্ট, বাংলাদেশ সেখানে তুলতে পারে মাত্র ১০ পয়েন্ট। বাংলাদেশকে বড় ব্যবধানে হারানোর পর ভারত অধিনায়ক ঋতু নেগি বলেছেন, 'ঢাকা থেকে ট্রফি নিয়ে দেশে ফেরার ব্যাপারে আমি আশাবাদী।'

মহিলা কবাডি বিশ্বকাপ

বিসিসিআই-এর কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ায় রঘুরাম ভাটকে সংবর্ধনা

শম্ভুনাথ ভৌমিক

বিসিসিআই-এর কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ায় রঘুরাম ভাটকে সংবর্ধনা জানাল হার্ভার্ড হাউস স্পোর্টস। এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রঘুরাম ভাট,কে সংবর্ধনা জানান তারা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়াসংগঠক তথা হার্ভার্ড হাউস স্পোর্টস-এর প্রাণপুরুষ ডক্টর মঈন বিন মাকসুদ , ও রাবিয়া মঈন। এদিন মঈন বিন মাকসুদ জানান রঘুরাম ভাটের সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের পারিবারিক সম্পর্ক। রঘুরাম ভাট যেভাবে ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির জন্য নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন তার জন্য তাকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন তারা। হার্ভার্ড হাউস-এর পক্ষ থেকে এই সম্মান পেয়ে উচ্ছসিত রঘুরাম ভাট ,ধন্যবাদ জানালেন ডক্টর মঈন বিন মাকসুদ ও রাবিয়া মঈন কে । তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন যে তিনি তয়ে সব প্রতিষ্ঠান সত্যিই ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করছে, তাঁদের পাশে সর্বদা থাকবেন ।দ তাঁর এই প্রতিশ্রুতি ও দিকনির্দেশনা একাডেমির জন্য বিশেষ প্রেরণার যোগাবে। এদিনের অনুষ্ঠানে ডক্টর মঈন বিন মাকসুদ ও রাবিয়া মঈন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নবনিযুক্ত ডিরেক্টর অফ কোচিং নিলেশ চক্রবর্তী , তিনিও রঘুরাম ভাট,কে তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্বের জন্য অভিনন্দন জানান।

ABRIDGED NOTICE
NOTICE INVITING QUOTATION NO. 05 OF SDO/ T.B. SUB DIVISION OF 2025-26.
Sealed Quotationers are hereby invited by the undersigned from resourceful, Bonafide eligible bidders **for 1 (one) number of work. Last date & time of receiving application for the purpose of purchase of N.I.Q form is on 02.12.2025 up to 16.00 hrs.** kindly note that details may be seen at the office of the undersigned on any working day up to 16.00 hrs.
Sd/-
Sub-Divisional Officer
Tilpara Barrage Sub-Division
Suri, Birbhum

TENDER NOTICE
E-Tender are invited by the Prodhan Bhabta-II Gram Panchayat, Murshidabad vide tender NIT No:- 06/ BH-II/ APAS/ 25-26, Memo No :- 212/ BH-II/ 25-26, dt:- 10.11.25. Bid Opening dt 06.12.25 at 11.00 Hours. For more details please visit https: //wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan Bhabta-II Gram Panchayat, Murshidabad

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/APAS-05 OF 2025-26
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 75 nos. various work under Basirhat Municipality Amader Para Amader Samadhan Project. e-Tender Start Date: **21.11.2025 at 9.00 am.** Closing Date: **22.12.2025 at 9:00 a.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in & www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2188, Dt. 14/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-95/25-26/SL-1,** Last Date of Bid Submission **13/12/2025 at 11.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2189, Dt. 14/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-96/25-26/SL-1 to 5,** Last Date of Bid Submission **15/12/2025 at 11.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2190, Dt. 14/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-97/25-26/SL-1 to 2,** Last Date of Bid Submission **16/12/2025 at 11.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2191, Dt. 14/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-98/25-26/SL-1 to 2,** Last Date of Bid Submission **16/12/2025 at 11.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2192, Dt. 14/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-99/25-26/SL-1 to 2,** Last Date of Bid Submission **16/12/2025 at 12.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2193, Dt. 14/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-100/25-26/SL-1 to 4,** Last Date of Bid Submission **16/12/2025 at 12.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
1st Call 2nd Corrigendum Notice
N.I.E. EQ. No. 108/PW/ Eng/25 Dt. 19-09-25
Bid Submission period: 18.12.25 instead of 18.11.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 105, 106, 107 & 108/PW/Eng/APAS/25 Dt. 20-11-25 & Auction Notice No. 125/PW/Eng/25 Dt. 20-11-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
DEBRA::PASCHIM MEDINIPUR::PIN-721124
e-Notice Tender Inviting
e- N.I.T. No. 32 of 2025-26 (Memo No.-4262/Deb-BDO,Dated-07.11.2025) Last Date & Time of submission tender documents:- 28.11.2025 up to 17:00 hrs. Details may be had from the office in official date & time & **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Dev. Officer/Executive Officer
Debra Dev. Block/Debra Panchayat Samiti

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং. ডব্লু _২ _৬২৩_১৬_ এসসিওইউআর _এমএলডিটি, তারিখ ঃ ১৯.১১.২০২৫। প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, ফেয়ারলী প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য প্রখ্যাত এবং যোগ্য ঠিকাদারদের নিকট থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিসনের ব্রীজ নং. ৩৪০/এ, ৩৮৩/ডি এবং ১৩০-এ আর্মার ইকো-রেঞ্জ এসএস৫১০ স্মার্ট সেন্সর বা সমতুল যন্ত্র দ্বারা সোনার ইকো - রেঞ্জ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভিতগুলির ক্রমান্বয়িক ঘর্ষণজনিত ক্ষয় নজরদারি করার কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬৩,২৭,৫২০.৪১ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১,২৬,৬০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৪ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১১.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো । বিশদ টেন্ডার নথি **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। MISC-296/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ইএলডি-১২৫- ডব্লুসি-ওটি-১০বি-২৫, তারিখ ১৭.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং. **ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-১০বি-২৫**-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে ২×২৫ কেভি সিস্টেম-এর জন্য টিটিসি মাস্ট-এ ডবল পোল আইসোলেটর-এর ব্যবস্থার জন্য অতিরিক্ত দফার অনুমিত তালিকা। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৩,০২,৬৫,৫৬০.৫০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৩,০১,৩০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.১২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টেয়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যেকোনো সময়ে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতাগণ সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/ নির্দিষ্টকরণের জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না ও সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। HWH-408/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-৯৭-১০০-২৫, তারিখ ঃ ১৯.১১.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিআরএম (ইঞ্জি)/দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী এফওবি, পরিবহন, সম্প্রসারিত লাইন, রোড ও বিবিধ কাজের জন্য ৪ (চার)টি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ ক্র.নং.-১। **টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-৯৭-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** বাঁকুড়াঃ বাঁকুড়াতে বর্তমান এফওবি-এর বদল। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭,৪০,৩১,৯৬৯.২৮ টাকা। ক্র.নং.-২। **টেন্ডার নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-৯৮-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** (১) আদ্রায় নর্থ সেটলমেন্টের অধীনে রোড মেরামতি, (২) আদ্রা ডিভিসনে অপারেটিং টাস্কফোর্স-এর জন্য বিশ্রামকক্ষের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,১৬,৮২,৯০৪.৩৬ টাকা। ক্র.নং.-৩। **টেন্ডার নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-৯৯-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** দুই বছরের জন্য দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিসনে ট্র্যাক রিনিউয়াল কাজের জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে সড়কপথে পি.ওয়ে সামগ্রী পরিবহন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৯৫,২০,৮৮২.৫৭ টাকা। ক্র.নং.-৪। **টেন্ডার নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১০০-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** আদ্রা ডিভিসনে (১) বোকারো স্টীল সিটি গুডস শেডে আরডিএফ প্রান্তের দিকে লাইন নং ৪ সম্প্রসারণ, (২) বার্ণপুরে কমন ল্যুপ হিসাবে লাইন নং ১ তৈরীর সাথে লাইন নং ১ ও ২ সম্প্রসারণ, (৩) ছররা স্টেশনে আপ ও ডাউন ল্যুপ লাইনের সম্প্রসারণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,২৪,৬১,৫২১.১৭ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **১৮.১২.২০২৫ দুপুর ৩টা** (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **(PR-857)**

Latiaboni Gram Panchayat
P.O.- Durlovpur * Dist.- Bankura
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited for execution of 07 Nos. development work vide **e-NIT No. 09 (Sl. No. 01 to 07) (Fund- APAS) 2025-2026, Date- 19.11.2025.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Latiaboni Gram Panchayat

STATE FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
SFDCL Invites e-tender from eligible bidder regarding supply of different Aqua Culture Inputs. Details of which are appended below :-
NIT Details : SFDC/MD/NIT/Inland/2025-26/ 18(e) to 27(e) Component: Mustard Oil Cake
Bid submission start date 21.11.2025.
Bid submission end date 29.11.2025.
For details visit wbtenders.gov.in

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/1922/25-26 Dated 15.11.2025	Repair Upgradation Work of Under Ground Pipe Line From Gita Bhaban Apartment to H/O Ranjit Kumar Biswas in Ward No. - 06 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-222, (Proposal Serial No.-01), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 9,68,506.23

Bid Submission end date: **15.12.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-48/25-26 Dated 19.11.2025
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_954550_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Exe. Engr. (Civil), ADDA

KHAKURDAHA GRAM PANCHAYAT
Joynagar-1 Block, District South 24 Parganas
ABRIDGED NIT
On behalf of **Khakurdaha Gram Panchayat of Joynagar-1 Block** under south 24 Parganas dist. invites bids for Construction of DRAIN OF KHAKURDAHA GP **Rs.=126666/-,97958/-,209601/-, 209601/-,163349/-,106181/-, 126965/-** Respectively. **Nit no:-235(1-7)/APAS/KKDGP/ 2025- 2026**.The Estimated Cost Excluding GST & L. Cess. The period of bid submission is **10:00 AM of 21th Nov. 2025 to 10:00 AM of 19th DEC. 2025**. For details please visit to **wbtenders.gov.in**.
Sd/-Pradhan,
Khakurdaha Gram Panchayat

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/1033/25-26 Dated 18.10.2025	Estimate for The Construction of Proposed C.C. Road and Slab over Surface Drain (marked as Sl. 1/273) from Lake Garden Club to Sreepur End Via Jora Math at Booth No.-273 of WardNo.31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 6,95,479.00
WBMAD/ULB/ RSM/1034/25-26 Dated 18.10.2025	Estimate for The Construction of Proposed C.C. Road and Slab over Surface Drain (marked as Sl. 2/273) from H/O Amar Biswas to H/O Haripada Das at Booth No.- 273 of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,83,750.00

Bid Submission end date is being extended from **17.11.2025 at 11-00 hrs to 18.12.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1881/25-26 Dated 14.11.2025	Repairing & Upgradation of pond by Sal Bullah pilling work near Vivekananda Block in Ward No-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-174, Proposal Sl No-2, Within 147, Sonarpur Dakshin.	Rs. 5,47,057.00
WBMAD/ULB/ RSM/1884/25-26 Dated 14.11.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Fencing Work of Pand from Ghosh Para More at Nischantopur Ghosh Para in Ward No.- 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.-320, (Proposal Serial No.-05) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 5,11,689.00

Bid Submission end date: **15.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work : Renovation of Drainage system, Septic Tank from R3 - 1 to 77, S4 - 44 to 190, Booth No.-173, Ward No.-26, Borough-03 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/359(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_953995_1 • Est. Amt: Rs. 4,40,035.00
2) Name of the Work : Repairing of Road around park at Jessop Colony Booth No.-173, Ward No.-26, Borough-03 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/359(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_953995_2 • Est. Amt: Rs. 5,53,686.00
Last Date : **16.12.2025 upto 1:55 p.m.**
3) Name of the Work : Repairing of Septic Tank and Drainage System (R3 -78 to 288), Booth No.-174, Ward No.-26, Borough No.-3 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/361(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_954505_1 • Est. Amt: Rs. 4,45,427.00
4) Name of the Work : Repairing of Road around park (R3 -151-216), Booth No.-174, Ward No.-26, Borough-03 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/361(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_954505_2 • Est. Amt: Rs. 5,53,271.00
Last Date : **16.12.2025 upto 1:55 p.m.**
5) Name of the Work : Construction of Pathway by Paver Block at Group Housing Football Ground, Bidhannagar within Ward No.-27
e-Tender No. : WBDMC/W/363(APAS) of 25-26
Tender ID: 2025_MAD_954594_1 • Est. Amt : Rs. 10,02,446.00
Last Date: **17.12.2025 upto 1:55 p.m.**
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, DMC

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/1880/25-26 Dated 14.11.2025	Repairing & Renovation of Boundary Wall at Vivekananda Sishu Uddyan In Ward No- 24 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 174, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 4,32,595.00
WBMAD/ULB/RSM/1882/25-26 Dated 14.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Bikash Das towards H/O Sankar Bhuiya at Nischintapur in Ward No. - 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-320,(Proposal Serial No.-1)Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,90,126.00
WBMAD/ULB/RSM/1883/25-26 Dated 14.11.2025	Repair & Upgradation Work of RCC Slab Casting over Existing Drain from H/O Sanjoy Das towards H/O Sanjoy Roy at Nischantopur in Ward No. - 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-320, (Proposal Serial No.-03) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,04,880.00
WBMAD/ULB/RSM/1885/25-26 Dated 14.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road and cover Drain from H/O Chhaya Ghosh towards H/O Chandan Pramanik at Nischantapur GhoshPara in Ward No. - 08under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No.-320,(Proposal Serial No.-6) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,15,184.00
WBMAD/ULB/RSM/1886/25-26 Dated 14.11.2025	Repair and Upgradation of Brick Pavement Road with Drain from Ajgar Mondal towards Samad Ali Mondal at Teghari Chaani Para in Ward No. - 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S.,Booth No.-319,(Proposal Serial No.-1) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,45,397.00
WBMAD/ULB/RSM/1887/25-26 Dated 14.11.2025	Repair & Upgradation Work of RCC Slab Casting with Covered Drain from Usha Pal towards Sarmistha Panda at Teghari Chaani Para in Ward No. - 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-319, (Proposal Serial No.-02) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,40,483.00
WBMAD/ULB/RSM/1888/25-26 Dated 14.11.2025	Repair & Upgradation Work of R.C.C. Slab Casting with Covered Drain from Anil Naskar towards Gour Biswas at Teghori Channipara in Ward No. - 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-319 ,(Proposal Serial No.-03)Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,00,774.00
WBMAD/ULB/RSM/1889/25-26 Dated 14.11.2025	Estimate for Repair & Upgradation work of Water body Fencing from besid Pond infront Rammohan Smriti Sangha Clab at Teghari Chaanipara in Ward No.- 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 319 (Proposal Serial No - 04), within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 4,88,235.00
WBMAD/ULB/RSM/1941/25-26 Dated 14.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Sudhangsu Mondal towards Sibhu Mondal at Amantrani Khirishtala in Ward No.- 14, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 81 (Proposal Serial No.: 06), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,65,472.00

Bid Submission end date: **15.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

মন্থর ভেলায়, নধরের সার্কাস দর্শন

অনিন্দ্য কিশোর

অভিনেতার আত্ম-আবিষ্কারের ক্যানভাস

আসল কথাটা, প্রথমেই বলে রাখা ভাল। না! ‘নধরের ভেলা’ এখনও দেখা-হয়ে ওঠা হয়নি। তবুও নধরের ভেলা নিয়ে লিখতে বাধ্য হলাম; সাম্প্রতিক পত্রপত্রিকায় বিপুল-আলোচনায় ‘আক্রান্ত’ হয়ে। মোবাইল ফোনের ও-প্রান্তে ‘নধর’ চরিত্র-অভিনেতা অমিত সাহা। তাঁর কাছ থেকেই জানার চেষ্টা করলাম নধরের ‘না-জানা কাহিনী’।

একটি চলচ্চিত্র, কখনই চিত্রনাট্যের গতানুগতিক চিত্রায়ণ শুধুমাত্র নয়। যদি তা হয়, সময় ও শৈল্পিক-মননের এক দুর্লভ কোলাজ; অজান্তে তা দর্শকের মনে ছাপ ফেলে যায়। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবগুলিতে উচ্চপ্রশংসিত, প্রদীপ্ত ভট্টাচার্যের ‘নধরের ভেলা’-র কেন্দ্রীয় চরিত্র ‘নধর’ তেমনই এক ‘নজরকাড়া’ সৃষ্টি। আর এই ‘নধর’কে যিনি তাঁর অস্থি-মজ্জায় ধারণ করেছেন; সেই অভিনেতা, অমিত সাহার সঙ্গে আলাপচারিতা, আমাদের নিয়ে যায় এক অচেনা দার্শনিক উঠোনে।

অমিত সাহার জীবন ও অভিনয় জগতে প্রবেশ আর পাঁচজন শিল্পীর মতো ‘ফোকাসড্ ’ পথে শুরু হয়নি। বরং তা ছিল এক ‘ঠ্যালা খেয়ে’ যাত্রা। পেশাদার অভিনেতা হওয়ার ভাবনা ছিল না তাঁর। টেলিভিশনে, একসময় মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন। ফ্যাশন-মেকআপ আর্টিস্ট হওয়ার স্বপ্ন ছিল তাঁর।

প্রিয় মেন্টর প্রবীরদার অকালমৃত্যু, জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তবে এই ‘ঠ্যালা খেয়ে’ পথ চলাতেই যেন, অমিত তাঁর জীবনের মূল সুর খুঁজে পেয়েছেন। এই স্বতঃস্ফূর্ততা, পেশার প্রতি অতিরিক্ত আবেগ; প্রাথমিক আকর্ষণ থেকে শুরু হয়ে, ক্রমশ ‘অভিনয় কী? বা আমি কোথায় আছি?’; এই গভীর প্রশ্নে এসে ঠেকেছে। তাঁর কাছে অভিনয় এখন আর্টের সঙ্গে নিজস্ব সমঝোতা-র প্রক্রিয়া। তাঁর এই অভিব্যক্তি; যেন মনে হয় হলিউডের কিংবদন্তী অভিনেত্রী মেরিল স্ট্রিপের সেই দর্শনের প্রতিধ্বনি। যেখানে তিনি বলেছিলেন যে, অভিনয় হল তএকটি চরিত্রকে আবিষ্কার করার জন্য আপনার সংবেদনশীলতাকে ব্যবহার করা, তাকে বিচার করা নয়দ। অমিতও যেন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও সংবেদনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে, তাঁর শিল্পকে এক নতুন মাত্রায় নিয়ে গেছেন।

স্থবিরতার মধ্যে প্রবহমান জীবন-দর্শন

‘নধর’-এর চরিত্রটি একজন ‘মন্থর’ মানুষ। যিনি এই ‘গতির জগতে’ সম্পূর্ণ বেমানান। সমালোচকদের মতে, চরিত্রটির মূল বৈশিষ্ট্য হল, এর ‘নির্বাক অভিব্যক্তি’ এবং ‘স্লো অ্যান্ড ফিজিক্যাল-স্টিলনেস’। একজন ছটফটে এবং সদা-চঞ্চল অমিতের কাছে এই ধীরতা আয়ত্ত করা ছিল এক ‘বড় চ্যালেঞ্জ’। অমিত নিজে সৌম্যদর্শন না হলেও, ছিপছিপে, পাতলা এক অবয়বের মালিক। এই চরিত্রের জন্য তাঁকে আট কেজির মতন ওজন বাড়াতে হয়েছিল।

প্রসঙ্গত বলি, কিংবদন্তি রুশ পরিচালক কনস্ট্যান্টিন স্তানিস্লাভস্কি তাঁর ‘মেথড অ্যাক্টিং’-এ জোর দিতেন। অভিনেতা, তার চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, অভিনেতাকে ‘ম্যাজিক ইফ’ ব্যবহার করে, চরিত্রের পরিস্থিতিতে নিজেকে স্থাপন করতে হবে। ঠিক তেমনই এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা হয় অমিতের। তিনি জানান, ছবিটির কাজ শেষ হওয়ার পনেরো-কুড়ি দিন পরেও পর্যন্ত, তিনি ‘অর্গানিক্যালি স্লো’ হয়ে গিয়েছিলেন। কথা বলার গতি, দৈহিক রিফ্লেক্স, সবটাই। এমন অনুভূতি হওয়ার লক্ষণ, কেবলমাত্র অভিনয় নয়; এটি যেন চরিত্রের আত্মার সঙ্গে অভিনেতার আত্মার এক অপ্রতিরোধ্য অনুপ্রবেশ।

এই মন্থরতা বা স্থবিরতা নিয়েই অমিত এক গভীর জীবন-দর্শন তুলে ধরেছেন। নধর (মন্থর) এবং হারাধন (দ্রুততা বা সার্কাসের ম্যানেজার) কি একে অপরের পরিপূরক? তাঁর মতে, আমরা একই সঙ্গে নধর ও হারাধন। জীবনধারণের জন্য ছুটতে হলেও, কোথায় ছুটব না, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়াও, নধরের মতনই এক স্ট্যান্ড। তআমরা একই সঙ্গে কোথাও নধর নই, আবার একই সঙ্গে কোথাও নধরেরই একটা অংশ।দ

এই দ্বান্দ্বিক অস্তিত্বের ভারসাম্যই আমাদের প্রয়োজন। তাঁর মতে, যার ক্ষমতা বেশি, সে গুরুত্ব পাবে। সে নধর হয়েও পেতে পারে। এই মন্তব্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সত্যজিৎ রায়ের সেই ধীরগতির কাব্যিক জীবনকে। যা তাঁর ‘পথের পাঁচালী’ ছবিতে মূর্ত। সত্যজিৎ একবার বলেছিলেন, ‘গতিকে বাদ দিয়েও জীবন আছে, যার একটি নিজস্ব ছন্দ আছে।দ নধরের জীবন সেই ছন্দেরই প্রতীক। ভারতীয় চলচ্চিত্রের আর এক দিকপাল মৃণাল সেনের কথায়, তচলচ্চিত্রের মূল কাজ হল, সমাজের বাস্তবতাকে প্রশ্ন করা,দ এবং নধরের মন্থরতা, এই অতি-দ্রুত সমাজের প্রতি এক নীরব প্রশ্নচিহ্ন।

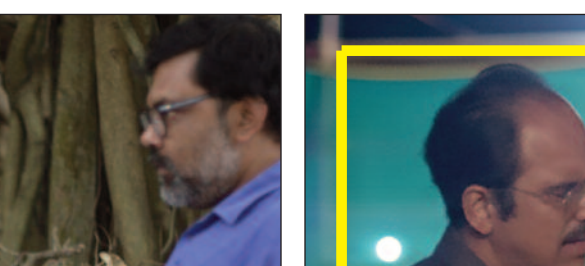

মন্থরতা বা স্থবিরতা নিয়েই অমিত এক গভীর জীবন-দর্শন তুলে ধরেছেন। নধর (মন্থর) এবং হারাধন (দ্রুততা বা সার্কাসের ম্যানেজার) কি একে অপরের পরিপূরক? তাঁর মতে, আমরা একই সঙ্গে নধর ও হারাধন। জীবনধারণের জন্য ছুটতে হলেও, কোথায় ছুটব না, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়াও, নধরের মতনই এক স্ট্যান্ড। তআমরা একই সঙ্গে কোথাও নধর নই, আবার একই সঙ্গে কোথাও নধরেরই একটা অংশ।দ এই দ্বান্দ্বিক অস্তিত্বের ভারসাম্যই আমাদের প্রয়োজন। তাঁর মতে, যার ক্ষমতা বেশি, সে গুরুত্ব পাবে। সে নধর হয়েও পেতে পারে। এই মন্তব্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সত্যজিৎ রায়ের সেই ধীরগতির কাব্যিক জীবনকে। যা তাঁর ‘পথের পাঁচালী’ ছবিতে মূর্ত। সত্যজিৎ একবার বলেছিলেন, ‘গতিকে বাদ দিয়েও জীবন আছে, যার একটি নিজস্ব ছন্দ আছে।’ নধরের জীবন সেই ছন্দেরই প্রতীক। ভারতীয় চলচ্চিত্রের আর এক দিকপাল মৃণাল সেনের কথায়, তচলচ্চিত্রের মূল কাজ হল, সমাজের বাস্তবতাকে প্রশ্ন করা,দ এবং নধরের মন্থরতা, এই অতি-দ্রুত সমাজের প্রতি এক নীরব প্রশ্নচিহ্ন।

স্পিড ও অবসর বনাম সমাজের আয়না

ছবিতে ‘সার্কাস’-এর ব্যবহার প্রসঙ্গে, অমিতের মন্তব্যগুলি সমকালীন সমাজের প্রতি এক দার্শনিক কটাক্ষ। যদিও তিনি নিজেকে সমসাময়িক রাজনীতি সম্পর্কে খুব আত্মবিশ্বাসী মনে করেন না। তবুও তিনি মেনে নেন যে, চারদিকে এক ‘সার্কাস চলছে’। তাঁর মতে, সমাজের টলারেন্স কমে গেছে, গতি অনেক বেড়ে গেছে। যা কিনা ‘অকারণ স্পিড’। এই অমানুষিক গতির-চক্র থেকে বের হওয়ার একমাত্র উপায় হল ‘অবসর’। তঅত্যন্ত প্রয়োজন জীবনের ক্ষেত্রে। নিজের জীবনে অবসর খানিকটা যাপন করলে, তখন হয়তো চিন্তা করা যাবে, যে সার্কাসটা কত জোরে দৌড়চ্ছে?’ ব্যক্তিগত অবসরকে তিনি নধরের মতো এক ‘স্ট্যান্ড’ হিসেবে দেখেন। ঘুম, বন্ধুবান্ধব, পেশার প্রতি কর্তব্য এবং নতুন কিছু জানার আগ্রহ; এই সবকিছুর মধ্যে ভারসাম্য রাখতে গিয়ে নিজের মূল পেশায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া কঠিন হয়। এই থেমে যাওয়াটা জরুরি। তবেই বোঝা যাবে এই গতি; মানবিক না অমানুষিক। বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্রকার চার্লি চ্যাপলিন-এর ‘মডার্ন টাইমস্ ’ ছবিতে যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের গতির লড়াইয়ের এক প্রচ্ছন্ন প্রতিচ্ছবি এটি। চ্যাপলিন নিজে তাঁর শিল্পকর্মে গতিশীলতা ও স্থবিরতার বৈপরীত্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, ‘ট্র্যাজেডি যখন ক্লোজ-আপে দেখা যায়, তখন তা কমেডি’। নধরের মন্থরতা সেই কমেডি বা ট্র্যাজেডির দোদুল্যমানতাকেই তুলে ধরে।

প্রদীপ্ত-অমিত রসায়ন ও ‘রিয়েল ভেলায় ভ্রমণ’

অমিতের কথায়, প্রদীপ্তই আসল হিরো। প্রদীপ্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ ১৫-২০ বছরের ‘কমিউনিটি’ বা টিম-ওয়ার্কের প্রসঙ্গে অমিত যা বলেছেন, তা সিনেমা তৈরির এক অত্যাবশ্যক প্রক্রিয়া। প্রদীপ্ত ক্যামেরা থেকে কলাকুশলীদের এমন ভাবে সাজান, যে অভিনেতা ‘স্পন্টেনিউয়াস’ হয়ে যান। তাঁকে আলাদা করে অভিনয় করতে হয় না। শুধু ‘জ্যান্ত থাকলেই হয়’। তও স্পেস ক্রিয়েট করে দিতে পারেদ।

এই স্পেস ক্রিয়েট করার প্রক্রিয়াটি ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যিনি বিশ্বাস করতেন, অভিনেতাকে তাঁর চরিত্রের সত্যের গভীরে পৌঁছতে সাহায্য করাই পরিচালকের কাজ। তিনি একবার বলেছিলেন, তচরিত্রের মধ্যেকার জীবনকে আবিষ্কার করতে হবে। শুধুমাত্র বাইরে থেকে নকল করলে চলবে না।দ প্রদীপ্তর এই পদ্ধতি, তঅভিনেতাকে সেই অভ্যন্তরীণ জীবন আবিষ্কারের স্পেস দেয়দ।

কলার ভেলায় ঝুঁকি ও জীবন-জিজ্ঞাসা

অভিনেতার সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্তটি, চলচ্চিত্রের নাম-দৃশ্যে লুকিয়ে আছে; গঙ্গার মাঝে কলার ভেলায় ভেসে যাওয়া। কালিগঞ্জের ভাগীরথী নদীতে দড়ি কেটে মাঝনদীতে ভেলায় একা থাকার অভিজ্ঞতা ছিল প্রচণ্ড ভয়ের, একই সঙ্গে রোমাঞ্চকর। দিন পাঁচেক আগেই সেই নদীতে মানুষ তলিয়ে যাওয়ার কথা শুনেও তিনি ‘জয় মা’ বলে ভেলায় বসে পড়েন। এই ঝুঁকিটিই যেন নধরের জীবনের প্রতীক। তরিস্ক না নিলে, ভিক্ষ নেই।দ (ভিক্ষ অর্থাৎ ভিক্ষি, বিজয়)

এই দর্শনই একজন সাধারণ দর্শকের কাছে, এই ছবির আসল আবেদন। চলচ্চিত্র সমালোচক হিসেবে, এই দৃশ্যের আলোচনা আমাদের গভীর ভাবে নাড়া দেয়। এই ভেলায় ভেসে যাওয়া শুধুমাত্র একটি সিনেমার দৃশ্য নয়, বরং মানবজীবনের এক অপরিহার্য রূপক। আমাদের এই আপাত-সরল কথোপকথন যেমন জীবনের গভীর দার্শনিক সত্যে পৌঁছেছিল, ঠিক তেমনই আমরা; শহরের দ্রুতগামী হারাধন বা গ্রামের স্থির নধর; সকলেই যেন অজানা গন্তব্যের দিকে ভেসে চলেছি। আমাদের সঙ্গী হয় জীবনের ভয়। হয়তো একজন উদ্ধারকর্তা (ডুবুরি) থাকে, আবার হয়তো থাকেও না। কিন্তু এই ঝুঁকি নেওয়া এবং তাকে সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করার আনন্দই আমাদের জীবনকে সচল রাখে।

সাধারণ দর্শকের কাছে কেন ছবিটি ভাল লাগবে; এই প্রশ্নের উত্তরে অমিত সাহা নিজের স্ত্রীর অভিজ্ঞতার কথা স্ত্রীর অভিজ্ঞতা জানালেন। যিনি ছবিটি দেখে প্রশ্ন করেছিলেন, তরিয়েল না সব রিল?দ অর্থাৎ,অভিনয় এতটাই স্বাভাবিক যে তা বাস্তব বলে মনে হয়েছে তাঁর। এখানেই ‘নধরের ভেলা’-র সার্থকতা। এটি মানুষকে জীবনের গতি, স্থবিরতা, এবং সেই জীবনকে ভয়কে সঙ্গী করে ভেলায় ভেসে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে শেখায়। অভিনেতা ড্যানিয়েল ডে-লুইস-এর মতো অভিনেতারা যেমন চরিত্রের প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদনের জন্য পরিচিত, অমিত সাহার এই জলভীতি নিয়েও ভেলায় চড়ার ঘটনা তাঁর শিল্পসত্তার একই রকম আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রকাশ করে। অমিতের মতে, নধরের ভেলা একটি ‘ভাল ছবি’ এবং ‘সাহসী প্রচেষ্টা’। মাস্টারপিস আমি বলবো না। কারণ, আমি মাস্টারপিস বলার কেউ নই। এই সাফল্যের পর অভিনয়ের জন্য নিজেকে কত দেবেন? অমিতের তাৎক্ষণিক উত্তর, পাঁচের বেশি নয়। এতে বোঝা যায় অভিনয়ের প্রতি অমিতের খিদে আরও ব্যাপক। তবে একজন সাধারণ দর্শকের মতো তিনি অনুভব করেছেন, এই ছবিটি দেখার পর এক ‘মহাকাব্যিক অনুভূতি’ হয়। যা এক মহাকাব্যিক-উপন্যাসের স্কেল, রঙ এবং গভীরতা স্মরণ করিয়ে দেয়।

‘নধরের ভেলা’ বাংলা সিনেমায় এক নতুন ধারার সূচনা, যেখানে স্থিরতা এবং গতি একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। অমিত আশাবাদী, খুব শীঘ্রই নধরের ভেলা নিয়ে পৌঁছতে পারবেন ফেস্টিভ্যাল-বহির্ভূত সাধারণ দর্শকের কাছে। তাঁরা কী ভাবে প্রতিক্রিয়া দেখান, এটাই তিনি জানার অপেক্ষায় এখন। তখনই জানা যাবে এটা অমিতের অভিনয় জীবনের কোনও মাইলফলক হয়ে থাকল কি না!